PRINTED BY K. L. MAITY. AT THE
PONCHANON PRESS.
25/3, Taruck Chatterjee's Lane,
CALCUTTA.

ভাগ্যদেবী

(বিয়োগান্ত নাটক)

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত।

সুপ্রসিদ্ধ

সতীশ মুখার্জ্জীর যাত্রাপার্টি কর্ত্তৃক

অভিনীত।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৩৬ সাল।

দ্বিতীয় সংস্করণ।]

উৎসর্গ।



বঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা—

আমার পরম পূজনীয় জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু—

জ্যাঠামশাই !

আমার খেলার ছলে হাতে গড়া 'ভাগ্যদেবী' ধূলা মেখে অযত্নে পড়েছিল ; আপনি আদর ক'রে সাজ-সজ্জা পরিয়ে তাকে নিজের মনের মতন উজ্জ্বল ক'রে তুলেছেন। তাই আপনার স্নেহের "ভাগ্যদেবী"কে আপনার মহৎ আশ্রয়ে ছেড়ে দিলুম ; তার ভাল-মন্দ সব আপনিই দেখ্‌বেন।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

ভূমিকা।



সুধী ও সাধারণ সমাজের অনেকেই ভারতীয় বিদুষী ক্ষণাদেবীর চরিত্র সম্বন্ধে কিছু না কিছু অবগত আছেন। ক্ষণাদেবী রমণী হইয়াও বিদ্যায়, জ্ঞানে, কর্ম্মে পুরুষের সমকক্ষতা করিতেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে ক্ষণাদেবীর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। এই বিদ্যা আর্য্যদিগের যখন ধারণার সম্পূর্ণ বহির্ভূত ছিল, তখন ক্ষণাদেবীই সর্ব্বপ্রথম অনার্য্যদিগের নিকট হইতে এই জ্যোতিষ বিদ্যা ভারতবর্ষে আনিয়া দিয়াছেন। ক্ষণাদেবীর প্রতিভা জ্যোতিষ-বিদ্যায়। ভরণী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু প্রভৃতির স্থাননির্ণয়ের জন্য ক্ষণাদেবী কত চিন্তা করিয়াছেন,—গ্রহ, কেতু কোন্ দিকে চলিতেছে—ছুটিতেছে, তাহা নিরাকরণ করিতে ক্ষণাদেবী কত নিশি জাগরণে কাটাইয়াছেন; তাই সমগ্র ভারত হইতে আজিও তাঁহার প্রতিভার উদ্দেশে পূজার অর্ঘ্য ছুটিয়া যায়।

ক্ষণাদেবীর স্বামী ছিলেন উজ্জয়িনীর ববাহ পণ্ডিতের পুত্র মিহির। তিনিও একজন জ্যোতির্ব্বিদ্; কিন্তু ক্ষণা স্বামী অপেক্ষাও পারদর্শিনী ছিলেন। এই ক্ষণাদেবীর বিবরণ পাঠে আমার এই নাটক লিখিত। যাঁহারা বিয়োগান্ত নাটক পছন্দ করেন, তাঁহাদের জন্যই বহু যত্নে গড়িয়াছি। নাটকীয় চরিত্রস্ফুরণ ও তন্মর্য্যাদা কতদূর রক্ষিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না,—কারণ আধুনিক রুচি অনুসারে ও যাত্রা-সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য অনেক স্থলে আমায় স্বপদভ্রষ্ট হইতে হইয়াছে। সহৃদয় সুধীবৃন্দ আমার সে ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। তবে মূল ঘটনাটি যথাযথ অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এই সাহসে বুক বাঁধিয়া ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় মহাশয়ের অপরিসীম উৎসাহে নাটকখানি সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম। সাধারণের সহানুভূতি পাইলে আমার নাটক লেখা সার্থক মনে করিব।

রাখী-পূর্ণিমা।
সন ১৩৩১ সাল।

বিনীত—
গ্রন্থকার।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

মদনমোহন, বাঁশরী (ছদ্মবেশী নারায়ণ), ইন্দ্র, তাল, বেতাল।

বিক্রমাদিত্য	...	.	উজ্জয়িনীর রাজা।
বিরূপাক্ষ	...	...	ঐ মন্ত্রী।
বরাহ	...	...	ঐ সভাপণ্ডিত।
মিহির	...	...	বরাহের পুত্র।
নেত্রবান	...	...	সিংহলেশ্বর।
গোলোকচাঁদ	...	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র।
দয়ানন্দ	...	...	ঐ মন্ত্রী।
ইন্দুনাথ	...	...	ঐ সেনাপতি।
সনাতন	...	...	ছদ্মবেশী বিবেক।
শান্তশীল	...	...	সন্ন্যাসী।

লম্বাদাড়ী, ঘাতক, কোষাধ্যক্ষ, কাপালিক, সমুদ্র, দৌবারিক, প্রহরী, দূত, বেদে, ঝাড়ুদার, নগররক্ষক, মালী, বৈতালিকগণ, সেবকগণ, বায়ুসহচরগণ, পারিষদগণ, সভাসদ্গণ, টহলদারগণ, বন্যপুরুষগণ, পিশাচগণ, ভূত-প্রেতগণ ও সৈন্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

কালী, ভাগ্যদেবী।

মধুমতী	...	...	সিংহলরাজমহিষী।
ক্ষণাদেবী	...	...	সিংহলরাজের কন্যা।
অলকা	...	...	গোলোকচাঁদের মাতা।
বিজলী	...	...	ইন্দুনাথের পত্নী।
কন্দলী	...	...	অলকার পরিচারিকা।

বেদনী, মালিনী, ঝাড়ুদারপত্নী, দেববালাগণ, তরঙ্গবালাগণ, সখিগণ, কুমারীগণ, নাগরিকাগণ ও বন্যরমণীগণ।

ভাগ্যদেবী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উজ্জয়িনী—রাজবাটীর সম্মুখ।

বিক্রমাদিত্য।

বিক্রম। হায়, কি কুক্ষণে—
অযোগ্য অনুজ-করে অর্পি রাজ্যভার
গিয়েছিনু দেশপর্য্যটনে!
হায়, না বুঝিনু আমি—
সাধের নগর মোর স্বর্ণ উজ্জয়িনী
বুকে ল'য়ে শূন্য সিংহাসন,
প'ড়ে রবে পরিত্যক্ত
মড়ক-শাসিত নগর নগরী সম!
শুনিনু যখন,
অনুজ আমার রাজ্যভার ত্যজি
গিয়াছে বিজন বাসে,
পলকে অমনি শূন্যময় দেখিনু সংসার,—
দামিনী খেলিয়া গেল অন্তরে আমার!
বুকে ল'য়ে অতৃপ্ত কামনা,

ছুটে এনু অর্দ্ধপথ হ'তে
দেখিবারে সাম্রাজ্যের শুভাশুভ যত!
মূর্খ—জ্ঞানহীন অনুজ আমার;
নহে শূন্য রাখি রাজ সিংহাসন,
কেন যাবে সজ্ঞানে সে কানন-নিবাসে?
জানে না সে—কত যত্নে
সিংহাসন আনিলাম মম অধিকারে!
জ্যেষ্ঠ শম্ভু মোর
ছিল যবে রাজসিংহাসনে,
উচ্চ লোভে ভুলি আপনায়,
লইবারে রাজসিংহাসন,
নাশিয়া জীবন তার
সাধিয়াছি মহা পাপাচার!
সেই মোর প্রিয় রাজ্যধন,
হতভাগা অনুজ আমার
ফেলে গেছে এত অযতনে!
বুঝিলাম, শিখাইতে চায় মোরে—
পাপ সহায়তা লভি,
যেই রাজ্যধন করেছি অর্জ্জন,
অনিত্য অসার ভাবি
অন্যে চায় করিতে বর্জ্জন।
ভাল, পুনঃ রাজ্যভার করিনু গ্রহণ;
নিশিশেষে সুনিশ্চয় সভা-সংযোজন।
বিষাদমগনা উজ্জয়িনী পুনঃ

নব সাজে সাজ'
বিলাইবে নীলিমায় আনন্দের হাসি ।
[পুরী প্রবেশের উদ্যোগ]

নগররক্ষকের প্রবেশ ।

নঃ রক্ষক । নিরস্ত হও ! কে তুমি, এই গভীর রাত্রে বিনানুমতিতে রাজপুরী মধ্যে প্রবেশ কর্‌ছ ? মনে ভাব্‌ছ—মহারাজা বিক্রমাদিত্যের অবর্ত্তমানে, তাঁর অনুজের অবর্ত্তমানে, রাজ্যে অরাজকতা-লক্ষণ প্রকাশ পাবে ? ভাব্‌ছ—রাজপুরী রক্ষীশূন্য ? তা নয়, রাজপুরী এখন সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষীবর্গে বেষ্টিত ।

বিক্রম । বিক্রমাদিত্য যদি ফিরে এসে তাঁর রাজ্য এবং রাজপুরীতে পূর্ব্বাধিকার চান, পাবেন তো ?

নঃ রক্ষক । তা এখন বল্‌তে পারি না ; কারণ উজ্জয়িনী এখন স্বর্গাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রের শাসনাধীন । তিনি যদি স্বেচ্ছাপরবশ হ'য়ে তাঁকে পুনর্ব্বার রাজ্যাধিকার দান করেন, তা হ'লে তিনি আবার সমস্তই ফিরে পাবেন, নচেৎ তাঁকে হয় তো ভিক্ষাবলম্বন কর্‌তে হবে ।

বিক্রম । স্বর্গাধিপতি এ রাজ্য কত দিন অধিকার করেছেন ?

নঃ রক্ষক । তা খুব অল্প দিনই হবে । মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁর অনুজের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন । তিনিও কোন কারণ বশতঃ রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ ক'রে বিজন বাসে ঈশ্বরচিন্তায় মনোনিবেশ করেছেন । তখন রাজ্যের রক্ষীহীন ও অরাজক অবস্থা দেখে দেবরাজ পাত্রমিত্র সহ স্বয়ং এসে রাজ্যের সকল ভার গ্রহণ করেছেন ।

বিক্রম । রাজ্যের কোন কঠিন বিপদ আপদ বা কোনরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়নি ?

নঃ রক্ষক। তুমি বল কি হে? যে রাজ্যে দেবরাজ ইন্দ্র রাজ্য-ভার গ্রহণ করেছেন, যে রাজ্যে যক্ষবৃন্দ রাজ্যরক্ষায় নিযুক্ত, সে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে?

বিক্রম। সেই সদাশয় স্বর্গাধিপতি দেবেন্দ্রকে শত সহস্র ধন্যবাদ! তিনি বহু যত্নে আমার রাজ্য রক্ষা করছেন; তাঁর পুণ্যময় শ্রীচরণে আমার অসংখ্য প্রণিপাত। অমরার অমর-পদরেণুতে উজ্জয়িনী আজ ধন্য এবং পবিত্র। রক্ষী! আমিই সেই বিক্রমাদিত্য, প্রচ্ছন্নবেশে দেশপর্য্যটনে বহির্গত হয়েছিলুম; রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় আমি কার্য্য সমাধা না ক'রেই ফিরে এসেছি।

নঃ রক্ষক। হাঃ-হাঃ-হাঃ, তুমি মহারাজ বিক্রমাদিত্য? যাও—যাও, এখনই কেন অস্ত্রাঘাতে প্রাণ হারাবে!

বিক্রম। রক্ষী! সংযতভাবে কথা কও; বিক্রমাদিত্যের কাছে ঔদ্ধত্য প্রকাশ ক'রো না।

নঃ রক্ষক। তুমি মহারাজ বিক্রমাদিত্য হ'লে তবে তো? তুমি যে প্রকৃতই মহারাজ বিক্রমাদিত্য, তার প্রমাণ কি? ভাবছ কি? এ হাটে ছুঁচ বিক্রী চল্‌বে না,—এ বড় শক্ত ঠাঁই!

বিক্রম। রক্ষী! রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে একজন পথিকের সাহস হয় না। যাও, বাচালতা পরিত্যাগ ক'রে আমায় পুরী-প্রবেশের অধিকার দাও। [পুরীপ্রবেশের চেষ্টা]

নঃ রক্ষক। [বাধা দিয়া] নিরস্ত হও তস্কর! স্বয়ং দেবরাজ আমায় রাজপুরীরক্ষায় নিযুক্ত করেছেন; যতক্ষণ আমার জীবন থাক্‌বে, ততক্ষণ তস্করকে কখনই রাজপুরী মধ্যে প্রবেশ করতে দেবো না।

বিক্রম। কি নীচাশয়! [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

নঃ রক্ষক। [অস্ত্রের দ্বারা বাধা দিয়া] নীচাশয় তুমি! দেবরাজের আদেশ—যদি প্রকৃত বিক্রমাদিত্য এসেও পুরীপ্রবেশ কর্‌বার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে বিনা পরীক্ষায় তাঁকে যেন প্রবেশ-অধিকার দেওয়া না হয়; কারণ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আবরণে তাঁর কোন শত্রুও আস্‌তে পারে। তুমি যদি বিক্রমাদিত্য হও, তা হ'লে আমি যুদ্ধ চাই। আমায় যুদ্ধে পরাজিত ক'রে যদি তুমি সবিক্রমে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌তে পার, ত হ'লে আমি মুক্তকণ্ঠে তোমায় রাজ্যেশ্বর স্বীকার ক'রে স্বহস্তে তোমাকেই শূন্য সিংহাসনে বসিয়ে আস্‌বো; নচেৎ এইখানেই তোমার জীবনলীলা সাঙ্গ হবে।

বিক্রম। তাই হোক্; প্রকৃত অধিকার নিতান্ত শক্তিহীন বালকের ন্যায় পরিত্যাগ কর্‌তে পার্‌বো না। [যুদ্ধারম্ভ ও ক্ষণকাল পরে নগর রক্ষকের বুকের উপর বসিয়া] কেমন? এইবার স্বীকার কর—বিক্রমাদিত্য তোমার সম্মুখে!

নঃ রক্ষক। স্বীকার কর্‌ছি, আপনিই মহারাজ বিক্রমাদিত্য। আমায় হত্যা কর্‌বেন না মহারাজ! তা হ'লে আপনার মহামূল্য জীবন রক্ষা হবে না। আমি একজন যক্ষ, আপনার পরাক্রম দর্শনে আমি বিস্মিত—স্তম্ভিত—মুগ্ধ; আপনার রাজ্য আপনি অধিকার করুন মহারাজ!

বিক্রম। [নগররক্ষককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক] উত্তম, আমি তোমার জীবন রক্ষা কর্‌লুম; কারণ তুমি আমার পরম মিত্র।

নঃ রক্ষক। আমায় হত্যা না ক'রে আপনি আপনারই জীবন রক্ষা করেছেন মহারাজ, আমায় আপনার জীবনদাতা মনে কর্‌বেন।

বিক্রম। কি রকম?

নঃ রক্ষক। তবে শুনুন মহারাজ! ভোগবতীর প্রতাপশালী

নরপতি চন্দ্রভানু, শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসী, আর আপনি, এই তিন জন এক নগরে, এক নক্ষত্রে, এক লগ্নে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আপনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হয়েছেন ; চন্দ্রভানু তৈলিক-গৃহে জন্মগ্রহণ ক'রে অদৃষ্টের আনুকূল্যে রাজ্যলাভ করেছিলেন ; আর শান্তশীল কুম্ভকারকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে যোগসাধন দ্বারা সেই চন্দ্রভানুর প্রাণসংহার করেছে। এখন আপনার প্রাণসংহারের জন্য যোগী বিশেষ চেষ্টা করছে ; আপনাকে হত্যা করলেই যোগী অষ্টসিদ্ধি লাভ করবে।

বিক্রম। রক্ষী! তোমার কথায় অন্তর আমার কৌতূহলে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। এ সকল কি তুমি সত্য বল্‌ছ ?

নঃ রক্ষক। সত্য মিথ্যা আপনি বিচার করুন মহারাজ! দেবাদিষ্ট হ'য়ে আমার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করলুম ; আমার কার্য্য শেষ হয়েছে মহারাজ! বিদায় গ্রহণ ক'রে এখন স্বর্গধামে ফিরে চল্‌লুম।

[প্রস্থান।

বিক্রম। প্রাবৃটের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি যেমন দৈত্যের মত গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে পৃথিবীবক্ষে ঝাপিয়ে পড়্‌তে আসে, তেমনি বিস্ময়-আতঙ্কের একটা সমষ্টি আমার উপর যেন সহর্ষ হুঙ্কারে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে আস্‌ছে। যক্ষের এ সকল কথা সত্য না মিথ্যা ? এর সন্ধান ও বিচার আবশ্যক।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

টহলদারগণ।

টহলদারগণ।—

গীত।

দাগাবাজী কেউ ক'রো না সরল পথে অমনি চল।
সরলটুকু আসল ভেবে গরলটুকু পুড়িয়ে ফেল॥
সোনা-দানার গর্ব্ব ক'রে থেকো নাকো চোখটী বুজে,
ভুলো না সে ব্রজরাজে দু'দিনের এই রাজা সেজে,
ঘরে ঘরে সকাল সাঁজে জয় হরি জয় সবাই বল।
মোহের নেশা কেটে যাবে দেখ্‌তে পাবে শান্তি-আলো,
চিত্তশুদ্ধি বস্‌বে জেঁকে ভ্রান্তি যাবে থাক্‌বে ভালো,—
সরলপ্রাণে হেসেই চল, হাস্‌বে কবে দিন তো গেল॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শিপ্রা নদীতীর।

তাম্রপাত্রহস্তে বরাহ।

বরাহ। লুকাও—লুকাও হাস্যময় দেব সুধাকর!
ঘনকৃষ্ণ মেঘ-অন্তরালে।
অন্তরের স্নেহমায়া যত,

শাস্ত্রবিশারদ বরাহ ব্রাহ্মণ
সমুদ্যত সংহারে সবার !
সংজ্ঞাহীনা সুষুপ্তা ধরণী ;
তুমি কেন চন্দ্রদেব জাগ্রত এখন' ?
দেখিতে কি সাধ মনে
সমাজ কথিত তত্ত্বদর্শী
বরাহের ঘৃণিত আচার ?
লুকাও বারেক দেব !
মায়াজাল ছিঁড়িয়া সবলে,
পাত্রাবদ্ধ শিশুর জীবন
শিপ্রাগর্ভে দিব বিসর্জ্জন ।

দূরে সনাতনের প্রবেশ ।

সনাতন । সুজন ব্রাহ্মণ !
সাধ্য কি হে অসাধ্যসাধন ?
অপ্রতিহত মায়ার অধিকার
ঘেরে আছে নিত্য যার কায়,
পলে পলে চলে যেবা কামনার পথে,
কোমলহৃদয় সেই জনকের প্রাণে
ফুটে কিহে শিশুবিসর্জ্জন-চিত্র সুভীষণ ?
জাগে কি হে—
নরকের ছবি স্বরগের পথে ?

বরাহ । [স্বগত] স্থির হও অন্তর আমার !
কেন বৃথা মায়া ?

কেন বৃথা বন্ধনের সাধ ?
বিধাতা আপন করে
ছিন্ন করিলেন যদি পরম বন্ধন মোর,
নিয়তি-বিধানে
অন্তর্দ্ধান যদি শিশুর জননী,
কেন তবে বসবাস মায়া-নিকেতনে ?
দশ বৎসর মাত্র
রহিবে এই শিশুর জীবন !
হাঃ-হাঃ-হাঃ ! খেলার পুতুল সম
মাতৃহীন শিশুরে লইয়া
বর্ষ দশ পালিব যতনে,
সেই শিশু অবহেলে
ছিন্ন করি পিতৃ-মায়া-পাশ,
নিয়তির আবাহনে
চ'লে যাবে মরণের কোলে !
বাঃ—বাঃ—চমৎকার !
কেন ? বরাহ ব্রাহ্মণ
পারে না কি নিষ্ঠুর সাজিতে ?
ঘোর বিড়ম্বনা—কেবা পুত্র ?
হবে অন্তরায় শাস্ত্রের চর্চ্চায়,
ধর্ম্মপথে বিপত্তি বিষম,
বৃদ্ধি তায় দুঃখভার দুঃখের উপর।
সাধ ক'রে কেন তবে অশান্তিসাধনা ?
এই অবসর !

মায়াবীজ অঙ্কুরিত
হয়নি এখন' হৃদয়ক্ষেত্রে,
এখন' তার মূলরাশি হয়নি বিস্তৃত !
এই অবসরে নিস্তব্ধ নিশায়
খেলিব হেথায় দানবের খেলা ।

সনাতন । হে দুর্ভাগ্য জ্যোতির্ব্বিদ্ !
সত্যই খেলিছ আজ দানবের খেলা !
কে জানিত হায় ! অদ্বিতীয় গণনায়
রাজা বিক্রমের সভা-পণ্ডিতের
যোগ্য এই কাজ !
কে জানিত জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত তোমার !
কে জানিত হায় ! ক্ষুদ্র ভ্রমবশে
অবশেষে নিজ মর্ম্মস্থলে
আঘাতিবে আপনার করে!
সুবিখ্যাত সমাজ ভূষণ !
ভ্রমবশে দেখ নাই—
অলৌকিক রাশিচক্র পুত্রের তোমার !
দেখ দেখি সাধু !
পুনর্ব্বার অঙ্কচিত্র গুলি
লিপিবদ্ধ কর দেখি নব পত্রিকায়,—
দেখিব, কি নিদারুণ ভ্রম-আচ্ছাদনে
আচ্ছাদিত কলেবর তব !

বরাহ । [স্বগত] বিবেক ! জাগিছ অন্তরে আমার ?
উন্মাদনা জাগাইবে চিতে ?

না—না, বিবেকের পরাজয় ধাতার লিখন,
নিয়তির জয় এই ক্ষেত্রে নিয়তি-লিখন ।
কেন আর বিবেক সুজন
বৃথা মোরে কর উৎপীড়ন
জান তো সকল !
মনুষ্যজীবনে অসম্ভব নহে কিছু ।
ক্ষুধায় কাতরপ্রাণ দেখিয়া শিশুরে,
দরিদ্র পিতার প্রাণ, পুত্রের কারণ
দেবতা-বাঞ্ছিত রত্ন
কম্পিত-আগ্রহে চাহে আনিবারে ।
জান তো সুজন ! তস্কর-প্রবৃত্তি
অবহেলে ধরে পিতা পুত্রের কারণ,—
অপত্যস্নেহের বশে
অকাতরে আত্মপ্রাণ
বিসর্জ্জিতে পারে পুত্রের জনক ;
পুনঃ সেই পিতা—
মূর্ত্তিমান স্নেহ অবতার,
হয় যদি পূর্ণজ্ঞানী,
নিয়তির অলঙ্ঘ্য কটাক্ষে
কাঠিন্যে বাঁধিয়া প্রাণ
অকাতরে করে দান
সেই বক্ষরত্নে মৃত্যুর কবলে ।
সেই পিতা—সেই পিতা আমি,
জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমি সংসার মাঝারে

বিবেক সুজন!
অসম্ভব নহে কিছু মানবজীবনে।

সনাতন। বুঝিয়াছি জ্ঞানীবর!
বিবেকে করিতে চাও আশ্রয়বিহীন।
স্বল্পআয়ুঃ শিশুর জীবন বুঝি,
অপত্য-মমতা সেই অনুপাতে
চাহ বিতরিতে।
যেই বিবেক সহায়ে
শ্রেষ্ঠ স্থান তব নবরত্ন সভা মাঝে,
সেই বিবেক বান্ধবে তব
অকাতরে ত্যজিবারে সাধ?
অন্ধ অজ্ঞান সমান, বক্ষরত্ন আপনার
নদীগর্ভে বিসর্জ্জিতে নিষ্ঠুর সঙ্কল্প?
জীবের জীবনী-ক্রিয়ার প্রমাণ অনুপাতে
ভালবাসা সৃষ্ট কি জগতে?
হে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান!
কেন তবে বিবেকে সৃজিলে?
নৃশংসতা ছুটে এসে কেন
ভাঙ্গে মোর শান্তি-নিকেতন?

[বরাহ নদীগর্ভে তাম্রপাত্র ভাসাইয়া দিলেন।]

ওই যে উঠিল ঝঞ্ঝা,
ওই যে শত্রু আসি কেশাগ্র ধরি মোর
কেড়ে লয় আশ্রয় আমার!
ওই—ওই ভেসে গেল বরাহের ভুলে

বরাহের প্রিয় বংশধর !
বিবেক ! বিবেক !
পরাজিত—পরাজিত তুমি !

[প্রস্থান ।

বরাহ । কেঁদ না—কেঁদ না পণ্ডিতপ্রবর !
নিজহস্তে উপাড়িয়ে হৃদ্‌পিণ্ড আপনার
সাজে কি হে রোদন তোমার ?
ধৈর্য্য ধর—বুঝাও অন্তরে !
লক্ষ্য কর—
জ্যোৎস্না-হাসিত সুস্নিগ্ধ রজনীর
মন্দ মন্দ সমীর পরশে
তরঙ্গহিল্লোলে নাচিতে নাচিতে
রত্নভরা তাম্রপাত্র চলিয়াছে ভেসে !
শোনো স্থিরকর্ণে—
দূর হ'তে ক্ষীণ আচ্ছাদিত স্বর
ভেসে আসে কার !
দেখ লক্ষ্য করি—
ছায়া সমা রমণী-মূরতি এক
অপার্থিব স্নেহপূর্ণ বাহুপাশ ল'য়ে
ছুটে গিয়ে বিসর্জ্জিত রত্ন মোর
তুলে লয়ে বুকে,
সযতনে চুমিয়া বদন
সুখনীর ফেলিছে আবেগে !
কে তুমি ? পত্নী আমার ?

না—না, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—
ভেসে যাক্ তাম্রপাত্র
চিরতরে সীমাহীন অজানা সাগরে,—
বিসর্জ্জিত রত্ন মোর রেখো না ধরিয়া,
পার যদি ডুবাও সলিলে।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে তরঙ্গবালাগণের প্রবেশ।

তরঙ্গবালাগণ।—

গীত।

চল্ চল্ ভাসিয়ে নে চল্
মন্দ পবনে সই মৃদু মৃদু নাচিয়া।
মৃদু কলরবে অতি নব ভাবে
ভেসে চল্ সবে মৃদুল মাতিয়া॥
কেগো নিঠুর তুমি কেগো পাষাণ,
ত্যজিতে আপন শিশু কাঁপিল না প্রাণ,
নীরব নিশীথে, চন্দ্রমা থাকিতে,
করিলে তনযে তুমি ভাল স্নেহদান,
রাখিলে গৌরব কঠিন সাজিয়া।
স্নেহহীন বাসে কিবা প্রয়োজন,
চল্ রে যথায় আছে স্নেহের ভবন,
জনক আপন নহে তো আপন,
বিধির বিধানে ভবে হয় রে এমন,
অকূল সাগরে চল্‌রে ভাসিয়া॥

[তাম্রপাত্র লইয়া সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সিংহল—সমুদ্রতীর।

কয়েক জন বন্য পুরুষ ও বন্য রমণী।

১ম পুরুষ। ঐ দেখ্‌রে ভেড়ের ভেড়ে—ঐ দেখ্‌! আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, ও একটা দৌলত ভেসে আসছে।

সকলে। তাই তো রে—তাই তো!

১ম পুরুষ। দেখ্‌ছিস কি? আজ থেকে আমার কপাল ফিরলো!

সকলে। কি রকম?

১ম পুরুষ। কি রকম বুঝ্‌তে পার্‌লিনি? ঐ দৌলত তুলে নিয়ে আমার ডেরায় তুল্‌বো। যখন পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে ব'সে খাবো, আর হাজার গণ্ডা দাস-দাসী রেখে দিন রাত ফরমাস চালাবো, তখন বুঝ্‌তে পার্‌বি।

১ম রমণী। ওঃ, কি মজার কথাটাই বল্‌লি আর কি! আমাদের চোখের সাম্‌নে দিয়ে দৌলতটা তুলে নিয়ে যাবি, আর আমরা—অন্ততঃ আমি তাই দেখে চুপ ক'রে থাক্‌বো? সেটী হ'চ্ছে না রে মিন্‌সে—সেটী হ'চ্ছে না! ও থেকে আমাদেরও বখ্‌রা দিতে হবে।

১ম পুরুষ। বটে! আমার ধন-দৌলতে তোদের কি অধিকার আছে বল্‌ তো?

১ম রমণী। কি অধিকার, পরে বুঝ্‌বি রে মিন্‌সে পরে্‌ বুঝ্‌বি।

১ম পুরুষ। ও বোঝা-বুঝি বুঝিনি; ও দৌলত আমি আগে দেখেছি, ও আমার।

সকলে। আমরাও দেখেছি—ও আমাদের।

১ম রমণী। হ্যাঁ। ঠিক ! এই তো আমি চাই। বখ্‌রা ছাড়িসনি মিন্‌সেরা—বখ্‌রা ছাড়িসনি ; আমাদের দেশে এসে লেগেছে, এ দৌলত আমরা সবাই মিলে ভাগ ক'রে নেবো। যদি না আস্‌তো, কে এর ভাগ চাইতো ! যদি সমান ভাগ না হয়, তা হ'লে আমি সহজে ছাড়্‌বো না, জেনে রাখিস্‌। যে অবিচার কর্‌বে, তার চুলের লুটী ধ'রে হাড় পর্য্যন্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেল্‌বো।

১ম পুরুষ। তা হ'লে এ ধন দৌলত আমায় দিবিনি ?

১ম রমণী। দাঙ্গা কর্‌, যে জিত্‌বে সে পাবে।

সকলে। তাই কর্‌—সকলে দাঙ্গা কর ! তো-হা-রা-রা-রা-রা—

১ম পুরুষ। আচ্ছা—ও এখন থাক্‌ ! সর্দ্দারকে আগে খবর দিইগে চল্‌ ; সর্দ্দারের ওপর আর তো কথা কইতে পার্‌বিনি ! তখন দেখ্‌বি, এ দৌলত কার ঘরে যায় !

সকলে। তাই চল্‌—সর্দ্দারের বিচার নিবি চল্‌ !

গীত।

সকলে।— (এবার) ফিরেছে কপাল—ফিরেছে কপাল।
ওই ভেসে আস্‌ছে টাকার কাঁড়ি
তুল্‌বো এবার পাকা বাড়ী ঘুচিয়ে দিয়ে খড়ের চাল॥
পুরুষগণ।— বল্‌ছি মোরা তালটী ঠুকে, ফুলিয়ে ছাতি বিষম রুকে,
পাকিয়ে গোঁফে একটী লাফে, পড়্‌বো জলে তুল্‌বো মাল,—
রমণীগণ।— চুপ ক'রে থাক্‌ ক'স্‌নি কথা ঠোনা মেরে ভাঙ্গবো গাল।
পুরুষগণ।— হ'চ্ছি আমরা খাটি মরদ, থোড়া ডরি আপদ বিপদ,
বল্‌বো যেটী কর্‌বো সেটি হই যদি তায় হবো যাল,—
রমণীগণ।— চুপ ক'রে থাক ক'স্‌নি কথা ঠোনা মেরে ভাঙ্গবো গাল॥

[সকলের প্রস্থান।

বন্যরমণিবেশিনী ভাগ্যদেবীর প্রবেশ।

ভাগ্যদেবী। ঐ আস্‌ছে, পিতৃ-পরিত্যক্ত অসহায় শিশু পাত্রমধ্যে সজীব দেহ নিয়ে ঐ ভেসে আস্‌ছে। কিন্তু এ কোথায় এলো! অকূল সমুদ্র যে এ অপেক্ষা নিরাপদ! শত সহস্র যোজন পথ নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম ক'রে এসে হতভাগ্য মমতাহীন নৃশংস বন্যজাতির কবলে এসে পড়্‌লো। তা আসুক্; উপরের ঐ দিকশূন্য সীমাহীন সুনীল আকাশ, নীচের ঐ অনন্ত বিস্তৃত নীল সমুদ্র আর ওর কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। সংসারে যে পরিত্যক্ত, গৃহাশ্রম যার পরমশত্রু, পরম প্রতিপালক পিতা যার প্রতি বাম, অনাথ অসহায়ভাবে যে অকূল সমুদ্রে বিসর্জ্জিত হয়, তাকে বুকে তুলে নিতে—তাকে মৃত্যুর কবলে তুলে দিতে আমারই অধিকার। সমুদ্র! স্থির—গম্ভীর—উদার—দয়ার বারিধি! তোমায় শত সহস্র ধন্যবাদ! তুমি যথাযোগ্য মমতা দেখিয়েছ। যে অমূল্য রত্ন তোমার আহার্য্যরূপে তোমাতে বিসর্জ্জিত হয়েছিল—কুবেরের ভাণ্ডার তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখ, এমন রত্ন দেখ্‌তে পাবে না। তুমি এমন রত্ন পেয়েও যে নিজের ধনাগারে রাখনি, তার জন্য আমি তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। এস সমুদ্র! ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলে ঐ অমূল্য রত্ন আমার কোলে এনে দাও।

তাম্রপাত্রহস্তে গীতকণ্ঠে সমুদ্রের প্রবেশ।

সমুদ্র।—

গীত।

ধর ধর মা! আমি এনেছি তুলিয়া রতন।
তুমি আদর করিয়া লও মা অঙ্কে,
চুমিয়া কোমল বদন॥

এ যে জানে না মা মায়ের আদর,
এখন' বলে নাকো ভাষা অধর,
কিবা নধরকান্তি ভাসিল সাগরে,
নাহি জানে কিছু কারণ।
কুবেরের ঘরে নাহি মা এ ধন,
সাধনার এ যে হৃদয়রতন,
আঁখিতে দেখিলে আঁখি নাহি ভুলে,
কিবা দেখ মা সৌম্যবরণ ॥

[ভাগ্যদেবীর হস্তে তাম্রপাত্র দিয়া সমুদ্রের প্রস্থান।

ভাগ্যদেবী। বরাহ! না—তোমার দোষ কি? হও তুমি নিষ্ঠাবান, হও তুমি রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত, তবু তুমি সুখ-দুঃখময় সংসারের জীব, তবু তুমি কর্ম্মাধীন! দোষ তোমার নয়, দোষ তোমার স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মে, আর ঐ পিতৃ-পরিত্যক্ত মাতৃহীন শিশুর দুরদৃষ্ট! অদৃষ্টের লীলা-রহস্য, ভাগ্যের উত্থান-পতন তুমি কি বুঝ্‌বে? দৈবচক্রে তুমি আজ বিবেকবর্জ্জিত—তুমি আজ ভুলের বশীভূত! আজ যদি তুমি বিবেকবর্জ্জিত না হ'তে, তা হ'লে বুঝ্‌তে, সংসারের চক্ষে তুমি কতখানি অপরাধী—কতখানি কলঙ্কিত! [নেপথ্যে বন্যপুরুষ ও রমণিগণের কোলাহল] ঐ সেই বন্য স্ত্রী-পুরুষেরা আস্‌ছে? নৃশংস বন্যজাতির কবাল কবল হ'তে এই শিশুকে রক্ষা কর্‌বার জন্য আমায় হয় ত' রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি ধারণ কর্‌তে হবে।

বন্যপুরুষ ও রমণিগণের পুনঃ প্রবেশ।

১ম রমণী। দেখ্‌লি হাড়হাবাতে পোড়ারমুখো মিন্‌সে! সর্দ্দারের বুলি শুন্‌লি তো! যে আগে তুল্‌তে পার্‌বে, ধন দৌলত তারই।

১ম পুরুষ। আমি আগে দেখেছি, আমি তুল্‌বো; ধন দৌলত আমার!

১ম রমণী। তবে আয়—কে তুল্‌তে পাবে দেখি! [সহসা ভাগ্য-দেবীকে দেখিয়া] ও মা, এ আবার কে গো! আ-ম'লো, কথা নেই দেখ্! ওগো—তুই কাদের ঝি গো?

ভাগ্যদেবী। আমি বাছা গরীবের মেয়ে। সমুদ্র থেকে এই রত্নটী পেযেছি; ঘরে নিয়ে যাবাব আগে এটীকে একবার ভাল ক'বে দেখে নিচ্ছি।

১ম পুরুষ। এঁ্যা, তুই ওটা ধরিছিস্! দে মাগী, শিগ্‌গীর ছেড়ে দে—

১ম রমণী। ও মা, তুই আবাব কোথা ছিলি লা? আমার দৌলতে ভাগ বসাতে এলি!

ভাগ্যদেবী। কেন বাছা আমায় গালমন্দ দিচ্ছ?

১ম রমণী। না, তোমায় মোয়া খেতে দেবে! ওরে মিন্‌সে, দেখছিস্ কি হাঁ ক'বে? ছিনিয়ে নে না।

ভাগ্যদেবী। না বাছা! আমাব সঙ্গে মন্দ ব্যবহার ক'বো না; আমি তোমাদেব কোনো অনিষ্ট করিনি।

১ম পুরুষ। চুপ কর্ মাগি! যদি বাঁচ্‌তে চাস্, ভালোয়-ভালোয় পাত্তোরটা আমার হাতে তুলে দে।

ভাগ্যদেবী। না বাবা, এটী আমি প্রাণ থাক্‌তে দিতে পার্‌বো না।

১ম রমণী। তবে ছুঁড়ীটার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেল্, আমাদের একটা শত্তুর কমে যাক্!

সকলে। সেই ভাল—সেই ভাল! লাগাও ডাণ্ডা—

ভাগ্যদেবী। সাবধান, কেউ আমার অঙ্গ স্পর্শ করো না।

১ম রমণী। আমরা স্বজাতির মাংস খাই, জানিস্? টুঁটি টিপে, এখনই হাড় চিবুতে সুরু কর্‌বো। নে না মিন্‌সেরা! নে না, হাঁ ক'রে দেখছিস্ কি?

ভাগ্যদেবী। আবার বলি সাবধান! যদি আর এক পদ অগ্রসর হও—[খড়্গ লইয়া] তা হ'লে এই তীক্ষ্ণধার খড়্গ তোমাদের সকলের বক্ষরক্ত পান করবে।

১ম রমণী। এঁ্যা, একি হ'লো! আমার হাত-পা সব অসাড় হ'য়ে আস্‌ছে যে রে! ওমা—আমি পালাই মা! আমার ধন-দৌলতে কাজ নেই মা! আমায় ছেড়ে দাও মা—আমি কেঁদে বাঁচি!

১ম পুরুষ। ভাই সব! ও আমাদের স্বজাতি নয় রে! ও আর কেউ হবে। পালাই চল্—পালাই চল্। ঐ ঝক্‌ঝকে খাঁড়াখানা থেকে যেন আগুন বেরিয়ে আস্‌ছে।

সকলে। পালাই চল্—পালাই চল্—

ভাগ্যদেবী। দাঁড়াও, তোমাদের আমি অমনি অমনি ছেড়ে দেবো না। এই ধাতুপাত্রস্থিত অমূল্য রত্ন আমি সিংহলরাজের কাছে নিয়ে যেতে চাই; তোমরা এর রক্ষী হ'য়ে আমার সঙ্গে চল। কেমন, যেতে প্রস্তুত?

সকলে। এখনই যাবো—আমরা এখনই যাবো।

ভাগ্যদেবী। সন্তুষ্ট হ'লুম। এই দেখ সেই রত্ন! [সকলের দর্শন]

১ম রমণী। এ যে সোণার চাঁদ ছেলে!

ভাগ্যদেবী। তার উপর আবার জীবিত!

১ম রমণী। আমরা বুকে ক'রে রাখ্‌বো—বুকে ক'রে রাখ্‌বো!

ভাগ্যদেবী। পাবে—বুকে রাখ্‌বার দিন পাবে। চল—রাজাকে এই রত্ন উপঢৌকন দিয়ে আসি। [স্বগত] চল শিশু, এক কোল থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আর এক কোলে উঠ্‌বে চল,—একজনের মায়ার রত্ন আর এক জনকে আবদ্ধ করবে চল,—একজনের বক্ষরক্ত আর এক জনের শূন্য বক্ষ পূর্ণ করবে চল।

[ভাগ্যদেবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

সিংহল—রাজসভা।

নেত্রবান, দয়ানন্দ, ইন্দুনাথ ও লম্বাদাড়ী।

নেত্রবান। সিংহলের চির-শুভকামী
একাধারে গুরু মন্ত্রী তুমি প্রভু মোর!
আছে এক নিবেদন পদে,
আছে এক অনুরোধ সবাকার প্রতি,
আছে এক বাসনা হৃদয়ে
তাই অসময়ে করিয়াছি
সভা সংযোজন;
অনুমানি পরিশ্রান্ত সবে এ কারণ!

দয়ানন্দ। হে রক্ষঃকুলশেখর!
দয়ানন্দে পরিশ্রান্ত দেখেছ কখনো?
দয়ানন্দ কর্ম্ম ছাড়া রহে না ক্ষণেক।
আজি তোমার আহ্বানে
অসময়ে ব'সে আছি
সভামাঝে রত্নের আসনে,
অন্য দিন ত্রিশূলীর সুরম্য মন্দিরে
সাজাই সুগন্ধ ধূপদীপ,
পুষ্পপাত্রে পুষ্প বিল্বদল,
পঞ্চ প্রদীপে দেব সমীপে

যথাবিধি করি আরত্রিক আয়োজন।
নেত্রবান! রাজসভা
দেবতা-মন্দির হ'তে নিম্ন নহে কিছু!
দেবালয়, রাজসভা সম আদরের।
অসময়ে রাজার আহ্বানে
দুঃখিত বা পরিশ্রান্ত নহি নেত্রবান!
দয়ানন্দ আনন্দিত তাহে।

ইন্দুনাথ। ইন্দুনাথ চিরদাস তব মহারাজ!
রাজ-আজ্ঞা আমি
দেব-আজ্ঞা সম গণি চিরদিন।
পরিশ্রান্ত নহি মহারাজ!
ভাবি মনে বিশ্রামের তরে
বিশ্রাম-আগারে উপনীত আমি।

লম্বাদাড়ী। তাই তো!—সকলেই যদ্যপি
কিছু কিছু বলিয়া ফেলিল,
আমি কিছু না বলিলে থাকে না ভদ্রতা!
উচিৎ বলিব আমি,
খোসামদী ফেলে দিয়ে
পগারের পারে।
সত্য কথা বলিতে কি—
আজি যদি না হইত সভায় আসিতে,
এতক্ষণ ভোজনের চলিত ব্যবস্থা!
গৃহিণী আমার,
নিজহস্তে করাতেন আকণ্ঠভোজন।

আপনার সভার কারণ
কি যে ক্ষতি হইয়াছে —
কহতব্য নয়।
ভোজনের ব্যবস্থা হইলে
তবে হয় সে ক্ষতিপূরণ।
দেখিতে কি পাও নাই মহারাজ!
ভুঁড়ী মোর গিয়াছে শুকায়ে,
হস্ত পদে ধরিতেছে খিল,
নাভিশ্বাস ধরিয়াছে প্রায়;
হায়—হায়, পড়ি বুঝি হই অচেতন!
উঃ, কি গ্রীষ্ম! খাই—খাই—
দাড়ির বাতাস খেয়ে থাকিব জীবিত।

[দাড়ি লইয়া বাতাস খাইতে লাগিল]

নেত্রবান। হ্যাঁ বয়স্য!
ভোজনের যথাবিধি হইবে ব্যবস্থা।
যজ্ঞ-অনুষ্ঠান হেতু
আজি সভাসংযোজন;
যজ্ঞদিনে যথারীতি করিবে ভোজন।

লম্বাদাড়ি। আ-হা-হা! ঝুড়ি ঝুড়ি ফুল-চন্দন
পড়ুক্ তোমার মুখে।
কি কহিব মহারাজ!
ভোজনের শুনিয়া ব্যবস্থা,
হঠাৎ জাগিল মনে
ছুটোছুটি করিতে এখনি;

নাচিতে বিষম সাধ দু'বাহু তুলিয়া !
কিন্তু কি যে গ্রীষ্ম পড়িয়াছে মহারাজ,
সাহসে না কুলায় আমার !
যাক্, চাপাচুপি রেখে সব
দাড়ীর বাতাস খেয়ে মিটাই পিপাসা।

দয়ানন্দ। এ সঙ্কল্প—
সত্য কি হে রক্ষঃ-চূড়ামণি ?

নেত্রবান। হ্যাঁ দেব সত্য এ সঙ্কল্প আমার !
শুধু আমি নহি মন্ত্রিবর,
মহিষী আমার নিত্য কহে মোরে—
নিবেদিয়া শ্রীচরণে তব
লইবারে যজ্ঞের সম্মতি !
জানি মন্ত্রিবর ! জানি সেনাপতি !
তোমাদের সহায়তা লভি'
সুশৃঙ্খলে চলিতেছে রাজকার্য্য মোর ;
তোমাদের মন্ত্রণায়,
তোমাদের বাহুবলে,
জল-স্থলে পাইয়াছি প্রভুত্ব বহুল।
নাহি অশান্তি-আগুন,
নাহি দুঃখ জ্বালা কিছু !
মাত্র অভাব কেবল
পুন্নাম-নরকত্রাতা পুত্র-রত্ন এক !
তাই পতি পত্নী মোরা করেছি সঙ্কল্প,
পুত্র হেতু করিব এক যজ্ঞানুষ্ঠান !

কহ মন্ত্রিবর—কহ সেনাপতি !
এ যজ্ঞানুষ্ঠানে পাইব কি সম্মতি সবার ?

ইন্দুনাথ। সম্মতি আমার ?
ইন্দুনাথ কি দিবে সম্মতি দেব !
ইন্দুনাথ দাস তব ;
জানে শুধু আজ্ঞা মাত্র করিতে পালন।
যজ্ঞ-কার্য্য হেতু, আজি হ'তে
ইন্দুনাথ লবে মত্ত হস্তী-বল।

নেত্রবান। বড় প্রীতি লভিলাম সেনাপতি।
গুরুদেব !

দয়ানন্দ। সাধু এ সঙ্কল্প নেত্রবান !
দয়ানন্দ মুক্তকণ্ঠে দিতেছে সম্মতি !

লম্বাদাড়ী। আর আমায় যে কিছু
বলিলে না মহারাজ ?
না বলুন, সভ্যতা হিসাবে কহিলাম নিজে—
আজি হ'তে যজ্ঞদিন
দু'টি বেলা করিব গণনা,—
কি কি করিব আহার,
ফর্দ্দ তার করিব রচনা।
আর যজ্ঞ-কার্য্যে সাহায্য করিতে
খাবারের ঘরে রহিব ভাণ্ডারী।
নিজ হাতে লিখে দিব দ্বারে—
প্রবেশ নিষেধ সবাকার !
আর আমি সেথা বসিয়া বসিয়া—

মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারি,
মিষ্টান্নাদির সদ্ব্যবহার করিব মুখেতে !
তবে হবে তাহে বহু পরিশ্রম !
অবিরাম ঝরিবে ভীষণ ঘর্ম্ম,
চর্ম্মখানা যাবে জ্ব'লে পুড়ে ।
তা যা হোক্, ক্ষতি নাহি তায় ;
দাড়ীর বাতাস খেয়ে হইব শীতল !

দূরে কন্দলীর প্রবেশ ।

কন্দলী । বলি, মহারাজের সভায় আমি কি পেরবিশ্যি করতে পারি গা ?

নেত্রবান । কে—পরিচারিকা ? কেন—কি চাও তুমি ?

কন্দলী । [নিকটবর্ত্তী হইয়া] রাজসভায় আমার আর কি আবিশ্যিক বল ! আমার—বিধবা রাণী মা একখানি চিঠি পাঠিয়ে দেছেন, আর পৈ-পৈ ক'রে ব'লে দেছেন—মহারাজা ছাড়া অন্য কারুর হাতে এ পত্র যেন বিসর্জ্জন না হয় ! আমি কি নির্ব্বুদ্ধি গা ? সাতটী গেরো দিয়ে, তাকে আঁচলে বেঁধে রেখেছি । এই নাও মহারাজ ! আপনি পাঠ কর । [আঁচলের গ্রন্থি খুলিয়া পত্রদান]

লম্বাদাড়ী । আ ম'লো যা,—
আস্পদ্ধা তোর নহে তো অল্প !
পত্র দিয়া মহারাজ-করে,
কাঠের পুতুল সম
সভা মাঝে রহিলি দাঁড়ায়ে ?
আরে আরে ভদ্রতাবিহীনা !

স'রে দাঁড়া—স'রে দাঁড়া,—
নহে দাড়ীর বাতাস লেগে
উড়ে যাব জনমের মত!

নেত্রবান। [পাঠ সমাপন করিয়া] যাও পরিচারিকা, দেবীকে ব'লো—এ পত্র রাজসভায় পাঠান তাঁর খুবই অন্যায় হয়েছে; আরও ব'লো—তিনি যেটা ভাল বিবেচনা করছেন, আমি সেটা বিশেষ মন্দ ও ক্ষতি-সাপেক্ষ মনে করি; যাও—

সহসা অলকার প্রবেশ।

অলকা। কিন্তু সেটা যে আপনার ভুল ধারণা নয়, তারই বা নিশ্চয়তা কি মহারাজ? আমি পতিহারা—ঐশ্বর্য্যহীনা—অনাথিনী সত্য; কিন্তু অন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করতে স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা করলে চল্‌বে না, লুকিয়ে লুকিয়ে চেপে থাক্‌লে চল্‌বে না; উচিৎ কথা বল্‌তে আমার লজ্জাও নেই—ভয়ও নেই। গৃহ, প্রকাশ্য রাজসভা, আমার কাছে সব সমান! নিজের দুঃখের কথা, আমি মুক্তকণ্ঠে সবার সমক্ষে প্রচার কর্‌তে পারি।

নেত্রবান। তা বল্‌তে পারেন; কিন্তু সত্যই কি আপনি রাক্ষস-কুলমহিলা? আমার বিগতজীবন অগ্রজের অসূর্য্যম্পশ্যা সহধর্ম্মিনী, না তাঁর অধিকারিণী অন্য কেউ? নিশ্চয় তাই। তিনি তো প্রকাশ্য রাজসভায় নির্লজ্জার মত প্রবেশ কর্‌তে সাহস করেন না, তিনি তো জনসমাজে মুখরা ব'লে আপনাকে পরিচিত করেন নি, উচিৎ কথা বল্‌বার তাঁর তো এত আগ্রহ ছিল না! আপনি যেই হোন্, এই মুহূর্ত্তে রাজসভা পরিত্যাগ কর্‌লে আমি আপনাকে ধন্য ও সুস্থ বিবেচনা কর্‌বো।

অলকা। শুনুন মহারাজ! এত দিন আমি এমন ছিলুম না; কিন্তু আজ

এর প্রয়োজন হয়েছে। আপনারা ব্যতীত অন্য কেউ না উপস্থিত থাক্‌লে আমি এ সভায় প্রবেশ করতুম না। রাজগুরু বা রাজ্যের মন্ত্রী আমার পিতৃতুল্য, রাজবয়স্যও আমার পিতৃস্থানীয়, আর তুমি ও সেনাপতি আমার পুত্রস্থানীয় ; এখানে আমার মর্য্যাদা নষ্ট হবার কোনও আশঙ্কা নেই।

নেত্রবান। তা হ'লেও এ রাজসভা, আপনি রাজকুলমহিলা!

অলকা। তা হোক্, আমি একটা মীমাংসা চাই—বিচার চাই।

নেত্রবান। মন্ত্রিবর! সেনাপতি! চলুন, মহিলার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমরাই এ সভা পরিত্যাগ ক'রে যাই। [সকলের গমনোদ্যোগ]

অলকা। [বাধা দিয়া] না দাঁড়ান, আমার কিছু বল্‌বার আছে।

নেত্রবান। না, রাক্ষসরাজ নেত্রবানের সভায় মহিলার কিছু বল্‌বার নেই, বিশেষতঃ রাজকুলমহিলার। ছিঃ-ছিঃ, এখনও এই সভাগৃহ সগর্ব্বে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে? এখনও এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়নি? এখনও প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাস এর প্রাসাদশিখর ছাপিয়ে পড়েনি? এখনও স্থির—গম্ভীর—নিস্তব্ধ?

দয়ানন্দ। আপনার কি বল্‌বার আছে, বলুন দেবী! আমি আপনাকে অনুরোধ কর্‌ছি, তিনি আপনার কথা শুন্‌বেন।

অলকা। আমি জান্‌তে চাই—সিংহলের অধীশ্বর কে?

দয়ানন্দ। কেন—মহারাজ নেত্রবান!

অলকা। কি হিসাবে তিনি সিংহলের অধীশ্বর?

দয়ানন্দ। এর আবার হিসাব কি দেবী? এই জগতের নিয়ম! একদিন তোমার স্বামী রাজা ছিলেন, আজ নেত্রবানই এ রাজ্যের অধীশ্বর। এখানে এক জন যায়—এক জন আসে, এক জনের উত্থান—এক জনের পতন, এক জনের ধ্বংস—আর একজনের অভ্যুদয়! এই জগতের চিরন্তন প্রথা।

অলকা। তা স্বতঃসিদ্ধ। আমার স্বামীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আমার সকল ভোগ-আশা যে অন্তর্হিত হয়েছে, তা আমি জানি। কিন্তু আমার গর্ভের একটা পুত্রসন্তান তো বর্ত্তমান! তার মুখ চেয়ে সুখে দুঃখে দিনযাপন ক'রে তার ভবিষ্য জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখা তো আমার কর্ত্তব্য! আমার স্বামীর অবর্ত্তমানে রাজ্যের উপর আমার অধিকার না থাক্‌তে পারে, কিন্তু আমার পুত্রের তো আছে? নেত্রবান যদি এ রাজ্যের অধীশ্বর, তবে আমার পুত্র কি পথের ভিখারী?

ইন্দুনাথ। [স্বগত] প্রলয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ! শান্ত সাগর চঞ্চল হয়েছে, সুখের বাঁধ বুঝি প্রবল তরঙ্গাঘাতে চূর্ণ হ'য়ে যায়!

অলকা। কি—আপনারা নীরব যে?

নেত্রবান। [স্বগত] নীরব—নীরব থাক

সভাস্থ সুজনবৃন্দ!
রুদ্ধ হ'য়ে যাক্ কথার দুয়ার।
রাজ্যের কারণ
সভামাঝে হেন অপমান?
বিগতজীবন অগ্রজের
প্রিয় পুত্রধনে সাজাতে ভিখারী,
ধর্ম্ম ভুলি ভিক্ষা পাত্র দিতে তার করে,
স্বার্থ-সিদ্ধি আশে
বসিয়াছি রাজসিংহাসনে?
ইষ্টদেব! তুমি জান দাসের কামনা,
তুমি জান হৃদয়ের ব্যথা!

দয়ানন্দ। রাজকুলমহিলা! একটা বিরাট ভুল নিয়ে আজ সংসার-রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়েছ—একটা জঘন্য দৃশ্যের অভিনয় করছ—একটা মহা

অবিচারকে প্রশ্রয় দিচ্ছ! নেত্রবান রাজা,—প্রজার সেব্য; কিন্তু সে মনে মনে অগ্রজের সেবক। নেত্রবান কর্ত্তব্যে রাজা; কিন্তু মনে মনে দীন হীন ভিক্ষুক।

অলকা। তাই যদি হয়, তবে তিনি এই প্রকাশ্য সভায় স্বীকার করুন—আমার পুত্র উপযুক্ত হ'লে তাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজসম্মান দান কর্‌বেন! তবে বুঝ্‌বো, মহারাজ, স্বার্থপর নন্। শুধু তাই নয়—"মহারাজ নেত্রবান" নামের পরিবর্ত্তে আজ থেকে তিনি "রাজ্যরক্ষক নেত্রবান" নাম ধারণ করুন, এই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা।

নেত্রবান। [উত্তেজিতভাবে] তাই হবে—তাই হবে দেবি! আজ হ'তে আমি রাজ্যরক্ষক নেত্রবান। এই প্রকাশ্য রাজসভায় আমি সিংহাসনের অধিকার পরিত্যাগ করলুম।

দয়ানন্দ। না—তা হবে না নেত্রবান! তুমি মহারাজ—রাজাধিরাজ! এস, আমি তোমায় নিজহস্তে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যের উপর, প্রজার উপর তোমার বিস্তৃত অধিকার আরও দৃঢ় ক'রে দিই।

নেত্রবান। না মন্ত্রিবর! এ হয় তো আমার অধর্ম্ম! আমার অগ্রজ-পত্নী মনে মনে বুঝেছেন, আমি যদি সিংহলেশ্বর হই, তা হ'লে তাঁর পুত্রকে ভাসিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতে আমারই বংশধরকে আমি রাজসিংহাসন দান কর্‌বো। না মন্ত্রিবর! তার চেয়ে এ কণ্টকাসন পূর্ব্ব হ'তেই পরিত্যাগ করি। গৃহ-বিবাদ—গৃহবিচ্ছেদ বড় ভয়ঙ্কর! রাজ্য যাবে—প্রজা যাবে,—অবশেষে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হবে।

দয়ানন্দ। রাজকুলমহিলা! এ ভিখারী দয়ানন্দের একটা অনুরোধ রাখ্‌বে কি? যদি রাখ, তা হ'লে দেখ্‌বে, যা আশা করেছ, তার চতুর্গুণ পাবে; যে ভুল করেছ, তা স্মরণ ক'রে তোমার মাটীর ভেতর লুকোবার সাধ হবে! ঐ দেখ—সভাগৃহের বাতায়নপথ দিয়ে লক্ষ্য কর—সিংহলের

শূলপানির মন্দিরের উচ্চ চূড়ায় রক্তবর্ণ পতাকা শান্তি-সমীরস্পর্শে অবিরাম বিচঞ্চল ; ঐ দেখ সিংহলের সুনীল গগণ কত নির্ম্মল ! ঐরূপ নির্ম্মল—ঐরূপ বিরাটহৃদয় নেত্রবান ! নেত্রবানকে বিচলিত ক'রো না মা, ঐ মন্দিরের পতাকা আপনি খ'সে পড়্বে—ঐ আকাশ কাল-বৈশাখীর কৃষ্ণমেঘে আচ্ছন্ন হ'য়ে যাবে—আর এই সিংহলের বিরাট হাহাকার সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়্বে ।

অলকা। তা হ'লে দেখ্ছি নেত্রবানই আপনাদের সব, আর আমার পুত্র আপনাদের কেউ নয় ! ভুল হয়েছে, রাজসভায় এ প্রস্তাব করা আমার সম্পূর্ণ অন্যায় হয়েছে। থাক নেত্রবান—রাজসিংহাসনেই থাক, যার রাজ্য, উপযুক্ত হ'লে সে আপনিই চিনে নেবে ! আয় কন্দলী—

[অলকা ও কন্দলীর প্রস্থান ।

ইন্দুনাগ। এত হিংসা—এত শঠতা একাধারে ?

নেত্রবান। কিছু না—কিছু না সেনাপতি ! চিন্তার প্রয়োজন নাই, —বিচারের প্রয়োজন নাই ! যা হোক্ একটা কিছু আমার অদৃষ্টে আছে ; হয় উত্থান না হয় পতন, হয় আশীর্ব্বাদ না হয় অভিশাপ, তার ফলাফল আমি বহন কর্তে প্রস্তুত। তিনি রাজকুলমহিলা, তাঁর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকুক্—এই প্রার্থনা।

তাম্রপাত্রস্থিত শিশুকে লইয়া গীতকণ্ঠে বন্যরমণিবেশিনী ভাগ্যদেবীর প্রবেশ।

ভাগ্যদেবী।—

গীত।

কিবা শশী-বিনিন্দিত শিশু অজানিত,
দেখ দেবমতি নয়নে।

কিবা ফুল্ল কমল সম ফুল্ল নয়নজ্যোতিঃ,
সর্ব্ব সুলক্ষণ আননে ॥
অনাদরে ভেসে এসে এসেছে তোমার দেশে,
দয়া ক'রে তব বাসে রাখ এ শিশুর প্রাণ,
তোমার অভয় কোলে সাদরে লহগো তুলে,
ফেলো না বিষম ভুলে বিধাতার হেন দান :
এ যে স্বরগের শান্তি, আজি মরতের ভ্রান্তি,
কান্তি সমুজ্জ্বল ভুবনে ॥

নেত্রবান। কে তুমি রমণি ?

ভাগ্যদেবী। আমি যে বন্যজাতীয় স্ত্রীলোক, তা আমার পরিচ্ছদ দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌ছেন।

নেত্রবান। এখানে তোমার আবশ্যক ?

ভাগ্যদেবী। দৈবরক্ষিত এই অমূল্য রত্ন মহারাজকে উপঢৌকন দিতে এসেছি। দেখুন মহারাজ! কি সুন্দর শিশু দেখুন। আপনি অপুত্রক ছিলেন, তাই ভগবান আপনাকে এই পুত্ররত্ন দান করেছেন। [নেত্রবানের হস্তে পাত্রদান]

দয়ানন্দ। অপূর্ব্ব—অপূর্ব্ব এই শিশুর অদৃষ্ট!
হবে ভুবনবিখ্যাত,
জনে জনে গাহিবে সুযশগাথা!

নেত্রবান। কেমনে বুঝিলেন আচার্য্য!
ভুবনবিখ্যাত হবে এই শিশু ?
কিবা চিহ্ন দেখিলেন কোথা,
বুঝিলেন যাহে—
শিশুর সুযশগাথা গাবে জনে জনে ?

দয়ানন্দ। কোথায় দেখেছি—

কেমনে জানিবে নেত্রবান ?
জ্যোতির্ব্বিদ হইতে যদ্যপি,
দেখিতে—কি সুন্দর অদৃষ্ট
রচিলেন বিধি নিরালায় বসি'।

ভাগ্যদেবী। বল মহারাজ!
নিরাশ্রয় এই শিশুরে লইয়া,
পালিবে কি পুত্র সম আশ্রয়ে রাখিয়া ?
অনুরোধ করি মহারাজ!
ত্যজিও না হতভাগ্যে তুমি!
হায়, দেখ নাই রাজা,
নিশিযোগে সকরুণ দৃশ্য সেই ;
দেখ নাই—এই তাম্রপাত্রে শুয়ে
অজ্ঞান অবোধ শিশু
অসীম সাগরে পড়ি
কি ভাবে অসংখ্য তরঙ্গে দুলিয়া
উপনীত সিংহলের কূলে!
দেখ নাই—কতই বেদনা
কত ভাবে ফুটেছিল সর্ব্বাঙ্গে তাহার!
মহারাজ! দেখিলে সে মর্ম্মঘাতী ছবি,
পাষাণ গলিয়া হয় সলিল আকার!

নেত্রবান। করুণাময়ি! দৈবরক্ষিত এ ধন,
করিনু প্রতিজ্ঞা—
সযতনে রাখিব আশ্রয়ে,
পুত্র সম পালিব যতনে।

ভাগ্যদেবী। এইবার—এই মহারত্ন বিনিময়ে
পুরস্কৃত মোরে কর মহারাজ!

নেত্রবান। ভাল, মনস্কাম অচিরে পূরিবে তব,
দিব বহু রত্নধন।

ভাগ্যদেবী। ক্ষম রক্ষমণি!
ধনরত্নে মোর নাহি আকিঞ্চন ;
প্রার্থনা আমার—
অন্তঃপুরে থাকিয়া তোমার,
বুকে ল'য়ে এই রত্নে
নিশিদিন পালিব যতনে।

নেত্রবান। অসম্মতি নাহি তাহে মোর!
চল মাতা, ল'য়ে চল হেন রত্ন
রাজ্ঞীরে আমাব দিতে উপহার।

[পাত্রদান

আসুন কুলাচার্য্য!
অন্তঃপুরে মিলিয়া সকলে
শিশুশিরে ঢেলে দিব
প্রাণভরা শুভ আশীর্ব্বাদ!

[প্রস্থান

দয়ানন্দ। [স্বগত] মান রেখো—
মান রেখো হে আনন্দময়!
এই শিশু হয় যেন
বিশ্বমাঝে আদর্শ পুরুষ।

[লম্বাদাড়ী ব্যতীত সকলের প্রস্থান

লম্বাদাড়ী।   এতদ্বারা বোঝা গেল বেশ—
যজ্ঞ-টজ্ঞ গেল মাঠে মারা!
বেনো জলে ভেসে এলো ছেলে,
তারে ল'য়ে পাগল সকলে;
সাবাস—সাবাস বাবা চক্রধারী,
অবাক আমি লম্বাদাড়ী।
হরি তুমি পরম দয়ালু,
তোমার গুণে দাড়ি গজায়—
শীতকালে খাই শাঁক-আলু।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বরাহ পণ্ডিতের বাটী।

বরাহ।

বরাহ। [মস্যাধার, লেখনী, পুঁথী-পুস্তিকাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; বরাহ আনমনে একখানি লিখিত তালপত্র বিনষ্ট করিয়া সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, পরে গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া পূর্ণিমার চন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, গৃহদ্বারেও জ্যোৎস্না খেলিতেছে। বরাহ আকুল হইয়া ভাবিতেছেন] সূর্য্য ডুবে গিয়েছে, প্রকৃত রাত্রি নিয়ে এসেছে; দূর গগনপাত্রে ব'সে চন্দ্রদেব

হাসির তুফান তুলে দিয়েছে। সব তেমনি আছে; সেই আকাশ, সেই বাতাস, সেই চন্দ্র-সূর্য্য, সেই বৃক্ষশ্রেণী, সব তেমনি আছে। কেবল আমি—আমার একটু পরিবর্ত্তন ঘটেছে! [বুকে করাঘাত করিলেন] এই কম্পিত বুকের ভিতর একটা জীবন্ত হাহাকার প'ড়ে গেছে! এখানে একটা হাসি ছিল, চ'লে গেছে,—এখানে একটা সূর্য্য ছিল, খ'সে গেছে—এখানে একটা ধীর-প্রবাহিতা আনন্দময়ী স্বচ্ছ মন্দাকিনী ছিল, কার যেন রুদ্র কটাক্ষে জন্মের মত শুকিয়ে গেছে। বরাহ! তুমি জীবিত না মৃত? তুমি হাস্‌ছ না কাঁদ্‌ছ? হয়েছে—হয়েছে, তুমি জীবন্মৃত—তুমি হাসি কান্নার মাঝখানে প'ড়ে আছ; একটা বিরাট অনুতাপ তিল তিল ক'রে তোমায় দগ্ধ কর্‌ছে।

গীতকণ্ঠে সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন।—

গীত।

আমি দেখতে এলুম কাজ ফেলে।
শান্ত সাগর গর্জ্জে উঠে ছুট্‌লো কি না ঢেউ তুলে॥
ভেবেছি যা সেইটী হ'লো, ভরা সিন্ধু উপচে গেল,
বাঁধাবাঁধি ভেঙ্গে গেল দু'কূল ভাঙ্গা স্রোতের জলে॥
মাটী ফেটে উঠ্‌ছে বারি, এ বারির তুফান ভারি,
আস্‌ছে যেন তপ্ত ছুরি বস্‌ছে গিয়ে মাটীর কোলে॥

বরাহ। বিদ্রূপ কর্‌ছ সনাতন? কর্‌বে তা জানি; কিন্তু আমায় যা ভাব্‌ছ, আমি তা নই। যতটা পাষাণ ভেবে আমার তিরস্কার কর্‌বে মনে করেছ, আমি ততটা পাষাণ নই; আমার প্রাণে মমতাও আছে, বিবেকও আছে।

সনাতন। আচার্য্য! এত পাষাণ আপনি ?

বরাহ। কি বল্‌ছ সনাতন

সনাতন। জানেন কি আচার্য্য, আপনি কি করেছেন? নিশ্চয় ভগবান আপনাকে পুত্রস্নেহ দেন নি ; যদি দিতেন, তা হ'লে মাতৃহীন অবোধ শিশুকে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিতে পার্‌তেন না।

বরাহ। সনাতন! মনে রেখো—আমি তোমার গুরু, তুমি আমার শিষ্য।

সনাতন। জানি আচার্য্য! সেই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্মরণ ক'রে ঘৃণায় লজ্জায় ইচ্ছা হ'চ্ছে, এই দণ্ডে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যাই! বলুন দেখি আচার্য্য! যখন লোকে আমায় বল্‌বে—পুত্রঘাতী বরাহের শিষ্য এই—এই তাঁর সেবক—এই তাঁর আশ্রমরক্ষক, তখন আমার এই মস্তক গর্ব্বভরে উত্থিত হ'য়ে তাদের দৃষ্টির উপর দৃষ্টি রেখে আনন্দ প্রকাশ কর্‌বে? বলুন আচার্য্য! বাচালতা মার্জ্জনা ক'রে আমার কথার উত্তর দিন!

বরাহ। তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না সনাতন! পিতা কখনো স্বহস্তে পুত্রের প্রাণসংহার করতে পা৷

সসাতন। আপনি তাই করেছেন!

বরাহ। আমি? না সনাতন! এখনো তুমি ভুল বুঝ্‌ছ! নিয়তি তাকে গ্রাস করেছে।

সনাতন। কি বল্‌ছেন আচার্য্য? এই দেখুন—আপনার অস্বাভাবিক আচরণে, আপনার অদ্ভুত কৈফিয়ৎ শুনে সর্ব্বংসহা বসুমতী ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠ্‌ছে। এই দেখুন—পৃথিবীর বক্ষ ভেদ ক'রে বিসর্জ্জিত শিশুর মৃত জননীর কৃষ্ণ ছায়ামূর্ত্তি আপনার পানে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে আছে! বলুন আচার্য্য! এইবার উচ্চকণ্ঠে বলুন, নিয়তি তাকে গ্রাস করেছে? ঐ দেখুন, মায়েব নয়ন দু'টা তপ্ত জলে ভ'রে উঠেছে—ঐ দেখুন তাঁর

মুক্তা সদৃশ অশ্রুবিন্দু পৃথিবীর কোমল অঙ্গে ঝ'রে পড়েছে! শোকাশ্রু বড় তপ্ত—বড় জ্বালাময়! মায়ের তাই অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। যাই, তাঁর দগ্ধ মাটীর অঙ্গে কোমল হাত বুলিয়ে দিইগে! মা—মা! পুত্র তোর মরে নি, বেঁচে আছে।

[প্রস্থান।

বরাহ। চুপ কর হৃদয়, উদ্বেলিত হ'য়ো না; এই মুহূর্ত্তে বিদীর্ণ হ'য়ে যাবে। যা করেছ, তার পরিণামে যন্ত্রণা ভিন্ন আর কিছুই নয়,—লোকনিন্দা ভিন্ন আর কিছুই পাবে না। বুক পেতে তাই সহ্য করতে হবে। নয়নপথে অশ্রু আসে—নয়ন যুগল উপড়ে ফেল, চীৎকার ক'রে রোদন কর্‌বার সাধ হয়—জোর ক'রে গলা টিপে ধর, স্নেহভরা বক্ষের ইঙ্গিতে বাহুযুগল যদি বেষ্টনীর মত পুত্রকে আবদ্ধ কর্‌তে চায়—তীক্ষ্ণ-ধার খড়্গ দিয়ে বাহুযুগল খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেল। সনাতন বিদ্রূপ করে, সনাতনকে তাড়াবো,—গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ ভুলে যাবো। পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ ভুলেছি, তা অপেক্ষা গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ কি অধিক মূল্যবান? কে আমার সনাতন যে আমি তার বাক্যবাণ সহ্য কর্‌বো? গুরু শিষ্য! হাঃ হাঃ-হাঃ! এই যে, তাকেও এবার শ্মশানের চিতায় তুল্‌ছি!

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

রাজসভা।

বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে আসীন। সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে সেবিকাদ্বয় চামর ব্যজন করিতেছিল, বৈতালিকগণ মঙ্গল-গীতি গাহিতেছিলেন।

বৈতালিকগণ।—

গীত।

এসেছে মোদের মঙ্গলময় এসেছে আবার ফিরিয়া
শূন্য আসন পূর্ণ করিল পুণ্য-মূরতি বসিয়া।
যুক্ত করিয়া যুগল হস্ত মুক্ত করিয়া সকল কণ্ঠ,
এস আনন্দে ভকতবৃন্দ মঙ্গল গান গাহিয়া॥
দেবপ্রতিম প্রজাগতপ্রাণ, গুণাকর তুমি অতীব মহান্,
ভকতি-কুসুম-প্রীতি-গন্ধ এনেছি পুজিব বলিয়া।
জয় জয় মুখে বলিয়া, নৃপতির যশ গাহিয়া,
ভারতরাজের পুণ্য কীর্ত্তি গাহি চল পথে চলিয়া॥

[প্রস্থান।

শান্তশীলের প্রবেশ।

শান্তশীল। মহারাজের জয় হোক্! দীন সন্ন্যাসীর এই নগণ্য উপ-হার গ্রহণ করুন মহারাজ!

বিক্রম। আসুন সন্ন্যাসিপ্রবর! [ফল গ্রহণ করিয়া] এ নগণ্য নয় যোগিবর! আমার নিকট এ মহামূল্য উপহার। আপনার এই আশীর্ব্বাদী ফল আমি সযত্নে রক্ষা কর্‌বো। পূর্ব্বে আপনি আমায় যতগুলি ফল প্রদান করেছেন, আমি মহারত্নজ্ঞানে আমার ধনাগারে রক্ষা করেছি। এই ফল—

[সহসা হস্তস্থিত ফল ভূমিতে পড়িয়া গেল, বিক্রমাদিত্য তাহা পুনর্ব্বার তুলিয়া লইয়া বলিলেন] এ কি—এ কি যোগিবর ! ভূমিতে পতিত হ'য়ে শ্রীফলের আবরণ ভগ্ন হওয়াতে এক অপূর্ব্ব বত্ন নির্গত হ'লো ! এ রত্নের অপূর্ব্ব প্রভায় দিবালোকও পরাজিত ! এ রত্ন আপনি কোথায় পেলেন যোগিবর ? আমাকেই বা এ রত্নগর্ভ শ্রীফল উপহার দিলেন কেন ?

শান্তশীল। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হ'য়ে এমন কথা বল্‌ছেন মহারাজ ? শাস্ত্রে বলেছে—রাজা, গুরু, জ্যোতির্ব্বিদ্ আর চিকিৎসকের কাছে রিক্তহস্তে গমন কর্‌তে নেই। সেই জন্য এই রত্নগর্ভ শ্রীফল মহারাজকে দান করেছি; পূর্ব্বের শ্রীফলগুলিও এইরূপ অপূর্ব্ব রত্নে পরিপূর্ণ।

বিক্রম। দৌবারিক !

দৌবারিকের প্রবেশ।

বিক্রম। কোষাধ্যক্ষকে সেই সঞ্চিত শ্রীফলগুলি নিয়ে অবিলম্বে রাজসভায় উপস্থিত হ'তে বল !

দৌবারিক। যথা আদেশ প্রভু !

[প্রস্থান।

বিক্রম। এখন বলুন যোগিবর ! আপনি সংসারত্যাগী, সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বী পরম যোগী হ'য়ে কেমন ক'রে এই মহামূল্য রত্নের অধিকারী হ'লেন ?

শান্তশীল। মহারাজ ! সে কথা জনসমাজে প্রচারিত কর্‌বার নয়; মন্ত্রণা যেমন ষট্‌কর্ণে প্রবিষ্ট হ'লে অপ্রকাশিত থাকে না, এ রত্নের বিষয়ও তদ্রূপ।

বিক্রম। উত্তম; আপনার যুক্তিই গ্রহণ কর্‌লুম।

রত্নপূর্ণ পাত্রহস্তে কোষাধ্যক্ষের প্রবেশ।

কোষাধ্যক্ষ। আমায় স্মরণ করেছেন মহারাজ!

বিক্রম। হ্যাঁ, এই সমস্ত শ্রীফলের মধ্যে অপূর্ব্ব রত্ন লুক্কায়িত আছে। প্রত্যেক শ্রীফলের আবরণ ভঙ্গ ক'রে তুমি মণিকারের দ্বারা এই সমস্ত রত্নের পরীক্ষা গ্রহণ কর। এই দেখ, এই অমূল্য রত্ন শ্রীফলের মধ্যে বিরাজিত। তুমি মণিকারকে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন ক'রে বল্‌বে—এ রত্নের প্রকৃত মূল্য আমি জান্‌তে চাই।

কোষাধ্যক্ষ। মহারাজ! আপনার কোষাগারে কোষাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হ'য়ে রত্নপরীক্ষা সম্বন্ধে আমি যতটুকু জ্ঞানলাভ করেছি, তাতে এ রত্নের লক্ষণ দেখে মনে হয়, কোটী মুদ্রা অপেক্ষা ও এ রত্নের অধিক মূল্য।

বিক্রম। ভাল, মণিকারের পরীক্ষায় আমি আরও সন্তোষলাভ কর্‌বো। যাও, তুমি মণিকারকে সংবাদ দাও। [কোষাধ্যক্ষের প্রস্থান] প্রভু! আপনাকে বল্‌তে সাহস হয় না, দয়াপরবশ হ'য়ে অধীনের গৃহে আপনি কত দিন পদার্পণ করেছেন, কিন্তু কখনও একটু জলগ্রহণ করেন নি; আজ যদি অধীনের গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করেন, তা হ'লে আমার জীবন জন্ম ধন্য হয়।

শান্তশীল। এখন নয় মহারাজ! তার যথেষ্ট সময় আছে। আমার একটী অভিপ্রায় আপনাকে ব্যক্ত করি শুনুন। আমি গোদাবরী-তীরবর্ত্তী শ্মশানে মন্ত্রসিদ্ধ হবার সঙ্কল্প করেছি; উদ্দেশ্য অষ্টসিদ্ধিলাভ। গত আমাবস্যার ঘোর নিশায় যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হ'য়ে সহসা আমি জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়ি। যখন জ্ঞানসঞ্চার হ'লো, দেখি—চতুর্ভুজা মূর্ত্তিতে মা শ্মশানেশ্বরী আমার সম্মুখে উপস্থিত! মা আমায় সম্বোধন ক'রে আদেশ কর্‌লেন—"কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর গভীর নিশিতে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে তোমার সন্নিহিত

রেখে সাধনায় প্রবৃত্ত হও, তা হ'লে তোমার অষ্টসিদ্ধলাভ অনিবার্য্য !" এই কথা বল্‌বার জন্য আমি এত দিন আপনার সভায় উপস্থিত হয়েছি মহারাজ ! এই আমার অভিপ্রায়। আর এই শ্রীফলের গুপ্ত কাহিনী আমি আপনাকে সেই শ্মশানেই প্রকাশ কর্‌বো। বলুন মহারাজ ! আগামী কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীর গভীর নিশিতে শ্মশানে উপস্থিত হ'য়ে আমার সাধনার সহায়তা কর্‌বেন ?

বিক্রম। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন যোগিবর ! আমি যথাসময়ে দেবীর আদেশ ও আপনার অভিপ্রায় পূর্ণ কর্‌বো ; কিন্তু আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে যোগিবর ! আপনি চন্দ্রভানু নামে কোন তৈলিক নৃপতিকে হত্যা করেছিলেন ?

শান্তশীল। হ্যাঁ, করেছি ; সে কথা আপনি কি ক'রে জান্‌লেন মহারাজ ?

বিক্রম। আমি এক ছদ্মবেশী দেবতার মুখে শুনেছি।

শান্তশীল। ছদ্মবেশী দেবতার মুখে ? বেশ করেছেন মহারাজ, — আপনি ভাগ্যবান্ ! এখন আমি চল্‌লুম ; যদি আপনার প্রতিজ্ঞা ও ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌তে চান, তবে দেবীর আদেশমত কার্য্য সম্পন্ন কর্‌বেন। এখন মহারাজের অভিরুচি !

বিক্রম। বিক্রমাদিত্য ভীরু বা ধর্ম্মদ্বেষী নয় জান্‌বেন ; দেবীর আদেশ আমি অবনতমস্তকে পালন কর্‌বো।

শান্তশীল। তা জানি মহারাজ ! আপনার চরিত্র, বিদ্যা, বুদ্ধিমত্তা অবগত হ'য়ে তবে আপনার নিকট আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছি। পৃথিবীর অনেক ব্যক্তি আপনাকে ভ্রাতৃদ্রোহী, ভ্রাতৃহন্তারক ব'লে অভিশাপ দান করেন, কিন্তু তাঁরা সম্যক্‌রূপে অবগত নন—কেন বিক্রমাদিত্য ভ্রাতৃহত্যা করেছিলেন ! শঙ্খ ছিলেন বিলাসী, নির্ব্বোধ,

অত্যাচারী, প্রজাশাসনে অক্ষম ; তাই দেখে নিভ্রান্ত অসহ্য অবস্থায় রাজ্য ও প্রজারক্ষার জন্য আপনি ভ্রাতৃহত্যা করেছিলেন, এটুকু তাঁরা চিন্তা কর্‌বার অবসর পান না। পাপমতি চন্দ্রভানুর মত আপনি আমার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ কর্‌বেন না, তা আমি বিশেষরূপে অবগত আছি।

বিক্রম। নীচকুলোদ্ভব চন্দ্রভানু কি আপনার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেছিল ?

শান্তশীল। করে নি ? সে কথা স্মরণ হ'লে ক্রোধে, ক্ষোভে, লজ্জায় এখনও আমার আপাদমস্তক কম্পিত হয়। এক দিন—যখন আমি কঠোর ব্রতপালনের জন্য অধঃশিরা হ'য়ে বৃক্ষে লম্বমান ছিলাম, চন্দ্রভানু তখন মৃগয়া-অভিলাষে সেই স্থানে উপস্থিত হয়। তারপর আমায় তপস্বী জেনেও এক বারাঙ্গনার দ্বারায় আমার ব্রতভঙ্গ করে—আমার আশ্রম কলুষিত করে—যোগসাধনার বিপত্তিরূপে এসে সেই কুহকিনীর দ্বারা আমার সমাধিভঙ্গ করে। চক্ষু উন্মীলন ক'রে দেখ্‌লুম—এক বিনয়াবনতা রমণী ! তার সৌজন্যে পরম পরিতুষ্ট হ'য়ে হৃদয়ের দৃঢ়তা বিসর্জ্জন দিলুম। মোহবশে বারাঙ্গনার সৌন্দর্য্য-সেবায় প্রবল প্রবৃত্তি হৃদয়ে জেগে উঠ্‌লো, পরিণামে ঘোর সংসারী সাজ্‌লুম। পুত্র কন্যা নিয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌ছি, একদিন দেখি—চন্দ্রভানু পাত্রমিত্র সহ আমার কুটীরপার্শ্বে দাঁড়িয়ে বিদ্রূপের বিকট হাসি হাস্‌ছে ! সহসা মোহান্ধকার অপসারিত হ'য়ে আবার জ্ঞানশক্তি ফিরে পেলুম। তখন পুত্র-কন্যা সব বিসর্জ্জন দিয়ে প্রতিজ্ঞা কর্‌লুম—চন্দ্রভানুকে হত্যা ক'রে আমার নষ্টশক্তি, নষ্টযোগবল পুনরুদ্ধার কর্‌বো ; তাই সেই চন্দ্রভানুকে হত্যা করেছি মহারাজ ! এ বিষয়ে আর অধিক জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না, সমস্ত বিষয় শ্মশানে উপস্থিত হ'লে জান্‌তে পার্‌বেন। এখন আসি মহারাজ ! আশীর্ব্বাদ করি, আপনার অভিষ্ট পূর্ণ হোক্। [প্রস্থান।

বিক্রম। সেই সন্ন্যাসী! অষ্টসিদ্ধিলাভের জন্য বলির প্রাণীসংগ্রহের চেষ্টায় নিত্য এই সভায় আসেন। বিক্রমাদিত্য! এখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তুমি, তোমার সাক্ষাতে মৃত্যু এসে তোমায় আহ্বান কর্‌ছে। বিচলিত হ'য়ো না; ভাগ্যচক্র যে ভাবে যে দিকে তোমায় টেনে নিয়ে যায়, নিঃশঙ্কচিত্তে সেই দিকেই প্রধাবিত হও।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

রাজবাটী—অলকার মহল।

অলকা।

অলকা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দিন চ'লে যাচ্ছে—গোলোক আমার দেখ্‌তে দেখ্‌তে চার বছরের হ'য়ে উঠ্‌লো! এই পুত্র একদিন বড় হ'য়ে রাজসিংহাসনে বস্‌বে, আমি রাজমাতা হ'য়ে সমস্ত সিংহলকে আমার মুঠোর মধ্যে রাখ্‌বো—এমন দিন কি হবে? আমার স্বামীর অবর্ত্তমানে দেবর নেত্রবান এখন রাজসিংহাসনে; তার পুত্র হ'লে সে তো এই সিংহাসনের অধিকার ছাড়্‌বে না! তখন আমার পুত্র কোথায় যায়? সমুদ্রের জলে ভেসে যাবে? না—তা হবে না। সে এখন অবোধ শিশু, ঐশ্বর্য্যের কি চিন্‌বে! পুত্রের প্রাপ্য এখন আমায় বুঝে নিতে হবে, তার প্রাপ্য সিংহাসন আমি সযত্নে রেখে দেবো; সে জন্য যা কর্‌বার প্রয়োজন হয়, আমি তাতেই প্রস্তুত।

কন্দলীর প্রবেশ।

কন্দলী। ওগো সর্ব্বনাশ হয়েছে গো মা ঠাকরুণ—সর্ব্বনাশ হয়েছে!

অলকা। কি হয়েছে রে—কি হয়েছে?

কন্দলী। আর কি হয়েছে! তোমার মাথা হয়েছে—আর আমার মুণ্ডু হয়েছে! কি বল্‌বো গো—সে কথা উশ্চারণ করতে রসনা সংস্কৃত হ'য়ে যায়! ওমা—সে কি কাণ্ড গো—যেন আমোদে সব লাচ্‌তেছে!

অলকা। মুখে আগুন তোর! আসল কথাটা না বল্‌লে কি ক'রে বুঝবো?

কন্দলী। ঐ যে বনু গো—সব লাচ্‌তেছে। আমার বাছা অসহ্যি হ'য়ে উঠ্‌লো।

অলকা। আ-ম'লো, আবার বাজে কথা কয় দেখ!

কন্দলী। ওগো, বাজে কথা কি গো—বাজে কথা কি? সে যে বেষোচ্ছন্ন ব্যাপার গো! দেখ্‌তে তো সর্ব্বাঙ্গি জ্ব'লে যেতো! সেই যে গো সেই বানের জলে একটা ছেলে ভেসে এ্যাসেনি? সবাই মিলে তাকে নিয়ে লাচ্‌তেছে। বলে—ছেলেটা কি পয়মন্ত গো! যজ্ঞি-টজ্ঞি করতে হ'লো না, এক বছর পরেই মহারাণী একটা কন্যে পের্‌সব কর্‌লে। আর শুনেছ মা-ঠাকরুণ! মেয়েটা না কি খুব শুভ ক্ষ্যাণে জন্মেছে গো! মহারাজ তাই মেয়ের নাম রেখেছে ক্ষোণা গো ক্ষোণা! ক্ষোণা ক্ষোণা ব'লে সবাই হাস্‌তেছে আর লাচ্‌তেছে!

অলকা। সত্যি বল্‌ছিস কন্দলী?

কন্দলী। হাঁ গো হাঁ—দেখুসে না! আমি কি মিথ্যা বল্‌বার মেয়ে গা? তারপর শোনো না—মহারাজ আপ্তবিচ্ছেদ হ'য়ে মহারাণীর ঝিকে হুসেরায় ব'লে দিলে—আমায় পোরোস্কার দোবার জন্য! হুঁ—

আমি কি তেমনি হ্যাংলা গা! মুখটী ভার ক'রে, দেমাক দেখিয়ে, থর-থর থর থর ক'রে সেখেকে চ'লে এনু ।

অলকা। বেশ করেছিস্,—তোর পুরস্কারের অভাব কি? আমার হীরের কণ্ঠহার তোকে পুরস্কার দেবো। এটা সর্ব্বনেশে সংবাদ নয় কন্দলী—এটা শুভ সংবাদ! সিংহলেশ্বরকে সিংহলের নিয়ম প্রতিপালন করতেই হবে। সিংহলরাজের কন্যা ভবিষ্যতে আমারই পুত্রবধূ হবে। আর যাবে কোথা নেত্রবান! এবার তুমি আমার হাতে এসে পড়েছ! আর আমি পূর্ব্বের মত ভাব্‌বো না। তবে সাবধান হ'তে হবে—সংগ্রহ রাখ্‌তে হবে; কারণ ঈশ্বর না করুন, রাজকন্যা যদি ম'রেই যায়! হাঁ রে, সেনাপতির বাড়ী সেই পত্রখানা পৌছে দিয়ে এসেছিস্?

কন্দলী। দিইনি গা! সেনাপতি মশাই তো এলো ব'লে! আহা-হা! সেনাপতি নোকটী বড় ভাল গো—বড় ভাল, আর তার বৌমাগীও খাসা; যত্ন করে আমায় কত কি খাওয়ালে, এই দেখ না—তার চোঁয়া ঢেঁকুর মার্‌তেছে! তবে সেনাপতিটী বাছা বড় নাজুক, কিছুতেই এস্‌তে চায় না, আবোল তাবোল কত কি বক্‌তে নাগ্‌লো! আমি কত মিনতি ছিনতি ক'রে তবে বাগে আনি।

অলকা। সেনাপতি এলে যত্ন ক'রে বসাস্, আমি পাশের ঘরে রইলুম। [প্রস্থান।

কন্দলী। ওমা, কি কপাল জোর গো! ভাগ্যিস্ সেখানকার পোরষ্কারটা নিইনি, তা হ'লে তো ঠাকরুণ আমায় ঝাঁটাপেটা কর্‌তো। হীরের কণ্ঠহারটা আজই চেয়ে নিয়ে পর্‌বো। মানাবো না গা? কেন মানাবে না? আমার কি সাজগোজ কর্‌বার বয়েস গেছে? আয়না দিয়ে তো দেখেছি গা—একটু ভাসা ভাসা নজরে দেখ্‌লে মাইরি—এখনও আমার রূপ ফেটে পড়্‌তেছে! ওমা—সেনাপতি মশায় যে এসে পড়্‌লো গো!

[অদূরে ইন্দুনাথকে দেখিয়া] আসুন গো সেনাপতি মশায়—বোসো,—আমি মা-ঠাকরুণকে খবর দে'সি !

[প্রস্থান।

ইন্দুনাথের প্রবেশ ।

ইন্দুনাথ। হৃদয়ের মধ্যে স্তরে স্তরে প্রশ্নোত্তর সজ্জিত হ'য়ে রয়েছে। কেন—কোন্ প্রয়োজনে আমি এই রমণী-রক্ষিত অট্টালিকার সুসজ্জিত কক্ষে উপস্থিত ? সিংহলরাজের সেনাপতি আমি ; সেই রাজার অগোচরে তাঁর অগ্রজ পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে এসেছি। এ কার্য্যের অবতারণায় মহারাজ আমায় অপরাধী মনে কর্‌বেন কি না, তা জানি না। কিন্তু—ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—এঁর উদ্দেশ্য কি ?

অলকার প্রবেশ।

ইন্দুনাথ। ভূতপূর্ব্ব মহারাণীর চরণে আমার অসংখ্য প্রণিপাত !

অলকা। আমার এই অস্বাভাবিক আচরণে আপনি বিস্মিত হয়েছেন বোধ হয় !

ইন্দুনাথ। দেবী ! আপনার অনুমান মিথ্যা নয়, বিস্ময়ে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আস্‌ছে—আতঙ্কে আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত ! কেন না, আমি জানি—আপনার মহলে উপস্থিত হ'য়ে গোপনে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ফলে রাজনিয়ম লঙ্ঘন করা হয় ; কিন্তু আপনার পত্র পেয়ে সে পত্রের উত্তর না দেওয়া বা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য মনে ক'রে রাজা ও রাজপুরুষের অগোচরে আমি নিমন্ত্রণরক্ষায় উপস্থিত ; এখন দাসের প্রতি কি অনুমতি ?

অলকা। সেনাপতি মশায় ! আপনার প্রভুকে মনে পড়ে—নেত্রবানের

পূর্ব্বে যিনি সিংহলের অধীশ্বর ছিলেন? যার শাসনকালে আপনি এক জন সামান্য সৈনিক থেকে সৈনাপত্য লাভ করেছেন, তাঁকে আপনার মনে পড়ে?

ইন্দুনাথ। হ্যাঁ দেবী। মনে পড়ে।

অলকা। তাঁর সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ ছিল তাও বোধ হয় মনে পড়ে?

ইন্দুনাথ। হ্যাঁ দেবী। তিনি ছিলেন সিংহলের অধীশ্বর—আমার প্রভু আমি ছিলুম সিংহলের হিতৈষী—তাঁর সেবক।

অলকা। তাঁর বংশধর যদি আপনার চোখের উপর সামান্য দীন দুঃখীর মত অসহায় নিরন্ন অবস্থায় প'ড়ে থাকে, তাই দেখে আপনি কি স্থির থাক্‌তে পারেন?

ইন্দুনাথ। এ সকল প্রশ্ন আমায় কেন দেবী? যার হ'তে আমার উন্নতি, যার কৃপায় রাজপুরুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে সিংহলবাসীর কাছে আজ আমি গৌরব নিশান হাতে পেয়েছি, তাঁকে কি আমি জীবনে ভুল্‌তে পারি মা? তাঁর ঋণ আমি এ জীবনে পরিশোধ করতে পারবো না। সেই দয়াল রাজার বংশধরকে যদি কখন অসহায় নিরন্ন অবস্থায় দেখি, তখন যা কর্ত্তব্য, তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

অলকা। তবে আসুন সেনাপতি মশায়! আপনার প্রভুর বংশধরকে আপনার হাতে তুলে দিই, তার ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভ সব আপনার হাতে তুলে দিই আসুন। আমি তার কিছু করতে পারবো না, আমি রমণী, স্বামিহীনা—অনাথিনী, পুত্রের জন্য কিছুই করতে পারবো না। আমার একান্ত অনুরোধ—আপনার প্রভুপুত্রকে রক্ষা করুন।

ইন্দুনাথ। ভয় কি মা! আমি জীবিত থাক্‌তে কে আপনার পুত্রের অনিষ্ট করবে? আপনার গোলোকচাঁদ আমার কনিষ্ঠ সহোদর।

অলকা। রাখ্‌বেন সেনাপতি মশায়—এই প্রতিজ্ঞাটুকু বজায় রাখ্‌বেন। আবার যেন অন্যের প্ররোচনায়—অন্যের ইঙ্গিতে এই প্রতিজ্ঞাটুকু আপনা আপনি পদদলিত কর্‌বেন না; তা হ'লে শুধু আপনার জন্য সকলের উপর আমার একটা বিশ্বাস ক'মে যাবে।

ইন্দুনাথ। মা! অধীন ইন্দুনাথ কর্ত্তব্য আশ্রয় ক'রে রাজপুরুষের মধ্যে দাঁড়িয়েছে; তাকে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

অলকা। কি ক'রে বুঝ্‌বো সেনাপতি মশায়? জগতে কে কতখানি কর্ত্তব্যপরায়ণ, ভগবান্ তো তা বোঝ্‌বার শক্তি দেন নি! কর্ত্তব্য প্রতিপালন কর্‌তে দেখ্‌লে তবে তার পরিচয় পাওয়া যায়। আপনি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হ'লে, আপনার অস্ত্রঝন্‌ঝনা আমার শ্রুতিযুগল শীতল কর্‌লে, আপনাকে উৎসাহভরে সৈন্যশ্রেণী সাজাতে দেখ্‌লে, কপট নেত্রবানকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আপনার প্রভুপুত্র গোলোকচাঁদকে আপনার নিজহস্তে সিংহাসনে বসাতে দেখ্‌লে তবে বুঝ্‌বো, আপনি একজন কর্ত্তব্য-পরায়ণ—আপনি একজন প্রভুপরায়ণ—আপনি একজন ধর্ম্মভীরু।

ইন্দুনাথ। অন্ধকার—অন্ধকার! প্রলয়ের ঘন অন্ধকার আমায় ঢেকে ফেল! সর্পিণীর তীক্ষ্ণ হিংসাদৃষ্টির সীমা ছাড়িয়ে, উষ্ণ নিশ্বাসের বহুদূরে চিরদিনের জন্য আমায় ঢেকে ফেল! উঠ্‌তে চাই না—দাঁড়াতে চাই না; আমি ধ্বংস চাই—ধ্বংস চাই!

অলকা। কি সেনাপতি মশায়? সহসা আপনার মুখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো যে? বুঝেছি—নেত্রবানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্‌তে আপনার হাত কেঁপে উঠ্‌বে; কিন্তু স্থির জান্‌বেন সেনাপতি মশায়! যন্ত্রের মত এই কার্য্য আপনাকে সাধন কর্‌তে হবে।

ইন্দুনাথ। যদি না করি?

অলকা। হাঃ—হাঃ—হাঃ, জানেন কি—তা হ'লে কত বড় একটা বিপদ আপনার শিয়রে এসে দাঁড়াবে? সেই বিপদ-বারিধিগর্ভে আপনার অনন্ত নিমজ্জন তার পরিণাম!

ইন্দুনাথ। [স্বগত] একি! একটা রমণীর কথায় বীরহৃদয় বিচলিত হ'য়ে ওঠে কেন? হস্তপদ শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে, পঞ্চভূত উপাদানে গঠিত এই দেহ, মুহূর্ত্তে যেন পঞ্চভূতে বিলীন হ'তে চায়; যেন অশীতিপর বৃদ্ধের মত মাটীর দিকে নুয়ে পড়্‌ছি। না—না— ইন্দুনাথ! ওঠো—ধর্ম্মপথে লক্ষ্য রেখে কর্ত্তব্য বেছে নাও,—তারপর জগদীশ্বরের মনে যা আছে, তাই হবে।

অলকা। কি ভাব্‌ছেন?

ইন্দুনাথ। ভাব্‌ছি—আপনি যেটা আমার কর্ত্তব্য বিবেচনা করেছেন, প্রকৃতপক্ষে সেটা একটা পাপ!

অলকা। হ'লেও—আপনাকে তা সম্পন্ন কর্‌তে হবে।

ইন্দুনাথ। কিন্তু পাপের ভার বহন কর্‌বে কে?

অলকা। কে আবার,—আপনি! জগতে কেউ কারো পাপের ভার বহন করে না। আপনার স্ত্রী—যাকে আপনি অর্দ্ধাঙ্গিনী ভাবেন, সেও আপনার পাপের ভার বহন কর্‌বে না। আপনার পাপার্জ্জিত অর্থে অম্লানবদনে তার গ্রাসাচ্ছাদন চল্‌বে, তবু সে আপনার পাপের ভার বহন কর্‌বে না। এ জগতের এই রীতি।

ইন্দুনাথ। [সহসা পদতলে পড়িয়া] আমি আপনার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্‌ছি।

অলকা। অসম্ভব! এ সিংহাসন হস্তগত কর্‌তে আপনিই আমার একমাত্র অস্ত্র।

ইন্দুনাথ। আমি অপারক!

অলকা। আপনাকে পার্‌তেই হবে।

ইন্দুনাথ। দেবী! জীবন থাক্‌তে আমি পার্‌বো না।

অলকা। আমারও প্রতিজ্ঞা—জীবন থাক্‌তে আমার পুত্রকে সিংহাসনের পাশে কাতরদৃষ্টিতে দাঁড়ায়ে থাক্‌তে দেখ্‌তে পার্‌বো না। যেমন ক'রে হোক্, সিংহাসন চাই! সেনাপতি মশায়! আপনি সৈন্য সাজান—সৈন্য সাজান।

ইন্দুনাথ। মার্জ্জনা কর্‌বেন দেবী! আপনার পুত্র যদি রাজ-সিংহাসনে বস্‌বার উপযুক্ত হয়, সে আপনার শৌর্য্যে সিংহাসন অধিকার কর্‌বে। স্বধর্ম্মপরায়ণ, প্রজারঞ্জন মহারাজ নেত্রবানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রে আমি নিরয়গামী হ'তে পার্‌বো না। ধর্ম্মের বক্ষ বিদীর্ণ কর্‌তে আমার দৃঢ় মুষ্টি ছুরী ধর্‌বে না। দেবী! অধম দাস শ্রীচরণে ক্ষমাপ্রার্থী!

[প্রস্থান।

অলকা। ক্ষমা! কে ক্ষমা কর্‌বে? ইন্দুনাথ! এত সরল—এত ধর্ম্মভীরু হ'লে সংসার চলে না। সংসারধর্ম্ম বড় কঠিন, সংসার পরীক্ষার স্থল; এখানে ধর্ম্মরক্ষার জন্য ধর্ম্মের বুকে ছুরী বসাতে হয়, এখানে বিষপান ক'রে বিষের জ্বালা উপশম কর্‌তে হয়, এখানে বাতাস দিয়ে আগুন নেভাতে হয়—আবার বাতাস দিয়ে আগুন জ্বালাতে হয়। যাবে কোথা ইন্দুনাথ? মনে ভাব্‌ছ—রমণী দুর্ব্বল! তুমি জান না—চেন না। ইন্দুনাথ! রমণীর মস্তিষ্কে কি কূট চক্রান্ত লুক্কায়িত আছে, কখনও বোধ হয় তার পরীক্ষা গ্রহণ করনি! আমি তোমায় যন্ত্রের মত চালাবো; যদি না চল, দেখ্‌বে, কি ভয়ঙ্কর দাবানল-গর্ভে তোমায় পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিতে হয়।

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

ইন্দুনাথের বাটী।

বিজলী ও সখিগণ।

বিজলী। নে, তোরা নাচ-গান কর্; আমি ততক্ষণ এই মালাটা সেরে নিই। কি লো! সব মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌ছিস যে? মালা দেখে হিংসে হ'চ্ছে না কি?

সখিগণ।—

গীত।

মোরা ভালবাসি তাই মুচকে হাসি,
কই কথা সই প্রাণে প্রাণে।
সজল চোখের চাউনিটুকু
লুকিয়ে রাখি ঘোমটা টেনে॥
কত না আদরে আপনার করে,,
আধ আধ ফোটা কুসুমের হারে,
কত না সোহাগে পরাব নাগরে,
হাসি সখি তাই মনে মনে।
বাহুতে বাঁধিব মানস মোহিব,
সাধ সদা তার চরণে বিকাব,
আঁখিতে আঁখিতে সারানিশি রব',
আশে চেয়ে তাই পথ পানে॥

ইন্দুনাথের প্রবেশ।

ইন্দুনাথ। হেস না বিজলী আর সরলতা মাখি'—
তুলো নাকো আনন্দ সঙ্গীত—
ভুলো নাকো জগতের বাহ্য দৃশ্য হেরি'।
শিক্ষা কর চিনিতে জগৎ!
শিক্ষা কর—ভূচর, খেচর
প্রাণীবর্গ কি ভাবে ফিরিছে,—
হিংসা, দ্বেষ, হত্যার করাল ছবি
প্রতি ঘরে চিত্রিত রয়েছে কিবা,—
আত্মজন আত্মীয়ের শান্তি-নিকেতনে
ধর্ম্ম ভুলি কেন সেথা জ্বালায় অনল,—
কেন জরা—কেন মৃত্যু,
কেন বিচ্ছেদ বিলাপ শোক হাহাকার,
কেন ছল চাতুরী কৌশল,
কেন রাজা—কেন প্রজা,
কেন দান—কেন ভিক্ষা,
শিক্ষা কর--শিক্ষা কর অতি সযতনে।
ওই যে কুসুমরাশি—
সৌরভে যাহার দিক্ বিমোহিত,
প্রাণ ঢালা যত্নসহ মালা গাঁথি যার
উপহার দিতে চাও মনোমত জনে,
ছিন্ন করি নিজহস্তে দেখ সে কুসুম,
সুন্দর রূপের ঘরে—

গুপ্তভাবে ব'সে আছে কীট,
শিক্ষা দিতে জগতের জীবে—
বাহ্যিক দেখিয়া যেন ভুলে না নয়ন !

বিজলী । একি নাথ ! কেন তব হেন নব ভাব ?
কেন এ বিষাদ-ছায়া শ্রীমুখে তোমার ?

ইন্দুনাথ । কেন আজ বিষাদে মগন,
বিধি বিনা অবোধ্য সবার !
বিজলি ! জটিল এ জগতে
আজি হ'তে এই ভাবে যেতে হবে মোরে !
তুমি যদি ভালবাস পতিরে তোমার,
শুনে থাক যদি, বুঝে থাক যদি—
পতি পত্নী বিশ্বমাঝে একপ্রাণ দোঁহে,
ভুলে যাও সমুদয় আজি !
ভুলে যাও আনন্দের হাসি,
ভুলে যাও—
নিরালয়ে বসি গাঁথিতে কুসুম-হার,
ভুলে যাও, সেনাপতিপত্নী তুমি—
বড় আদরের, বড় গৌরবের
সমুচ্চ আসন তব !

বিজলী । সন্দেহে আমায় নাহি রাখ নাথ !
বল প্রভু ! কি বিপদরাশি
এসেছে শিয়রে তব,
যার তরে বিষাদে মগন তুমি ?
বল প্রভু, নীরব কি হেতু ?

সৈনাপত্য গিয়াছে কি তব ?
যায়—যাক্ ;
বিষাদে ডুবিবে কেন কহ সে কারণ ?
তার তরে হাসিরাশি বিসর্জ্জিব কেন ?
ফুলসনে কেন না খেলিব ?
সুখের ভবন হ'তে—
পড়ি যদি দুঃখের কুটীরে,
দারিদ্র পীড়নে
হয় যদি ভিক্ষান্নে যাপিতে দিন,
হাসি না ভুলিব তবু!
পুষ্পহারে সাজায়ে পতিরে,
সেবিতে পতির পদ
কৃপণতা নাহি কিছু মোর !
পর্ণ গৃহে বসি'
রাজরাণী ভাবিব আমারে—
পাই যদি স্বামীর সোহাগ !

ইন্দুনাথ। হায় সরলা রমণি ! কি বুঝিবে—
কি বিপদরাশি শিয়রে আমার ?
শুন সতী ! অনুমানি,
রাজকোপে পড়িতে হইবে মোরে।

বিজলী। কেন—করেছ কি
অপরাধ কোন রাজীব চরণে ?

ইন্দুনাথ। অপরাধ ? বিজলী—বিজলী !
অন্তর্য্যামী জানেন সে কথা।

নাহি বুঝি অন্তরে আমার—
রমণী-রক্ষিত অট্টালিকা মাঝে,
মাতৃসমা পরের গৃহিণী সনে
সংগোপনে করিলে সাক্ষাৎ,
কুমন্ত্রণায় তাঁর
ধর্ম্মদ্বেষী না হ'য়ে মহীতে,
ঘৃণাভরে উপেক্ষায়
ত্যজিলে সে রমণী-আবাস,
নাহি জানি হয় কি না হয়
অপরাধী সাজিতে ধরায়,—
নাহি জানি সুনাম-বিধান
কিম্বা কলঙ্ক-অর্জ্জন তায় !

বিজলী। বুঝিয়াছি নাথ !
ভূতপূর্ব্ব মহারাণী
অনর্থ ঘটাতে চায়,—
কৌশলে তাহার
অপরাধী সাজাবে তোমায়।
কাজ নাই নাথ ঐশ্বর্য্যে এমন,
কাজ নাই গৌরব-গরিমা,—
নাহি প্রয়োজন
অমিতবিক্রম সেনাপতি নামে।
ধর্ম্মের উজ্জ্বল চিত্র ধরিয়া সম্মুখে,
চল যাই নির্জ্জন আবাসে কোন।
নাহি যেথা হিংসা-কোলাহল,

নাহি যেথা বিষাদ-অনল,
নাহি যেথা অত্যাচার
অবিচার হত্যা সুভীষণ,
নাহি যেথা আত্মীয়বিচ্ছেদ,
প্রবঞ্চনা, হৃদয়ে গরল,
চল সেই শান্তি-নিকেতনে !
আছে যেথা বিহঙ্গের গান,
নিরবধি শান্তির তুফান,
প্রাণে প্রাণে মেশামিশি সদা,
আত্মপর নাহিক বিচার,
উদার অন্তর সবাকার,
ত্যজি এ সংসার, চল যাই—
সেই পুষ্প-সুশোভিতা
অনাবিল নির্ঝর-ঝঙ্কৃতা
অমরার সুরম্য কাননে,
নাহি শত্রু সেথা শত্রুতা সাধিতে !
গাও প্রিয় সখিগণ !
প্রাণপতি মোর বড়ই ব্যাকুল,
দিতে হবে অমরার শান্তি-সুখ ।
গাও সবে অমরার গান !

সখিগণ —

গীত ।

এস—এস হে, পাশে ব'সো হে,
পর হে পর বঁধু প্রেম-ফুল-হার !

কোমল কুসুমগুলি কোমল করেতে তুলি,
গাঁথিয়াছে সজনী আমার ॥
মিশাইয়ে তায় ভকতি গন্ধ,
প্রীতি-সুতাতে করি অনিন্দ্য,
রচিত সুন্দর, পর হে সুন্দর,
ধর গলে পর প্রীতি-উপহার,—
বঁধু ধর হে—বঁধু পর হে,
মধুভরা ফুলে সাজ হে—
নব প্রীতি পাবে, পুলকে মাতিবে,
ঘুচিবে প্রাণের এ বিকার ॥

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গোদাবরী-তীরবর্ত্তী শ্মশান।

শান্তশীল।

শান্তশীল। কত দিন—কত দিন হ'লো, চন্দ্রভানুর প্রাণসংহার পূর্ব্বক বেতাল-করে তাকে শিরীষ বৃক্ষে রজ্জুবন্ধনে লম্বমান রেখেছি। মূর্খ চন্দ্রভানু ভেবেছিল—আমার অনিষ্টসাধন ক'রে সে নিষ্কৃতি পাবে। কুহকিনী বারাঙ্গনা দ্বারা আমার দেহ মন কলুষিত ক'রে ঘোর সংসারী সাজিয়ে উচ্চহাস্যে বড় বিদ্রূপ করেছিল। তারা—তারা! করুণাময়ী! তুমি আবার আমার সম্মুখে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত ক'রে দিয়েছ। এক সঙ্গে দুই কার্য্য সমাধা করেছি। চন্দ্রভানু আমার পরম শত্রু ছিল, তার প্রতিশোধ নিয়েছি; আবার যে লগ্নে সে জন্মগ্রহণ করেছে, তাতে সে শবসাধনার উপযুক্ত বলি। সেইরূপ বলি আর একটী প্রয়োজন। সেই লগ্নে রাজা বিক্রমাদিত্য জন্মগ্রহণ করেছেন। তারা—তারা! আমার সঙ্কল্প কি সিদ্ধ হবে না? সাধনার পথে এতদূর অগ্রসর হ'য়ে পিশাচ-শঙ্খিনীসিদ্ধ হ'য়ে যোগসাধনার শেষাংশটুকু পূর্ণ হবে না? এতদূর এসে অষ্টসিদ্ধিলাভে বঞ্চিত হবো? কত বাধা—কত বিপত্তি অতিক্রম ক'রে গভীর নিশিতে শবদেহের সঙ্গে খেলা করেছি, সে সকল

কি পণ্ড হবে মা? এই স্রোতস্বিনী-তীরবর্ত্তী মহাশ্মশানে, কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীর মহাক্ষণে মহারাজ বিক্রমাদিত্য কি তোমার শ্রীচরণে স্বেচ্ছায় বুকের রক্ত ঢেলে দেবে না? মা শ্মশানেশ্বরী! সে রক্ত তোমারই প্রাপ্য—আমার নয়; আমি কেবল নিবেদন কর্‌বার অধিকারী।

[ধ্যানস্থ হইলেন]

গীতকণ্ঠে বেতালের প্রবেশ।

বেতাল।—

গীত।

মা কি ছেলের রক্ত ভালবাসে,
মাকে বলিস কেন এমন কথা॥
শুন্‌লে এমন কঠিন বাণী,
(মায়ের) কোমল প্রাণে বাজ্‌বে ব্যথা॥
মাকে দেখ্‌ছিস তুই খড়্গাধরা,
তাইতে ভাবিস এমন ধারা,
মা যে অভয় দিতে আত্মহারা,
এমন মা তুই পাবি কোথা।
মায়ের গলায় কেন মুণ্ডমালা,
পদতলে পাগল ভোলা,
কেন মায়ের এমন খেলা,
জেনে শুনে বলিস কথা॥

শান্তশীল। কে তুমি? কে তুমি আমার যোগসাধনার বিপত্তিরূপে উপস্থিত?

বেতাল।—

গীত।

আমি পাকা গাঁজা খোর।
আমি পাগল বাবার পাগল ছেলে
নেশায় থাকি ভোর॥
বাবা মুখে হরি বলে,
আমিও তাই বেড়াই ব'লে,
এলাম হেথা দেখ্‌বো ব'লে
বাবার মনোচোর॥

শান্তশীল। তুমি হরিভক্ত বৈষ্ণব? যাও—যাও, এ স্থান পরিত্যাগ কর। রুধিরপিয়াসী মা আমার ক্রুদ্ধ হ'য়ে এখনি জগৎ সংসার গ্রাস কর্‌বে! কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর মহাক্ষণ উপস্থিত! যাও—যাও, আমার পূজার্চ্চনার বিঘ্নোৎপাদন ক'রো না! ঐ দেখ—বিকটদশনা লোলরসনা মা আমার ধ্বংসময়ী তারামূর্ত্তিতে মন্দির পরিত্যাগ ক'রে তোমার ধ্বংসের জন্য উন্মাদিনীর মত ছুটে আস্‌ছে! তারা—তারা—

গীতকণ্ঠে মদনমোহন-মূর্ত্তির আবির্ভাব।

মদনমোহন।—

গীত।

কে ডাকে রে আমায়।
তারার বরণ তারা আমি
আজি শ্যামরায়।
উলাঙ্গিনী নয়কো ব'লে,
নরমুণ্ড নাইকো গলে,
(তবু) তুষ্ট হ'য়ে এলেম চলে
তারা নামের সাধনায়॥

শান্তশীল। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও বৈষ্ণব, আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিলুপ্ত ক'রো না। বৈষ্ণবী মায়ায় আজ শক্তিসেবকের সম্মুখে মহাশক্তির অবমাননা ক'রো না। কি—এখনো স্থির? এখনো সেই গম্ভীরমূর্ত্তিতে আমার চিত্তচাঞ্চল্য দ্বিগুণ জ্বালিয়ে তুল্‌ছ? বৈষ্ণব! ঐ দেখ, মা আমার ক্ষিপ্তা। ঐ শোন, মা আমাব অশ্রুবিসর্জ্জন ক'রে বল্‌ছেন—সংসার হ'তে শক্তিপূজা কি চিববিলুপ্ত হবে? ক্ষীণা দুর্ব্বলা ক্ষুধিতা জননী আমার, বক্তের আশায শ্মশানবাসিনী হয়েছেন, তুমি তাঁব শত্রুতাচবণ কর্‌ছো? বৈষ্ণব! আমাকে যন্ত্রণা দিও না—আমায ভোলাবার চেষ্টা ক'রো না! মা আমার মদনমোহন নয়, মা আমার কালী কপালিনী—প্রকৃতি—মহানিয়ন্তি।

বেতাল।—

গীত।

এলো মদন মোহন সাজে।
অসি ছেড়ে বাঁশী ধবা—
কিবা নূপুব মধুব বাজে॥
কিবা ঢল ঢল রূপ ভুবনমোহন
যুগল নযন খঞ্জন,
কিবা মানস হৃদযবঞ্জন
অলিগুঞ্জন মাঝে রাজে।
সাজে কি মা শুধু মদনমোহন,
পুরুষ কি প্রকৃতি কি জানি কেমন,
কাম্য জনের কামনার ধন,
যে ভাবে যে জন পূজে॥

শান্তশীল। আবার—আবার সেই ভ্রমচিত্র প্রদর্শনে আমাব চিত্ত কলুষিত কর্‌ছো? অধর্ম্মাচারী বৈষ্ণব! তবে দেখ, এই খড়্গো—

উপা

[খড়্গ দ্বারা বেতালকে হত্যায় উদ্যত হইলে সহসা বেতাল ও মদনমোহনের অন্তর্দ্ধান ও কালী-মূর্ত্তির আবির্ভাব] এ কি—এ কি—এই যে আমার মা! তারা—তারা! আবার ছলনা কেন মা? তুমি মদনমোহন? না—না, সে মূর্ত্তি ভুলিয়ে দাও! এই আমি সুরাপান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ক'রে আবার তোমার ধ্যানে নিযুক্ত হ'লুম। [সুরাপান] তারা—তারা! [কালী-মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান] না—না, হবে না, আবার পান করি। [সুরাপান] মা আমার চক্ষুর সম্মুখ হ'তে বহুদূর চ'লে গিয়েছে, আবার আকর্ষণ ক'রে আন্‌তে হবে। জয় তারা—জয় তারা!

কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী,
বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা,
দ্বীপিচর্ম্ম পরিধানা শুষ্ক মাংসাতি ভৈরবা,
অতি বিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা,
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা।

গীতকণ্ঠে পিশাচগণের প্রবেশ।

পিশাচগণ।—

গীত।

মরি পেটের জ্বালাতে বড় পেয়েছে ক্ষিদে।
কচি ছেলের গরম রক্ত এনে দে এনে দে॥
নধর কচি মাংস তার, নাড়ী ভুঁড়ী মিল্‌বে যার,
ক্ষিদের সময় নাই বিচার মুখের মধ্যে ফেলে দে।
নাকের কাছে পাচ্ছি গন্ধ, ধর্‌তে না পাই হাত-পা বন্ধ,
ভালোতে এ বিষম মন্দ সদয় হ'য়ে ঘুচিয়ে দে॥

উন্মুক্ত তরবারিহস্তে বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ ।

বিক্রম । স্রোতস্বিনী গোদাবরিতটে
এই সেই ভীষণ শ্মশান !
পিশাচ শঙ্খিনী
অট্টহাস্যে দিগন্ত কাঁপায় !
সিদ্ধি-আশে যোগাসনে বসি,
মহাবিদ্যার মহাধ্যানে মগ্ন যোগীবর ।
কি ভীষণ এ স্থান !
ঘোরা কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী মহানিশা যোগে
পিশাচ শঙ্খিনী পাশে
কার সাধ্য রহে স্থিরচিত্তে ?
মা—মা ! আসিয়াছি কর্ত্তব্য পালিতে,
শঙ্কাহীন কর মা সন্তানে ।
প্রণবে প্রাণরূপিনী ব্রহ্মাস্বরূপিনী,
সত্ত্বরজস্তমোময়ী নির্গুণা ধারণাতীতা
জাগো—জাগো যোগমায়া !
শঙ্কাশূন্য করি,
কালরাত্রি মহা অন্ধকারে
দিব্যালোক দাও মহাদেবী !
[শান্তশীলকে প্রণাম করিয়া]
যোগিবর ! আদেশ তোমার
যথারীতি করেছি পালন,—
উপস্থিত আমি ।

শান্তশীল। কে—মহারাজ বিক্রমাদিত্য ? ধন্য মহারাজ! আপনাকে প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন কর্‌তে দেখে আমি বিশেষ আনন্দিত। যদি যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছেন, তা হ'লে পূর্ব্বে আমায় একটু সাহায্য করুন মহারাজ! এই শ্মশানের দক্ষিণ ভাগে শিরীষবৃক্ষে একটী শবদেহ লম্বমান আছে, আপনি স্বয়ং সেটী আনয়ন ক'রে এই স্থানে রক্ষা করুন; আমি ঐ মন্দিরে পূজাদি সমাপন ক'রে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নিয়ে আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

বিক্রমাদিত্য। যথাদেশ যোগিবর! [স্বগত] দেখ বিক্রমাদিত্য! আজ তুমি যাজ্ঞিক কিম্বা যজ্ঞপশু! [প্রস্থান।

পিশাচগণ।—

গীত।

ইসেরায় বুঝে নে রে ভাই মিল্‌বে রুধির কলসীভরা।
বাজিয়ে বগল জয় তারা বল্‌ আয় আয় নাচি মোরা॥
ঝক্—ঝকে ওই রূপটী দেখে ঝর্‌ছে নোলায় জল,
আমড়া তেঁতুল দেখ্‌লে যেমন হয় রে অবিকল,
ঘাড়টা ভাঙ্গি চল্‌ ছুটে চল্‌ ভোগের মাংস সর্ব্ব সেরা।
তুই ধর্‌বি মুখ্‌টা টিপে, আমি ধর্‌বো পা,
মুণ্ডটা তার ফেল্‌বো ছিঁড়ে খেল্‌বো গেণ্ডুয়া,
চকম্—চকম্ রক্ত খাবো ধরণটা ঠিক এম্‌নি ধারা॥

শবাশিষ্ট বেতালকে স্কন্ধে লইয়া উন্মুক্ত তরবারিহস্তে বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ

বেতাল। কথয় রাজন্—
সর্ব্বে সমানগুণাঃ কথং তস্য ভার্য্যা ভবতি ?

বিক্রম। উদ্যমঃ সাহসঃ ধৈর্য্যং
বলং বুদ্ধিঃ পরাক্রমঃ।
ষড়েতে যস্য তিষ্ঠন্তি
তস্মাদ্ দেবোঽপি শঙ্কিতঃ॥

বেতাল। উদ্যমঃ সাহসঃ ধৈর্য্যং
বলং বুদ্ধিঃ পরাক্রমঃ।
ষড়েতে যস্য তিষ্ঠন্তি
তস্মাদ্ দেবোঽপি শঙ্কিতঃ॥

[স্কন্ধদেশ হইতে ভূতলে নামিয়া] হাঃ—হাঃ—হাঃ! কেমন মহারাজ! এইবার আমার প্রতিজ্ঞা পালন করি? পূর্ব্বে বলেছিলুম,—যদি তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তৎক্ষণাৎ শিংশপাবৃক্ষে ফিরে যাবো, আর যদি জেনেও তুমি যথার্থ উত্তর না দাও, অবিলম্বে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হ'য়ে তোমার প্রাণবায়ু মহাশূন্যে বিলীন হ'য়ে যাবে! তুমি যথার্থ উত্তর দিয়েছ মহারাজ! আমি পূর্ব্ববৎ শিরীষবৃক্ষে ফিরে চল্‌লাম।

[দ্রুত প্রস্থান।

বিক্রমাদিত্য। সর্ব্বনাশ! শবাবিষ্ট বেতালের কথায় মৌনভাব পরিত্যাগ ক'রে সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'য়ে এখন দেখ্‌ছি সমূহ বিপদ উপস্থিত! এদিকে কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীর মহাক্ষণও অবসানপ্রায়! দেখি—এখনও শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা কর্‌বো; আবার বৃক্ষ হ'তে শবদেহ ছিন্ন ক'রে আনবো। [প্রস্থান।

পিশাচগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ইসেরায় বুঝে নে রে ভাই মিল্‌বে রুধির কলসীভরা।
বাজিয়ে বগল জয় তারা বল্ আয় ভাই নাচি মোরা॥

শবাবিষ্ট বেতালকে লইয়া বিক্রমাদিত্যের পুনঃ প্রবেশ।

বিক্রমাদিত্য। পঞ্চবিংশতি প্রসঙ্গের আলোচনায় আমি অনেক সময় নষ্ট করেছি; আর নয়

বেতাল। আবার আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ মহারাজ ?

বিক্রমাদিত্য। শান্তশীল নামে এক ঘোর তান্ত্রিক যোগীর আদেশ অনুসারে আমি তোমায় তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

বেতাল। শান্তশীলের কাছে ? সে যে যোগসিদ্ধির জন্য তোমায় এই কার্য্যে পাঠিয়েছে। সে যাই হোক্, আমি তোমায় সাবধান ক'রে দিচ্ছি, শোনো; শান্তশীল পূজা সমাপন ক'রে, তোমায় যখন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে আদেশ কর্‌বে, বল্‌বে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আপনি যদি প্রণাম-পদ্ধতি একবার দেখিয়ে দেন, তা হ'লে আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন কর্‌তে পারি। শান্তশীল যখন প্রণাম কর্‌বে, তুমি সেই মুহূর্ত্তে সন্নিহিত খড়্গ দ্বারা তার মস্তক ছেদন ক'রে সম্মুখস্থ তৈল-কটাহে নিক্ষেপ কর্‌বে। তখন এক অপূর্ব্ব যোগবল তোমার শরীরে প্রবিষ্ট হ'য়ে তোমায় এক জন অদ্বিতীয় প্রতাপশালী নরপতি গ'ড়ে তুল্‌বে। সে সন্ন্যাসী তোমার পরম শত্রু, শত্রুনিপাতে অধর্ম্ম নাই। আমার এই সতর্ক-বাণী মনে রেখো মহারাজ! আমি শবাবিষ্ট বেতাল; এই মৃত শরীর পরিত্যাগ কর্‌লুম। [ভূতলশায়ী হইল]

বিক্রমাদিত্য। বিস্তারবদনা কালী কপালিনী আজ কার রক্ত পান কর্‌বে জানি না। শবাবিষ্ট বেতালের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতি-পালন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বো। এত দিনে সেই যক্ষের সকল কথা সত্যে পরিণত হ'লো! এই শব দেহ ভোগবতীর নৃপতি চন্দ্রভানুর; শান্তশীল সেই কুম্ভকার,—অষ্টসিদ্ধিলাভের জন্য আমার প্রাণসংহারে উদ্যত।

শান্তশীলের প্রবেশ ।

শান্তশীল। এসেছেন মহারাজ? আর অধিক সময় নাই; মহাক্ষণ অবসানপ্রায়। সাধু—সাধু! আপনার দ্বারাই আজ আমার অষ্টসিদ্ধি লাভের পথ পরিষ্কৃত হ'লো। আসুন মহারাজ! মন্দির মধ্যে মাকে আমার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর্‌বেন আসুন।

বিক্রমাদিত্য। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কাকে বলে যোগিবর?

শান্তশীল। অতি সহজ, আসুন—আমি আপনাকে দেখিয়ে দেবো।

[শান্তশীল ও বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র।
সিদ্ধিদাত্রী করুণায় চাহি'
সিদ্ধি যারে করেন প্রদান,
সাধু সদাশয় সেই মহাজন,
ভূমণ্ডলে সার্থক জনম তার।
অদ্বিতীয় সাম্রাজ্য-শাসনে
রাজা বিক্রমের গুণমুগ্ধ হ'য়ে
মুক্তকেশিপদে করেছি কামনা—
অষ্টসিদ্ধি লভি' বিক্রম-নৃপতি
সুপ্রসিদ্ধ হন যেন সংসার মাঝারে।
ভক্তের কামনা—ভক্তের বেদনা
বুঝিলা জননী, তাই আজ
বিক্রমের অষ্টসিদ্ধিলাভ!
ওই—ওই চতুর সন্ন্যাসী
দেখায় সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত:

ওই—ওই করি উচ্চারণ
মহাশক্তি ব্রহ্মময়ী নাম,
মহাক্ষণে খড়্গাঘাতে
ছিন্ন করি চতুর যোগীর শির,
রাখিল অক্ষয় কীর্ত্তি
সদাশয় সাধু নরপতি।
ওই আসে মহারাজ,—
ক্ষণকাল থাকি অন্তরালে।

[প্রস্থান।

শান্তশীলের ছিন্নমুণ্ড ও রক্তাক্ত খড়্গহস্তে
বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ।

বিক্রমাদিত্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ, হয়েছে—হয়েছে, চতুর সন্ন্যাসী মহাযজ্ঞে আত্মবলি দিয়ে মহামুক্তি লাভ করেছে। যাও রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড! উত্তপ্ত তৈলকটাহে শান্তি অন্বেষণ কর। [কটাহে ছিন্ন মুণ্ড নিক্ষেপ]

সহসা তাল-বেতালের আবির্ভাব।

তাল। কি আদেশ মহারাজ?

বেতাল। বলুন মহারাজ! ত্রিজগতে কে আপনার পরম শত্রু?

ইন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ।

ইন্দ্র। বিস্মিত হ'চ্ছেন মহারাজ? এর আর বিচিত্র কি? আজ আপনি যে ঐশ্বর্য্য—যে শক্তির অধিকারী হ'লেন, তা সুরাসুর গন্ধর্ব্বগণেরও বাঞ্ছনীয়।

বিক্রমাদিত্য। আপনি কে মহাপুরুষ? এ দিব্যমূর্ত্তি তো স্বর্গলোক ভিন্ন মর্ত্ত্যধামে সম্ভবে না! কৃপা ক'রে আপনার পরিচয় দিন বন্ধু!

ইন্দ্র। আপনার অনুমান মিথ্যা নয় মহারাজ! আমি স্বর্গাধিপতি দেবেন্দ্র। আপনার সৌভাগ্যদর্শনে স্বর্গ হ'তে অবতরণ ক'রে আপনাকে বর প্রদান করতে এসেছি; আপনার অভিলষিত বর গ্রহণ করুন।

বিক্রমাদিত্য। আপনার প্রসাদে আমার সকল অভীষ্ট পূর্ণ হয়েছে; এক্ষণে এই প্রার্থনা, এ বিচিত্র ঘটনা যেন সংসারে প্রচারিত হয়, আর এই ভয়ঙ্কর মহাপুরুষদ্বয় স্মরণমাত্রেই যেন আমার সম্মুখে উপস্থিত হন।

ইন্দ্র। তথাস্তু! আসি তবে মহারাজ! সংসারে সর্ব্বপ্রকার প্রসিদ্ধিলাভ ক'রে অপ্রতিহতপ্রভাবে প্রজাপালন কর; জগত বিস্মিত--চমকিত হবে। [প্রস্থান।

বিক্রমাদিত্য। জয় তারা জয় তারা—

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্ততে॥

[প্রস্থান।

পিশাচগণ।—

গীত।

আয় চ'লে আয় তাল ঠুকে।
পঞ্চভূতে মিশিয়ে দিই এই নীরস শুক্‌নো শবটাকে॥
আয় ফিক্ ফিক্ হাসি আয় থক্ থক্ কাসি,
তুড়ুক্ তুড়ুক্ আয় নাচি আয় কাঁধে নিয়ে এইটাকে।
ক'সে কোমর আঁট্, দে গোটা দুই গাঁট্,
হাওয়ায় হাওয়া চল্‌বো উড়ে ফুলিয়ে নিয়ে পেট্‌টাকে॥

[শবদেহ লইয়া সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সিংহল—রাজ-অন্তঃপুর।

মধুমতী।

মধুমতী। কি সুন্দর দুটী অমূল্য রত্ন দিয়েছে দয়াময়! যেন এক বৃন্তে দুটী ফুল! বুকে রাখ্‌লে বুক জুড়িয়ে যায়! এক সঙ্গে নাচে গায়—এক সঙ্গে খেলা করে, মনে হয় লক্ষ্মী-নারায়ণ গোলোক পরিত্যাগ ক'রে মর্ত্ত্য-ধামে অবতীর্ণ! মিহিরও যেমন ক্ষণার জন্য পাগল, ক্ষণাও তেম্‌নি মিহিরকে না দেখে একদণ্ডও থাক্‌তে পারে না। যেমন পুত্র-কন্যার অভাব ছিল, ভগবান্ তেমনি আমাদের একসঙ্গে দুটী রত্ন দান করেছেন।

ছদ্মবেশিনী ভাগ্যদেবীর প্রবেশ।

ভাগ্যদেবী। হঁ্যা মা! ক্ষণা-মিহির এদিকে এসেছে?

মধুমতী। কৈ—না! তারা তো তোমার সঙ্গেই ছিল!

ভাগ্যদেবী। ছিল, কিন্তু খেলা কর্‌তে কর্‌তে সেই যে দুটীতে ধনুর্ব্বাণ নিয়ে ঝিলের দিকে ছুটে গেল, তারপর তো আর ফির্‌তে দেখিনি মা!

মধুমতী। সে কি কথা? দেখনি কি বল? যাও—যাও, চারিদিক অন্বেষণ ক'রে দেখ! একা না পার আর কাউকে সঙ্গে নাও।

ভাগ্যদেবী। তন্ন তন্ন ক'রে চারিদিকে খুঁজেছি মা, তাদের দেখ্‌তে পেলুম না।

মধুমতী। খুঁজে পেলে না যদি, তবে কোন্ সাহসে অন্তঃপুরে এসে

তাদের জননীকে সেই কথা বল্‌তে এসেছ? প্রাণে একটু ভয় হ'লো না? যাও—যতক্ষণ না মিহির-ক্ষণাকে আন্‌তে পার্‌বে, ততক্ষণ রাজ-পুরীতে মাথা গলাবে না; তার আগে মহারাজকেও এ সংবাদ শুনিয়ে এস। যাও—শীঘ্র যাও।

[ভাগ্যদেবীর প্রস্থান।

মধুমতী। মা মহামায়া! দেখো, অবোধ বালক-বালিকা দুটীর যেন কোন অমঙ্গল না হয়। বুকের রত্ন দুটীকে বুকে এনে দাও মা! তোমার চরণমূলে অঞ্জলি দান ক'রে যে অমূল্য নিধি তোমার কাছে ভিক্ষা পেয়েছি, অপরাধিনী ক'রে তাদের আবার কেড়ে নিও না মা, কন্যাকে কাঙালিনী সাজিও না!

বালক মিহির ও বালিকা ক্ষণার প্রবেশ।

মিহির ও ক্ষণা। মা—মা!

মধুমতী। এই যে—এই যে আমার ক্ষণা মিহির! ধাত্রীমার কাছ থেকে তোমরা পালিয়ে এসেছ?

মিহির। গোলোক দাদা ডাক্‌লে যে!

ক্ষণা। মা তুমি মিহিরকে বক্‌ছ?

মধুমতী। মিহিরকে বক্‌ছি—তোমাকেও বক্‌বো! ছিঃ, তোমরা বড় দুষ্টু হয়েছ!

মিহির। না মা, আমরা আস্‌ছিলুম, গোলোক দাদা আমাদের ফুলের মালা দেবে ব'লে কতদূর নিয়ে গেল। গোলোক দাদা বড় দুষ্টু!

মধুমতী। দেখ দেখি, ধাত্রীমা তোমাদের জন্য কত কষ্ট কর্‌ছে! এই সে তোমাদের খুঁজ্‌তে বেরিয়ে গেল। রাজসভায় মহারাজের কাছে সংবাদ পাঠিয়েছি, তিনি আবার কত চিন্তিত হবেন! এই শেষবার

নিষেধ ক'রে দিলুম, আর যেন গোলোকচাঁদের সঙ্গে এক পাও কোথাও যেও না ।

ক্ষণা । না মা, আর আমরা কখনো যাবো না ; যখন বড় হবো, তখন যাবো । এস মিহিব ! আমরা গান গেয়ে মাকে সন্তুষ্ট করি ।

ক্ষণা ও মিহির ।—

গীত ।

এস এস মনোময় মদনমোহন ।
পেতেছি তোমার তরে হৃদয়-আসন ॥
হৃদয়ের যত আশা,
স্নেহ সুখ ভালবাসা,
প্রাণের পিয়াসা এস করি নিবেদন ।
ধীরি ধীরি যায় বেলা,
এস হে চিকণকালা,
ভাঙ্গিল সুখের মেলা সাধের স্বপন ॥

নেত্রবানের প্রবেশ ।

নেত্রবান । এই যে ক্ষণা-মিহির এখানে রয়েছে ! তবে ধাত্রী যে রাজ-সভায় সংবাদ দিয়ে গেল, ক্ষণা-মিহিরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ? সেটা কি তার মিথ্যা সংবাদ ? রাণি ! তুমিই বুঝি ধাত্রীকে পাঠিয়েছিলে ?

মধুমতী । হাঁ মহারাজ ! আমিই তাকে পাঠিয়েছি । ধাত্রী এসে সংবাদ দিলে—ক্ষণা-মিহির তার সঙ্গে ছিল, হঠাৎ তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই তোমার কাছেও এ সংবাদটা পাঠিয়েছিলুম ।

নেত্রবান । তাই তো ! আমি ক্রোধের বশে তাকে রাজসভা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি ; এবং আরো বলেছি, অসাবধানা ধাত্রী বা পরিচারিকা

আমার গৃহে স্থান পাবার সম্পূর্ণ অযোগ্যা। এই কথা শুনে ধাত্রী অবনতমস্তকে রাজসভা পরিত্যাগ করে চ'লে গেল। যাবার সময় ব'লে গেল—নেত্রবান্! ক্ষণা-মিহির তোমার নয়, তারা স্বর্গের। নন্দনের পারিজাত ভুলেব বশে মর্ত্ত্যভূমে ফুটে উঠেছে। তার কথার ভঙ্গীতে বুঝ্লুম—সে বোধ হয় আর এখানে ফিরে আস্‌বে না।

মধুমতী। সে কি! তাকে তাড়িয়ে দিলে? ধাত্রীর তো কোন দোষ ছিল না মহারাজ! তোমার পুত্র-কন্যা এখন বড় দুষ্টু হয়েছে; একবার সে হয় তো একটু অন্যমনস্ক ছিল. অম্‌নি তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র গোলোকচাঁদ এদের ডেকে নিয়ে যায়। মনে পড়্‌তে ধাত্রী তাদের দেখ্‌তে না পেয়ে সভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে আমার কাছে ছুটে এসেছে। তার বিশেষ দোষ ছিল না মহারাজ! সে বড় সবল।

অলকার প্রবেশ।

অলকা। না, জগতে সবাই সরল—সবাই নির্দ্দোষ; দোষী কেবল শিশু গোলোকচাঁদ আর তার হতভাগিনী গর্ভধারিণী। মহারাজ! স্বামী-স্ত্রীতে একজোট হ'য়ে একটা নিরপরাধিনীর একমাত্র পুত্রকে অত বিষনয়নে দেখ্‌তে নেই। গোলোকচাঁদ শিশু, তার দুষ্টুমিটুকু বাল্যসুলভ চপলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সে শিশুর মধ্যে কখনো নৃশংসতা দেখেছ কি? আমি বেশী কিছু বল্‌তে চাই না। গোলোকচাঁদের পিতার সিংহাসনে ব'সে গোলোকচাঁদের বিচার কর; যদি সে কূটচক্রী হয়, আমি তোমার পায়ের তলায় সেই শিশুকে ফেলে দিচ্ছি, তোমার তীক্ষ্ণ অস্ত্রে আমার সম্মুখে তাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেল। দেখ্‌বে, আমি এক ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌বো না; বরং সেই তপ্ত রক্ত নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে ঊর্দ্ধপথে মহাশূন্যে ছড়িয়ে দেবো।

নেত্রবান। কি বল্ছেন দেবী? আপনি কি নেত্রবানকে এতই হীনচেতা মনে করেন? যাদের হাব-ভাবে, আচার-ব্যবহারে জগৎ প্রভুর লীলা লক্ষিত হয়, যার একটা ভালমন্দ বিচার কর্‌বার শক্তি হয়নি, তাকে আমি আমার শত্রু রূপে দেখ্‌বো? আর আমি যে আজ গোলোকচাঁদের পিতার সিংহাসনে ... আমার আনন্দের বিষয় নয় দেবী! মনে রাখবেন—আপনি আপনার স্বামী হারিয়েছেন, আমি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর হারিয়েছি। যে সহোদর আমায় তাঁর বুকের পাঁজরা ভাব্‌তেন, ভালমন্দ কার্য্যে অগ্রসর হবার পূর্ব্বে যিনি আমায় একবার জিজ্ঞাসা কর্‌তে ভুল্‌তেন না, যিনি নিজে আমায় রাজ-সিংহাসনে বসিয়ে শাসনদণ্ড হাতে দিয়ে দিয়েছেন, আমি সেই জীবনস্বরূপ সহোদরকে হারিয়েছি! রাজসিংহাসনে আমি সুখে নেই জান্‌বেন! রাজ-সিংহাসনে যে সুখ-শান্তি, বোধ হয় তা অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখ-শান্তি বিজনবাসে বর্ত্তমান! সিংহাসনে ব'সে আছি শুধু সিংহলের মুখ চেয়ে! আমি বর্ত্তমানে বিপদের বিরাট লৌহচাপ সিংহলকে নিষ্পেষিত কর্‌তে আস্‌বে, বিপদের ঘন কৃষ্ণমেঘ সিংহলের মুক্ত গগন ছেয়ে ফেল্‌বে, তা আমি জীবন থাক্‌তে দেখ্‌তে পার্‌বো না। তাই অগ্রজের দান অবনতমস্তকে গ্রহণ ক'রে বড় যত্নে কাছে রেখেছি। আপনি যদি নিতে চান—নিন্! মনে ভাব্‌ছেন—আমার পুত্র হ'লে তাকেই আমি রাজসিংহাসন দান কর্‌বো? দেবি! আমি ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে বল্‌ছি—আমার অবর্ত্তমানে গোলোকচাঁদই সিংহলের অধীশ্বর; আমার যদি পুত্র হয়, সে হবে রাজসেবক!

ক্ষণা। হ্যাঁ বাবা! মিহির তা হ'লে রাজা হবে না—রাজসেবক হবে?

মিহির। ছিঃ, তুমি বড় দুষ্টু! না বাবা, আমি রাজসিংহাসন চাই না,—আমি রাজসেবক হবো।

মধুমতী। [স্বগত] জানি বাবা, সে অদৃষ্ট তোমার নয়! তা

যদি হবে, বাপ-মার স্নেহের কোল থেকে অকূল সমুদ্রে বিসর্জ্জিত হ'তে না!

অলকা। একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে এলুম। সিংহলের বিবাহপ্রথা বোধ হয় বিস্মৃত হন নি? গোলোকচাঁদ কি ক্ষণার পাণি-গ্রহণের উপযুক্ত? যদি উপযুক্ত হয়, তা হ'লে আমার ইচ্ছা, শীঘ্রই এ বিবাহ সম্পন্ন হোক্।

মধুমতী। দিদি। আমার বোধ হয়, সিংহলের প্রথানুসারে ক্ষণা পাত্রস্থা হবে না।

অলকা। কেন?

নেত্রবান। না—সে এখন থাক্; আপনি ভাব্‌বেন না! আমি স্থির করেছি, ক্ষণা আর একটু বয়স্থা হ'লে ওকে পাত্রস্থা কর্‌বো।

অলকা। আর সে পাত্র গোলোকচাঁদই তো?

নেত্রবান। তা খুব সম্ভব!

অলকা। মহারাজ! আমি রমণী ব'লে নির্ব্বোধ নই! বুঝেছি—মহিষীর মতেই তোমার মত। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। দেখ্‌ছি, তোমার মত স্বার্থান্ধ পুরুষ জগতে নিতান্তই বিরল! [স্বগত] সেনাপতি ইন্দুনাথ! এইবার জাগো—অনেক দিন নিদ্রা গেছ, এইবার জাগো।

[প্রস্থান।

নেত্রবান। কি ভাব্‌ছ মহিষী?

মধুমতী। ভাব্‌ছি, আত্মীয়ের প্রাণ এতদূর খলতাপূর্ণ হয়? রমণী পুরুষকে এমনি ক'রে শাসন কর্‌তে চায়? ক্ষণা-মিহিরের দিকে এক একবার চাইছিল, তাই দেখে আমার বুকের ভেতর কেঁপে উঠ্‌ছিল; তার উষ্ণ নিশ্বাস বাছাদের দগ্ধ ক'রে দিয়ে গেছে।

নেত্রবান। হাঁ মহিষী! আগুন জ্বল্‌বে—এই বোধ হয় তার সূত্রপাত! দাঁড়াও, আমি আস্‌ছি; ধাত্রীকে ফিরিয়ে আন্‌বার ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। [প্রস্থান।

মধুমতী। ক্ষণা! মিহির! আমার কাছ থেকে তোমরা আর এক পা কোথাও যেতে পাবে না! আচার্য্যের বাড়ী পড়্‌তে যাবার সময় ধাত্রীর সঙ্গে যাবে, আবার ফিরে এসে আমার কোলে উঠ্‌বে; নইলে কাল-সাপিনীর উষ্ণ নিশ্বাসে ত্ু'টী ফুটন্ত কুসুম অকালে এক মুহূর্ত্তে শুখিয়ে যাবে। বল—আস্‌বে?

ক্ষণা ও মিহির। আস্‌বো—আস্‌বো।

গীত।

আর তো কোথাও যাবো না মা।
আর তোমায় কাঁদাবো না।
ঘরে ব'সে কর্‌বো খেলা,
তোমার কথা ঠেল্‌বো না।
তুমি মাগো থাক্‌বে ব'সে,
ছুটে গিয়ে উঠ্‌বো কোলে,
আমরা দুটী এমনি ক'রে
নাচ্‌বো কেমন হরি ব'লে,—
বাতাস ক'রে ঘুম পাড়িও,
হবো আমরা লক্ষ্মী-সোনা।
তোমার কাছে থাক্‌বো মোরা,
যাবো না আর পরের দোরে,
ক্ষুধা পেলে সুধা দিলে,
পরের হাতে আর খাবো না॥

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

সিংহল—প্রান্তর।

রামকমল ও ভজহরি।

ভজহরি। বলি শুন্‌ছ বাচস্পতি ভায়া?

রামকমল। বলি শ্রবণযোগ্য কিছু আছে না কি? বল শুনি!

ভজহরি। আমাদের জ্যোতির্ব্বিদ্‌ মহাশয় দয়ানন্দ ঠাকুর না কি তপ-জপ কর্‌তে কোথায় বনে না পাহাড়ে গমন কর্‌বেন?

রামকমল। এটা আর বিশেষ কি শ্রবণযোগ্য কথা?

ভজহরি। বল কি, শ্রবণযোগ্য নয়? দয়ানন্দ ঠাকুর সিংহল ত্যাগ কর্‌লে কি রাজ্য সুশৃঙ্খলে চল্‌বে ভেবেছ?

রামকমল। না চল্‌বার কারণ?

ভজহরি। কারণ—দয়ানন্দঠাকুর এ রাজ্যের মন্ত্রী!

রামকমল। আরে তর্কচঞ্চু ভায়া! এত দিন ধ'রে ভূগোলাদি অধ্যয়ন ক'রে, তুমি কি এটা গবেষণা কর্‌তে পার্‌লে না যে, রাজা বিনা যখন রাজ্য আট্‌কায় না, তখন মন্ত্রী বিনা আট্‌কাবে? দেখ্‌ছো তো—এক জন রাজার পর আর এক জন রাজা, এক জন সেনাপতি পর আর এক জন সেনাপতি হ'চ্ছে! তেম্‌নি এক জন মন্ত্রীর পর আর এক জন মন্ত্রী হ'তে পারে।

ভজহরি। তা হ'তে পারে; কিন্তু হবে কে?

রামকমল। আরে চঞ্চু ভায়া! তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছো না যে, এইবার তোমার আমার পালা এসেছে! হয় তো আমাকেই মন্ত্রী হ'তে হবে, কিম্বা তুমিও হ'তে পার!

ভজহরি। বল কি? দয়ানন্দ ঠাকুরের কাছে আমরা?

রামকমল। ঐ তো তোমার কু-অভ্যাস! নিজেকে তুচ্ছ বিবেচনা—ঐ তো তোমার কু-অভ্যাস! মনে ভাব—মন্ত্রী হয়েছ; দেখ্‌বে, একদিন প্রাতঃকালেই রাজবাড়ী থেকে লোকজন এসে তোমায় ধ'রে নিয়ে গিয়ে, তোমার অনিচ্ছা সত্তেও রাজসিংহাসনের পাশে মন্ত্রীর আসনে তোমায় উপবিষ্ট করিয়ে দেবে! উচ্চাভিলাষ রাখ—বুঝ্‌লে, উচ্চাভিলাষ রাখ, যা থাক্‌লে রাজা হ'তে পার্‌বে। তবে তোমায় যদি মন্ত্রী হ'তে হয়, সেটা দেখ্‌তে শুন্‌তে খারাপ! কারণ আমি বর্ত্তমানে তোমার মন্ত্রী হওয়া সাজে না; যেহেতু আমাপেক্ষা তুমি অধিক মূর্খ!

ভজহরি। কিসে আমি মূর্খ?

রামকমল। সর্ব্ব কার্য্যেই! যথা—আহারে, বিহারে, নিদ্রায়, জাগরণে, ভূগোলে, ব্যাকরণে, বুদ্ধিতায়, নির্ব্বুদ্ধিতায়, ধর্ম্মে, অধর্ম্মে আমাপেক্ষা তুমি অনেক নীচে প'ড়ে আছ!

ভজহরি। বলি বাচস্পতি! তুমি কি ভাব্‌ছ, জগতে তুমিই পণ্ডিত, আর সকলে মূর্খ? ভজহরি তর্কচঞ্চু এমন ক্ষমতা ধরে যে, তোমার মত মূর্খ রামকমল বাচস্পতিকে সর্ব্বকার্য্যে পরাস্ত ক'রে তার উপর কর্ত্তৃত্ব কর্‌তে পারে। ভূগোল, ব্যাকরণ আমার ওষ্ঠাগ্রে—বুঝেছ?

রামকমল। ভাল, একটী প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি! বল—কোন্ কোন্ নদী কোন্ কোন্ পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া কোন্ কোন্ সাগরে পড়িয়াছে?

ভজহরি। সেই—সেই নদী, সেই পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই সেই সাগরে পড়িয়াছে।

রামকমল। তুমি একটি মূর্খ!

ভজহরি। তদপেক্ষা মূর্খ তুমি!

যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া লম্বাদাড়ীর প্রবেশ।

লম্বাদাড়ী। যুদ্ধং দেহি—যুদ্ধং দেহি—
ক্ষুধাতুরানাং ন ভয়ং ন লজ্জা !

উভয়ে। একি বিভীষিকা!

লম্বাদাড়ী। কে তোমরা রয়েছ দাঁড়ায়ে ?
মরিতে বাসনা বুঝি লম্বাদাড়ী-করে ?

উভয়ে। আজ্ঞে আমরা জ্যোতির্ব্বিদ্ !

লম্বাদাড়ী। তবে বিহিত একটা হইবে নিশ্চয় !
বল দেখি জ্যোতির্ব্বিদ্ !
ব্রাহ্মণ সুজনে করাতে ভোজন,
কেন সবে উদাসীন এত ?
যদি না বলিতে পার,
এককোপে দুই মুণ্ড উড়াব নিশ্চয়।

রামকমল। আপনি তলোয়ার ফেলে দিন ; নইলে আমরা—

ভজহরি। আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা ভীষণ দৃশ্য সাম্‌নে থাক্‌লে অসামাল পর্য্যন্ত হ'য়ে যেতে পারি।

লম্বাদাড়ী। হও হবে অসামাল,
আমার কি এল গেল তায় ?
আমার কর্ত্তব্য আমি করিব নিশ্চয়।
তাতে যুদ্ধ হয় যদি তোমাদের সনে,
দুই হস্তে প্রাণপণে করিব সমর।

রামকমল। তবেই তো গোলমাল।

ভজহরি। আপনি আমাদের সঙ্গে পরিহাস কর্‌ছেন না তো ?

লম্বাদাড়ী। পরিহাস? দুর্ব্বলের সনে
সবলের পরিহাস?

রামকমল। আজ্ঞে—ভুল হয়েছে। আপনি বোধ হয় উপদেশ দিচ্ছেন—না?

লম্বাদাড়ী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, বুঝেছ কতক তুমি!
মন দিয়া শুন তুমি
আর একটী কাহিনী।

ভজহরি। আজ্ঞে আমিও বুঝেছি!

লম্বাদাড়ী। বুঝেছ তো শুনে যাও মাথা হেঁট ক'রে!
মনে কর—
আমি যেন রাজা তোমাদের!
কোন এক পাষণ্ড বর্ব্বর যদি
হিংসা করি মোরে,
নিতে চায় সাম্রাজ্য কাড়িয়া মোর,
বল তো যুগল জ্যোতির্ব্বিদ্!
তখন কি করা উচিত?

উভয়ে। আজ্ঞে—আজ্ঞে—তা একটা কিছু করা উচিৎ।

লম্বাদাড়ী। কি করা উচিৎ
বল দেখি যুগল মাণিক?

উভয়ে। [মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল]

লম্বাদাড়ী। মহা বক্কেশ্বর দেখি তোমা দোঁহে!
শীঘ্র বল—কি করা উচিৎ?

রামকমল। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

ভজহরি। একটা কিছু করা উচিৎ।

লম্বাদাড়ী। আরে ছ্যাঃ—ছ্যাঃ!
একেবারে হীনবুদ্ধি তোমরা দু'জনে!
কি করা উচিৎ জান?
থাকি যদি সিংহাসনে বসি,
এক লম্ফে নেমে আসি
চোখ মুখ রাঙাইয়া সব,—
ফুলায়ে বুকের ছাতি,
চড়, ঘুষি, গাট্টা যত
সাজাইয়া থরে থরে,
একেবারে ধরি তেড়ে
কেশগুচ্ছ তার এমনি করিয়া!
[উভয়ের কেশ ধরিল]
তারপর বীরদাপে
[গোটা দুই হ্যাঁচ্‌কা মারিয়া]
পারি যদি—
এক মুষ্টি কেশ লইব তুলিয়া।
[ছাড়িয়ে দিলে উভয়ের পলায়নোদ্যোগ]
হাঁ—হাঁ—যাইতেছ কোথা?
উভয়ে। আজ্ঞে—জ্বলিতেছে মাথা!
লম্বাদাড়ী। আহা, এ তো অতি সত্য কথা!
ধরিয়াছি কেশ—জ্বলিতেছে মাথা,
পুনঃ পলায়নে
রসভঙ্গ করিবে কি হেতু?
নাও—দাঁড়াও হে যুগল মাণিক!

পাঁচটী চড়, পাঁচটী ঘুষি
সযতনে দিব উপহার!

রামকমল। আজ্ঞে মাপ্ করবেন—আমরা বেশ অনুধাবন করতে পারছি!

ভজহরি। আজ্ঞে, এর বেশী আমরা কিছুতেই অনুধাবন করতে পারবো না; আমাদের মেধা সেরূপ প্রবলা নহে।

লম্বাদাড়ী। না হোক্ প্রবলা,
আমিও তো নহিকো সবলা,—
অবলার মত
অবিকল দিব চড় ঘুষি।

রামকমল। আজ্ঞে মারা যাবো।

লম্বাদাড়ী। যাও যাবে!
জন্মমৃত্যু দেখিবার
আমার কি আছে অধিকার?
যেখানে দেখিব অনিয়ম অবিচার,
দুই হাতে এইরূপে চালাইব ঘুষি,—
মসিরেখা সম
কালসিটে পড়িবে যখন,
কিংবা ঘুষাইতে ঘুষাইতে
হাঁপাইয়া পড়িবে যখন,
তখন লইব আমি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম।
নচেৎ এই ঘুষি—এই চড়—
এই চড়—এই ঘুষি—

[উভয়কে প্রহার]

ভজহরি। লম্বাদাড়ী মশাই! আমাদের চোখের জল ফেলাবেন না; আপনার দাড়ীর অকল্যাণ হবে। আমরা অনুধাবন করেছি।

লম্বাদাড়ী। আহা! এস—এস,
থাও তবে দাড়ীর বাতাস!
বুঝিলে এখন?
দুষ্ট জনে এইভাবে করিবে পীড়ন,
সাধু জনে সযতনে রাখিবে মাথায়।

রামকমল। আমরা তা হ'লে এখন আসি?

লম্বাদাড়ী। বুঝে থাক যদি, যেতে পার।

ভজহরি। আজ্ঞে সে কি কথা! আমরা অতি সরলভাবে বুঝ্‌তে পেবেছি। আপনার শিক্ষাদানেব কি সুন্দর, অথচ সহজ কৌশল!

লম্বাদাড়ী। হ্যাঁ—বোঝো তো বাবা!
ঘুষি চড় হেন শক্তি ধরে,—
অবোধ্য বিষয়,
অনায়াসে জানায় অন্তরে।
মহিমা অপার তার,—
ছেলে বুড়ো সব রথী
জুজু তার কাছে।

ভজহরি। তবে এক এক জন মারঘ্যাঁচড়া থাকে।

লম্বাদাড়ি। আছে? এঁ্যা—কে আছে
বল তো জ্যোতির্ব্বিদ্? এই ঘুষি—

উভয়ে। আরে বাপ্‌রে—আবার ঘুষি! পালিয়ে চল ভায়া—পালিয়ে চল; খুন চেপেছে!

[সভয়ে প্রস্থান।

লম্বাদাড়ী। হাঃ হাঃ হাঃ, হরি সাবাস্ তুমি,
সাবাস তোমার পাগলাখানা!
তোমার চন্দ্র তোমারই বামন,
আবার বামন-প্রাণে দাও প্রলোভন।
যা পার তা কর হরি,
বেঁচে থাক্ তুই লম্বাদাড়ী।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শূলপাণি-মন্দির।

দয়ানন্দ।

দয়ানন্দ। সিংহল-প্রাণ শুভদাতা আশুতোষ! চির-আনন্দ-নিষেবিত সিংহল আজ তোমার চরণে কোন্ অপরাধে অপরাধী যে, আজ সেখানে দ্বেষ হিংসার সর্ব্বনাশী অনল জ্বেলে দিয়ে তারই ভস্মাবশেষ সঞ্চয়ের প্রতীক্ষা কর্‌ছ? হে সর্ব্বজ্ঞ! সুখের সাম্রাজ্যে আর জ্বলন্ত বিষাদানল জ্বেলো না। রাজ্য যাবে, রাজা যাবে, প্রজাকুল যাবে; তোমার শ্রীচরণ-সেবা করতে সিংহলে আর একটি প্রাণীও জীবিত থাক্‌বে না। হে শ্মশানেশ্বর! ছাই-ভস্ম তোমার প্রিয় অনুলেপন ব'লে, শ্মশান তোমার প্রিয় বাসস্থান ব'লে, সিংহলের জীবকুলকে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে সেই শবের উপর উপবেশন ক'রে, তার ধ্বংসাবশেষ মহাসুখে সর্ব্বাঙ্গে মাখ্‌বার মনস্থ

করেছ? না—না, দয়ানন্দ জীবিত থাক্‌তে সিংহলে এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য জাগিও না। ঐ দেখ শম্ভু! সিংহলের ভাগ্য-গগনের সমুজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণ মেঘে আবরিত হ'য়ে আস্‌ছে,—একটী বিরাট লৌহচাপ কার যেন যাদুদণ্ডস্পর্শে সুদূর শূন্যপথ হ'তে অবিশ্রান্ত ঘোর ঘর্ঘরশব্দে সিংহলকে নিষ্পেষিত কর্‌তে পবনগতিতে উড়ে আস্‌ছে—নিম্নে বিশালবেষ্টনী সমুদ্র কার যেন অঙ্গুলিনির্দ্দেশে শান্ত প্রকৃতি ভুলে সপদদাপে সিংহলের বেলাভূমি চূর্ণ ক'রে তাকে গ্রাস কর্‌তে আস্‌ছে! মঙ্গলময়! আনন্দময়! ত্রিগুণাত্মক ত্রিপুরারি! বিষম ঝটিকা উত্থিত হয়েছে, তাকে শান্ত কর প্রভু! রাক্ষসরাজের মঙ্গল বিধান কর।

বালক মিহির ও বালিকা ক্ষণার প্রবেশ।

মিহির। আজ আপনি এখনো মন্দিরে রয়েছেন গুরুদেব?

ক্ষণা। আজ আমাদের একটা নূতন অঙ্ক শেখাতে হবে; আপনি আসুন।

দয়ানন্দ। এসেছ ক্ষণা মিহির? বল্‌তে পার, তোমরা কোন্ গগনের চন্দ্রজ্যোৎস্না? বল্‌তে পার, তোমরা কোন্ বৃক্ষের প্রসূনগন্ধ? বল্‌তে পার, তোমরা কোন্ জগতের পুরুষ প্রকৃতি?

গীত।

মিহির।—আমি কোন্ গগনের চাঁদটি
জান যদি গুরু বল না।
ক্ষণা।— কোন চাঁদের গো জোছনা আমি
কোন্ চাঁদের গো জ্যোছনা॥
আমি যদি হইগো কুসুম,
গন্ধ আমার কে বল না,

মিহির।—আমায় যদি পুরুষ,
বল কেবা আমার ললনা।
উভয়ে।—কোথা হ'তে এলেম গুরু,
কোথা আবার যাবো চ'লে,
কোন্ নীলিমার সাগরতলে
বল না সে ঠিকানা॥

দয়ানন্দ। বর্ষার ঘন কৃষ্ণ মেঘরাশি গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে ক্ষান্ত হ'য়ে সুনীল গগনের দিবাকরকে মুক্তি দান ক'রে ধীরে ধীরে অপসারিত হ'লে সঙ্গে সঙ্গে সংসাররাণীর মুখে যেমন আনন্দের হাসি ফুটে ওঠে, আমার হৃদয়-আকাশ মলিনতা-মেঘে আচ্ছন্ন হ'লে, এই ক্ষণা-মিহিরের অপার্থিব রূপ দর্শন ক'রে চকিতে সমস্ত বিস্মৃত হ'য়ে তেমনি অতুল আনন্দ উপভোগ করি। হে বিশ্বস্রষ্টা ভগবান! তোমার তুলনায় যেমন তুমি, ক্ষণা-মিহিরের তুলনায় তেমনি ক্ষণা-মিহির! কিন্তু এইরূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্রমেই যে পাগল হ'য়ে উঠ্‌ছি! ক্ষণা-মিহির যে বড় বেশী ক'রে আমায় শৃঙ্খলে বেঁধে ফেল্‌ছে! ক্ষণা-মিহির জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে; আমি শিক্ষা দান করি, আর মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। মনোহর! এ যুগল রূপ মর্ত্ত্যের নয়—স্বর্গের! না—না, হৃদয়কে একবার পরীক্ষা কর্‌তে হবে। দেখি, এ মায়ার শৃঙ্খল ছিন্ন ক'রে স্থির থাক্‌তে পারি কি না!

ক্ষণা। গুরুদেব! আপনি আমাদের সঙ্গে কথা কইছেন না?

দয়ানন্দ। তোমরাও কইছ না দেখে আমি একটু চুপ ক'রে দেখ্‌ছিলুম—কাকে আগে কথা কইতে হয়!

মিহির। না গুরুদেব! আপনি কি ভাব্‌ছিলেন; মধ্যে মাঝে আপনার চোখে জল পড়্‌ছিল।

দয়ানন্দ। হাঁ, ভাবছিলুম বটে! মাঝে মাঝে তোমাদের দুজনের ভাবনা আমায় ভাবতে হয়; ভাবছিলুন—তোমাদের দুই জনের মধ্যে বিবাহ হ'লে হয় না? মিহির হবে তোমার বর—আর ক্ষণা হবে তোমার ক'নে?

ক্ষণা ও মিহির। হাঃ-হাঃ-হাঃ, বেশ মজাব কথা—বেশ মজার কথা!

দয়ানন্দ। আজ থেকে তোমাদের কিছু দিন ছুটি রইলো।

ক্ষণা ও মিহির। কেন গুরুদেব?

দয়ানন্দ। আমি তীর্থপর্য্যটনে যাবো। শীঘ্রই আবার ফিরে আস্‌বো। চল, তোমাদের সঙ্গে নিযে রাজপুরীতে যাই ও মহারাজকে আমার এই সঙ্কল্প জানিযে আসি।

[সকলেব প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজপথ।

ডালাভরা ফুল, ফুলের তোড়া ও ফুলের মালাহস্তে মালী ও মালিনী নৃত্যগীত করিতেছিল।

গীত।

মালিনী।—ফোটা ফুল কে নিবি আয়,
বোঁটা কেটে টাট্‌কা তোলা।
মালী।— টপ্ ক'রে তুই গাঁথ্ না মালা,
বাড়িয়ে আছি লম্বা গলা॥

মালিনী।— হাজাশুকো নাইকো মোটে
　　　　মধু দেখ্ পড়ছে ফেটে,
মালী।— মধু একটু দেনা—দাঁড়িয়ে যা না,
　　　　খোল্ না রে তোর ফুলের ডালা।
এ ফুলের পরশ পেলে,
মরা গাঙ্গে জোয়ার চলে,
এই ফুলই তো আলো করে
　　　　সুবাস নিয়ে ছান্লাতলা ;—
উভয়ে।— দু'য়ের প্রেমে ম'জে দু'জন
　　　　বদল ক'রে পর্‌বো মালা॥

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ইন্দুনাথের বাটী।

বিজলী।

বিজলী। সংসারে এত বৈষম্য কিসের জন্য? এত অধর্ম্ম—এত উৎপীড়ন সংসারে কেন আসে? মা শিব-সীমন্তিনি! আমি মান-মর্য্যাদা চাই না, অধর্ম্ম অনাচার চাই না, গৌরব-গরিমা চাই না, ধনৈশ্বর্য্য চাই না, চাই কেবল স্বামীর সুখ-শান্তি—স্বামীর আদর-সোহাগ! সব নাও, স্বামীর চরণাশ্রয় হ'তে আমায় দূরে রেখো না।

বাঁশরীর প্রবেশ।

বাঁশরী। মা! মা! আমায় লুকিয়ে রাখ না মা! একটা সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষসী আমার পিছনে পিছনে ছুটে আস্‌ছে। আমায় বড় মার্‌বে,—আমায় লুকিয়ে রাখ না মা!

বিজলী। আহা! কাদের ছেলে বাছা তুমি? তোমার মত এমন ছেলের গায়েও হাত তুল্‌তে আসে? কে সে নিষ্ঠুর?

বাঁশরী। সে বড় নিষ্ঠুর গো—বড় নিষ্ঠুর! সে রাজবাড়ীর আলক্ষ্মী! রাজপুত্তুর মিহির, রাজকন্যা ক্ষণা আর গোলোক দাদার সঙ্গে আমি রাজবাড়ীতে খেলা কর্‌ছিলুম, সকলে আমায় অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছিল, তাই দেখে সেই রাক্ষসী ছুটে এসে আমার অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে বল্‌লে—তুই গরীবের ছেলে, রাজপুত্তুর রাজকন্যা তোর সঙ্গে খেলা কর্‌বে না; এই ব'লে আমায় তাড়িয়ে দিলে।

বিজলী। তুমি আর রাজবাড়ীতে যেও না; আমার কাছে এসো—আমি তোমার সঙ্গে খেলা কর্‌বো।

বাঁশরী। সেকি! তুমি আমায় চেয়ে কত বড়—তুমি আমার সঙ্গে খেলা কর্‌বে?

বিজলী। কর্‌লেই বা, তাতে দোষ কি? তোমায় দেখে আমার মন প্রাণ আর এক-রকম হ'য়ে গেছে! আমি তোমায় ছেড়ে দোবো না। তুমি কাদের ছেলে বাবা? তোমার নাম কি? তোমার বাপ-মা আছে?

বাঁশরী। আমার নাম বাঁশরী। আমার বাপ-মার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছ? যে আমায় আদর ক'রে কোলে তুলে নেয়, যে আমায় আশ্রয় দিয়ে মধুর কথা বলে, সেই আমার বাপ-মা। এখন কোথায় লুকোবো, ব'লে দাও না! সে রাক্ষসীটা আমার পিছু নিয়েছে।

বিজলী। আর তোমার কিসের ভয় বাবা? এখানে আর কেউ আস্‌তে সাহস কর্‌বে না।

বাঁশরী। যদি আসে?

বিজলী। নিশ্চয় সে বিপদজালে জড়িত হবে। আর তোমার মত বালককে কেউ প্রহার কর্‌তে চাইবে না! তোমার অপরাধ কি?

বাঁশরী। অপরাধ—আমি গরীবের ছেলে, অপরাধ—আমি বহুমূল্য বসনভূষণ অঙ্গে পরিনি, অপরাধ—আমি কাঙাল। কৈ মা! কাঙাল ব'লে তো আমার এক তিল দুঃখ হয় না! যে মনের রাজা, সে আবার কাঙাল কিসে মা?

গীত।

কে বলে কাঙাল আমায় এই আমার ভালো।
ভালো আমার ভাঙ্গা ঘরে চাঁদেরি আলো॥
আমি যখন গাছের তলায় প্রেমগীতি গাই,
মনের সাধে নেচে নেচে পথে চ'লে যাই,
(আমার) কি যেন কি হয় গো মনে বল্‌বো কি বলো।
আমি যেমন নদীর কূলে পুলকেতে রই,
কত যখন সখার সনে মনের কথা কই,
রাজার ঘরে নাইকো তেমন সে সুখের আলো॥

মা—মা! শীগি গর আমায় লুকিয়ে রাখ! ঐ বুঝি সে বিষের আগুন নিয়ে এই দিকে ছুটে আস্‌ছে তোমাকেও পুড়িয়ে মার্‌বে—আমাকেও পুড়িয়ে মার্‌বে। আমি এইখানে লুকিয়ে পড়ি।

[লুক্কাইত হইল]

অলকার প্রবেশ।

অলকা। আজ একবার বেড়াতে এলুম দিদি! কেমন আছ?

বিজলী। আসুন! আপনাকে অভ্যর্থনা কর্‌বার কথা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি বেশ ভাল আছেন?

অলকা। না দিদি, মানসিক অবস্থা ভাল নয়! তা সেনাপতি মশাই কোথা?

অলকা। তিনি রাজবাড়ীতে গেছেন—এখনো ফেরেন নি; তাঁর সঙ্গে আপনার কিছু আবশ্যক আছে?

অলকা। হাঁ দিদি—আবশ্যক আছে। তোমার স্বামী এখন থেকে আমার দক্ষিণ হস্ত! তোমায় আর কি বল্‌বো বল, আমার চোখে তুমি আমার সহোদরা ভগ্নী। একটা কথা বল্‌তে এসেছি; শুধু যে তোমার স্বামীকেই বল্‌বো—তা নয়, তোমাকেও তা শোনাবো। আমার হতভাগ্য পুত্রটীকে তোমাদের হাতে সঁপে দিয়ে যাবো; তোমরা তাকে রাখো—সে বাঁচবে, না রাখো—তার জীবনলীলা সাঙ্গ হবে!

বিজলী। কেন দিদি—আপনি কি কোথাও যাবেন?

অলকা। হাঁ দিদি—মরণের পথে! সব দেখে শুনে আর বাঁচ্‌তে সাধ হয় না দিদি! আমার রাজ্য—আমার ঐশ্বর্য্য, অথচ আমায় ভিক্ষা কর্‌তে হয়! এ যন্ত্রণা সহ্য অপেক্ষা মৃত্যু অনেক সুখের।

বিজলী। সে কি কথা? আপনাকে ভিক্ষা কর্‌তে হয়—আপনার পুত্র পরমুখাপেক্ষী?

অলকা। তোমার বিশ্বাস হয় না?

বিজলী। কৈ—এমন তো কখনো শুনিনি! ওঁর মুখে শুনেছি—মহারাজ আপনাকে যথেষ্ট মান্য করেন; তিনি নিঃস্বার্থভাবে

আপনার রাজ্য রক্ষা কর্‌ছেন ; ভবিষ্যতে আপনার পুত্রই এ রাজ্যের অধীশ্বর !

অলকা। কি বল্‌ছ ভগ্নি ? এব নাম অগ্রজপত্নীর প্রতি মান্য-প্রদর্শন ? এর নাম নিঃস্বার্থপরতা ? এর নাম আমার পুত্রের রাজ্যাধিকার ? তুমি জান না ভগ্নী, রাজসভায় আমি কি অপমানিত হয়েছিলুম ! নেত্রবান বর্ত্তমানে একজন ভিক্ষুক উপদেশ দান করার ছলে আমায় যথেষ্ট অপমান করেছে। আমাব প্রাণের জ্বালা তুমি কি বুঝ্‌বে বল ? যদি কখনো আমার মত অবস্থা তোমার হয়, তখন বুঝ্‌বে— ক্রোধে, হিংসায় আপাদমস্তক জ্ব'লে ওঠে কি না ! ধ্বংসময়ী হ'য়ে ধ্বংস করবার প্রবল বাসনা জাগে কি না !

বিজলী। আপনি ভাব্‌বেন না—আপনাব পুত্রই রাজ্যেশ্বব হবে।

অলকা। আমায় আশ্বাস দিচ্ছ বোন্‌ ? তা দাও ! তোমাদের আশ্বাস-বাণীতেই এখন আমি বেঁচে থাক্‌বো ! তোমার স্বামীই এখন আমার একমাত্র আশা-ভরসা ! তিনি যদি আমাব পক্ষ হ'য়ে নেত্রবানকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে এনে আমার গোলোকচাঁদকে সেই আসন দান করেন, তা হ'লে—

বিজলী। আমি শুনেছি, এ বিষয়ে আপনি তাঁকে আব এক দিন বলেছিলেন ! ন্যায়-ধর্ম্মের অনুরোধ তিনি এরূপ অসদনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ অপারক, তাঁর মুখে আমি এই কথাই শুনেছি !

অলকা। তোমার স্বামী অজ্ঞান—নির্ব্বোধ, তাই তিনি এমন কথা বলেছেন। আব যদিই বা বলেন, তুমি তাঁকে এই কার্য্যে উৎসাহিত কর্‌তে পার্‌বে না ?

বিজলী। আপনি বলেন কি ? এই কি সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য ?

অলকা। তোমার কর্ত্তব্য না হ'লেও তোমার স্বামীর তো একটা

কর্ত্তব্য আছে! তোমার স্বামী এক দিন আমারই স্বামীর ইঙ্গিতাধীনে ছিলেন; তাঁর প্রতি তোমার স্বামীর তো একটা কর্ত্তব্য আছে!

বিজলী। কিন্তু মহারাজ নেত্রবান তো অপরাধী নন্; তাঁর বিপক্ষাচরণ করা মহাপাপ!

অলকা। পাপ হ'লেও তোমার স্বামীকেই আমি এই কার্য্যে নিযুক্ত করতে চাই।

বিজলী। তা হ'লে আমরাও স্বামী-স্ত্রীতে সঙ্কল্প ক'রে রেখেছি— যেখানে পাপের অধিকার এত প্রবল, যেখানে রমণীর ইঙ্গিতে পুরুষের গতিবিধি, যেখানে এতদূর আত্মীয়বিচ্ছেদ, যেখানকার অণু-পরমাণু পর্য্যন্ত কলুষিত, সে স্থান অবিলম্বে পরিত্যাগ ক'রে বনবাসে ভিক্ষান্নে দিনযাপন করবো। এ পাপের ঐশ্বর্য্য ভোগ করলে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে উঠবে—জ'লে পুড়ে সব শ্মশানে পরিণত হবে!

দূরে ইন্দুনাথের প্রবেশ।

ইন্দুনাথ। [স্বগত] একি! কালসাপিনী বিষের আগুন নিয়ে লক্ষ্মীস্বরূপিণী বিজলীকে পর্য্যন্ত দগ্ধ করতে এসেছে। বিজলী দগ্ধ হবে! হায় সতী, জান না—সর্পিণীর নিশ্বাসে কি জ্বালা—কি হলাহল লুক্কায়িত আছে! [প্রস্থানোদ্যোগ]

অলকা। [ইন্দুনাথকে দেখিতে পাইয়া] সেনাপতি মশাই! আপনি ফিরে যাচ্ছেন যে? আমি এসেছি, এখানে লজ্জা করবার কেউ নেই!

ইন্দুনাথ। [অগ্রসর হইয়া] ও—আপনি? বেশ কুশলে আছেন?

[প্রণাম করিলেন]

অলকা। কুশল? আমার কি কুশলে থাকা সম্ভব সেনাপতি মশাই? পুত্রটিকে নিয়ে আমি জীবন্মৃতা হ'য়ে আছি।

ইন্দুনাথ। [স্বগত] এতখানি হিংসা, এতখানি অবিচারকে প্রশ্রয় দিলে পরিণামে তাকে জীবন্মৃতা হ'য়েই থাক্‌তে হয়! [প্রকাশ্যে] ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন, পুত্রটীকে নিয়ে যাতে মনের সুখে জীবন-যাপন কর্‌তে পারেন!

অলকা। আমি আপনার কাছে এসেছি। আপনাকে বোধ হয় অস্ত্রধারণ কর্‌তে হবে। আর একদিন বলেছিলুম, আজ আবার স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি।

ইন্দুনাথ। আপনি বোধ হয় শোনেন নি যে, সৈন্যাপত্য হ'তে অবসর গ্রহণ ক'রে আমি সিংহল পরিত্যাগ ক'রে যাচ্ছি!

অলকা। অবসর গ্রহণ কর্‌তে চান, আমি আপনাকে ধ'রে রাখ্‌তে চাই না; কিন্তু গোলোকচাঁদকে সিংহাসনে বসিয়ে যান্!

ইন্দুনাথ। নূতন সেনানায়ক বোধ হয় আমাপেক্ষা অধিক পরাক্রমশালী। এই কার্য্যের ভার আপনি অনায়াসে তাঁর হস্তে সমর্পণ কর্‌তে পারেন! মহারাজ আমায় বিদায় দিয়েছেন; এখন আর এক মুহূর্ত্ত সিংহলে থাক্‌বার সাধ নেই।

অলকা। কোথায় যাবেন?

ইন্দুনাথ। যেখানে শান্তি আছে—ধর্ম্ম আছে—কর্ত্তব্য আছে, সেইখানে যাবো!

অলকা। আমার এটুকু উপকার কর্‌বেন না?

ইন্দুনাথ। আপনার উপকার কর্‌তে গেলে আমায় নরকে ডুব্‌তে হয়! ক্ষমা কর্‌বেন দেবী, আমি তা পার্‌বো না।

অলকা। তবে সিংহলে এই মুহূর্ত্তে তুমি বন্দী। সিংহল পরিত্যাগ ক'রে তোমার একপদও অগ্রসর হবার ক্ষমতা রইলো না। ভগ্নী! তুমি স্বামী-সোহাগ চাও—না? দেখি, তোমার কত আকাঙ্ক্ষা—

কত লোভ! নেত্রবানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা রাজদ্রোহিতা ভেবে গোলোকচাঁদকে রাজসিংহাসনে বসানো পাপ কার্য্যের অবতারণা বোধে, সেনাপতি! তুমি যদি সিংহল পরিত্যাগের সঙ্কল্প ক'রেই থাক, তা হ'লে যাও,—শুধু সিংহল কেন—এই বিরাট সংসার হ'তে আমি তোমায় চিরদিনের জন্য বিদায় দিচ্ছি; যা দেখে জগৎ চমকিত হবে, তোমার আদরিণী বিজলীও চমকিত হবে! সেনাপতি মশাই! আপনি বন্দী!

[প্রস্থান।

ইন্দুনাথ। দেখ্‌ছ বিজলী? আত্মীয়ের উপর আত্মীয়ের বিদ্বেষ-লীলা দেখ্‌ছ? ভয় নেই—আর দেখ্‌তে হবে না! চল, আমরা সিংহল পরিত্যাগ ক'রে যাই; খলের শঠতায় চিত্তের প্রফুল্লতা হারিয়ে দিবারাত্র অপরাধীর ন্যায় জীবনযাপন করা অপেক্ষা গভীর অরণ্যবাসও সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। চল, সিংহলের বুকে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার কিঞ্চিৎ নয়নাশ্রু রেখে নির্জ্জনে গিয়ে পরিতৃপ্ত হবে চল।

বিজলী। প্রিয়তম! এর কি কোনো প্রতিকার হয় না? খলের বিষভাণ্ড হাস্যময়ী প্রকৃতির কণ্ঠে গরল ঢেলে দিচ্ছে, তার কি কেউ বিরুদ্ধাচরণ কর্‌তে পারে না?

ইন্দুনাথ। পারে—এক জন পারে! যিনি প্রকৃতির স্রষ্টা, যিনি প্রকৃতির মুখে হাসি ফুটিয়েছেন, যিনি জগতের প্রতিপালক, তিনি ইচ্ছা কর্‌লে এক মুহূর্ত্তে সব ঘুচিয়ে দিতে পারেন। হয় তো তোমার আমার চিন্তা করবার পূর্ব্বেই তিনি এর উপায় স্থির করেছেন, যথা সময়েই জগতে তা প্রকাশ কর্‌বেন। যাক্, বিশ্বের ভাবনা বিশ্বপতি ভাব্‌বেন! এস—এখন সিংহল পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত হই।

বাঁশরী। হাঁ গো হ্যাঁ, তোমরা এ রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাও। এখানে

মাটী ফেটে বিষের আগুন উঠ্‌বে! তোমাদের পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে দেবে! সমুদ্রমন্থনের মত বিষ উঠে তোমাদের সংসারের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌বে; সে আগুন স্পর্শ কর্‌লে এক মুহূর্ত্তে পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাবে। যাও—যাও, যে রাজ্যে শান্তি আছে—ষড়যন্ত্র নেই, যেখানে আনন্দ আছে—বিবাদ বিসম্বাদ নেই, সেই সুখের রাজ্যে যাও! এখানে আগুন জ্বল্‌বে! বিষের আগুন—বিষের আগুন!

ইন্দুনাথ। কে তুমি বালক?

বাঁশরী।—

গীত।

আমি প্রাণ মাতানো ছেলে।
আমি ভালবা'স সঙ্গ সবার বামুণ কায়েৎ দুলে॥
বেদীর উপর চ'ড়ে আমি বেদের মন্ত্র কই,
খুন খারাপী দাগাবাজী তাতেও আমি রই,
(আবার) চুরি ক'রে মানা করি ভালো নয় ব'লে।
পুরুষ নারী সকল আমি জাতের বিচার নাই,
সলিল কভু বাতাস হ'য়ে আকাশপথে ধাই,
বিশ্ব ভাঙ্গি বিশ্ব গড় মরণ বাঁচন আমার ছলে॥

বাঁশরী। আমায় কিছু খেতে দাও না মা!

বিজলী। চল বাবা, আমি তোমায় নিজের হাতে খাইয়ে দেবো।

[বাঁশরীকে কোলে লইয়া প্রস্থান।

ইন্দুনাথ। বিজলি! ভাগ্যবতি! জানি না, কে এ বালক—কি ছলে আমাদের গৃহে উপস্থিত!

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

সিংহল—রাজসভা।

পারিষদবর্গ ও লম্বাদাড়ী।

১ম পারিষদ। পৃথিবীটা বোধ হয় গোল!

লম্বাদাড়ী। মিছে কথা বাবা, মিছে কথা! আমার এই দাড়ীর মত লম্বা।

২য় পারিষদ। কিন্তু উত্তর দক্ষিণ কিঞ্চিৎ চাপা।

লম্বাদাড়ী। ভেলা মোবা দাদা বে! এসো—এসো, দাড়ীর বাতাস খাও—[দাড়ী দ্বাবা বাতাস করিতে লাগিলেন]

নেত্রবান ও বৈতালিকগণের প্রবেশ।

বৈতালিকগণ।—

গীত।

আজি গাও—আজি গাও—আজি গাও
রাজ-রাজ্যেশ্বর-খ্যাতি-গুণ-গান।
আমাদের রাজা রবিকব তেজা
দীনজনশবণ আমাদেব প্রাণ॥
রাখিতে প্রজার মান রাখিতে দেশের নাম,
মথিতে অরাতি যার রয়েছে তীক্ষ্ণ কৃপাণ,
জন্মভূমির যিনি জীবন প্রধান,
গাও তাঁরি জয—কে আছ কোথায়,
গগন ভরিয়ে তোল জয় জয় তান॥

নেত্রবান। [স্বগত] থাকে থাকে জাগে প্রশ্ন মনে—
রাজ্যলাভ করি
অঙ্গে ধরি রাজ-পরিচ্ছদ,
কেবা লভে শান্তিময় প্রাণ ?
প্রজার পালন হেতু
দিবানিশি মস্তিষ্কচালনা,
বিদ্রোহ দমন, শান্তি সংস্থাপন,
আহারে বিহারে রাজ্যের ভাবনা,
হেন প্রাণ সুখময়—
কিম্বা দুঃখময় এ মহীমণ্ডলে ?
আমি ভাবি—রাজ্য হ'তে
বনবাস ভাল আকিঞ্চন।
দরিদ্র ভিখারী হায়
নিত্য ভাবে মনে—
কত সুখী রাজ্যেশ্বর যিনি !
সাধ মনে তার—
ল'য়ে রাজ্যভার অর্থের অভাব ভুলি
মহাসুখে যাপিবে জীবন !
জানে না সে—
রাজ্যভার গুরুভার কিবা,
মস্তিষ্কবিকার ঘটে রাজ্যচিন্তা ল'য়ে !
রাজ-সহায়তা হেতু
মন্ত্রী তার বিরাজেন পাশে.
সেনাপতি সৈন্যের চালক —

সৈন্যভার তাঁর প্রতি;
কিন্তু মম ভাগ্যে বিপরীত সব!
রাজা আমি—
নাহি মন্ত্রী—নাহি সেনাপতি!
নেত্রবান!
ধ্বংস বুঝি নিকট তোমার;
তাই একে একে
খসিছে রাজ্যের চূড়া,
নিভিতেছে আশার আলোক,
উঠিতেছে ধ্বংস-কোলাহল!
পুনঃ জাগে মনে ক্ষণে ক্ষণে—
ক্ষণা মিহির এ জগতের নহে।

দৌবারিকের প্রবেশ।

কি সংবাদ দৌবারিক?

দৌবারিক। ভূতপূর্ব্ব মহারাণীর পরিচারিকা এই পত্রখানি মহারাজের কাছে আন্‌ছিল, আমি—

নেত্রবান। কৈ দেখি! [পত্র লইয়া পাঠ করিলেন, পরে বিশেষ ভাবিয়া বলিলেন] সেনাপতি—আচ্ছা, দৌবারিক! তুমি অবিলম্বে সেনাপতিকে সংবাদ দাও—আমি তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

নেত্রবান। মাননীয় পারিষদবর্গ! বল্‌তে পারেন, সেনাপতি ইন্দুনাথের চরিত্রের প্রতি আপনারা লক্ষ্য করেছেন?

লম্বাদাড়ী। সেটা ওঁদের জিজ্ঞাসা ক'রে আর কষ্ট পাচ্ছেন কেন

মহারাজ? আপনি প্রশ্ন কর্‌তেই ওঁদের মস্তিষ্কবিকার উপস্থিত! আজ জিজ্ঞাসা করলেন, হয় তো মাসখানেক পরে এর জবাব পাবেন। দেখ্‌ছেন না—নিদ্রা দিয়ে দিয়ে মহাত্মারা কিরূপ কুড়ে হ'য়ে গিয়েছেন। সে রকম তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা মেধাসম্পন্ন হ'লে দেখ্‌তেন, প্রত্যেকেরই এই রকম লম্বা দাড়ী থাক্‌তো। আপনার সেনাপতিটী কেমন জানেন? অতি খাসা, চমৎকার গুণ তাঁর।

পারিষদগণ। আজ্ঞে হাঁ, চমৎকার—চমৎকার!

লম্বাদাড়ী। ঐ—ঐ দেখ্‌ছেন? একটু আলো দেখ্‌তে পেয়েছে কি না! অম্‌নি ঘ্যাঁচ ক'রে জবাব বেরিয়ে পড়েছে। আ-মরি-মরি, মহাত্মাগণ! তোমাদের বালাই নিয়ে মরি! এইরূপ দাড়ী গজিয়ে ত্বরায় তোমাদের বদনমণ্ডলের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করুক। এস বাপুগণ! একটু দাড়ীর বাতাস খাও—একটু বায়ু পরিবর্ত্তন কর।

নেত্রবান। বয়স্য! এ পরিহাসের কথা নয়, জীবন-মরণের কথা।

লম্বাদাড়ী। কি জানি মহারাজ! জীবন মরণের কথাটা এখনো ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারি না; তা অসাবধানতা বশতঃ যদি কখনো পরিহাস ক'রে ফেলি, ইঙ্গিতে ইসারায় একটু সাবধান ক'রে দেবেন। কারণ, আপনার জ্ঞানের কাছে আমি হাঁটুর ব'য়িসি!

নেত্রবান। পারিষদবর্গ! আজ বড় দক্ষতার সহিত বিচার কর্‌তে হবে। আজ সিংহল-রাজ হ'তে আপনাদের প্রত্যেকের কঠোর পরীক্ষা সম্মুখে! আমার বিচারে—শুধু আমার নয়, আপনাদেরও বিচারের উপর একজনের জীবন-মরণ নির্ভর কর্‌ছে; আজ বন্ধুভাবে আমায় সৎযুক্তি দিন। বিচার কর্‌তে ব'সে যদি আমায় অবিচারের পথে অগ্রসর হ'তে দেখেন, বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ না ক'রে রাজার কর্ত্তব্য বুঝিয়ে, রাজ্যের মর্য্যাদা ও গৌরব রক্ষা করুন। সেনাপতি ইন্দুনাথ আজ বিচারালয়ে অভিযুক্ত।

পারিষদগণ। [সবিস্ময়ে] সেনাপতি ইন্দুনাথ ?

নেত্রবান। হাঁ পারিষদবর্গ—সেনাপতি ইন্দুনাথ।

পারিষদগণ। অসম্ভব—অসম্ভব !

ইন্দুনাথের প্রবেশ।

ইন্দুনাথ। রাজপদে অসংখ্য প্রণিপাত ! আমায় স্মরণ করেছেন মহারাজ ?

নেত্রবান। হাঁ, এই পত্রখানি পাঠ কর। [ইন্দুনাথ পত্র লইয়া পড়িলেন] পত্রের লিখিত ঘটনা কি সত্য ?

ইন্দুনাথ। সম্পূর্ণ নয় ; পত্রের কিয়দংশ সত্য, তদ্ভিন্ন সম্পূর্ণ মিথ্যা বা অমূলক।

নেত্রবান। তার বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ আছে ?

ইন্দুনাথ। এই পত্র যার রচনা, তাঁর মুখের কথাই যথেষ্ট প্রমাণ মহারাজ !

নেত্রবান। এই পত্র যে তাঁরই স্বাক্ষরিত !

ইন্দুনাথ। মার্জ্জনা কর্‌বেন মহারাজ ! আমার তা মনে হয় না।

নেত্রবান। সেনাপতি ! রাজসভায় তুমি আজ অভিযুক্ত ! এই ঘটনা আমি সত্য ব'লেও গ্রহণ কর্‌তে পার্‌ছি না—আবার এ ঘটনা একটা অলীক অযথা ব'লেও উপেক্ষা কর্‌তে পার্‌ছি না। সেনাপতি ! পত্রের শেষাংশ যদি সত্য হয়, তা হ'লে বিচারে তোমার কি হওয়া উচিত জান ?

ইন্দুনাথ। জানি মহারাজ, দণ্ড।

নেত্রবান। শুধু দণ্ড নয়—প্রাণদণ্ড !

ইন্দুনাথ। আর এ পত্রের বিবরণ যদি সম্পূর্ণ মিথ্যা হয় ?

নেত্রবান। মিথ্যা হওয়া তো উচিত! কিন্তু তার পরিবর্তে উজ্জ্বল চিত্র জেগে উঠে কেন? সেনাপতি! আচ্ছা—তুমি আমার কথার যথাযথ উত্তর দাও! আমার অগ্রজপত্নীর অন্তঃপুরে তুমি কোন দিন প্রবেশ করেছিলে?

ইন্দুনাথ। প্রবেশ করেছিলুম সত্য; কিন্তু সে তাঁরই আদেশে!

নেত্রবান। তুমি তাঁর মর্য্যাদা নষ্ট করতে গিয়েছিলে, এ কথা সত্য?

ইন্দুনাথ। না মহারাজ, এ কথা মিথ্যা!

নেত্রবান। কিসে বুঝ্‌বো যে তুমি সত্য বল্‌ছ?

ইন্দুনাথ। সে কি মহারাজ? বিচারাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে আজ একটা দোষী অথবা নির্দ্দোষীকে চিন্‌তে পাচ্ছেন না? আমার গতিবিধি, আমার মুখভঙ্গী কি তার কিছুমাত্র পরিচয় দিচ্ছে না? মহারাজ! অধীন ইন্দুনাথকে যদি চিন্‌তে পেরে থাকেন, তবে এই প্রকাশ্য রাজসভায় আমি উচ্চকণ্ঠে বল্‌ছি—এই পত্রের স্বাক্ষরকারিণী আমার জননী, তিনি আমার চিরপূজ্যা। মহারাজ! আমি তাঁর অমর্য্যাদা করেছি? যদি ইন্দুনাথের নামে কলঙ্ক অপবাদ প'ড়ে থাকে, তবে সে এ ইন্দুনাথ নয়! যদি সে সেনাপতি ইন্দুনাথ হয়, তবে নিশ্চয় সে রাজাধিরাজ নেত্রবানের সেনাপতি নয়; মনুষ্যোচিত সুন্দর আবরণে নিশ্চয় সে পশু কিম্বা পিশাচ!

নেত্রবান। পারিষদবর্গ! আমার মস্তিষ্ক বিকৃত; অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনারাই বিচার করুন।

পারিষদগণ। প্রাণদণ্ড—প্রাণদণ্ড—

নেত্রবান। খুব ভাল ক'রে বিচার করুন। পত্রের স্বাক্ষরকারিণী বল্‌ছেন—ইন্দুনাথ তাঁর অমর্য্যাদা করেছেন; ইন্দুনাথ বল্‌ছে—সম্পূর্ণ মিথ্যা! বিচার করুন—খুব ভালো ক'রে বিচার করুন।

লম্বাদাড়ী। কি ভয়ানক! সমস্ত দেখে শুনে আমার অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ছে! অসৈরণ সৈতে গেলে হয় তো দাড়ী ক'গাছা খুস্ খুস্ ক'রে খুলে আস্‌বে। দাড়ী গুটিয়ে পালানো যাক্—একটু নিষ্পত্তি হ'লে দেখা যাবে। [প্রস্থান।

নেত্রবান। আপনারা নীরব রইলেন যে? বিচার করুন—সেনাপতি যাঁর অমর্য্যাদা করেছেন, তিনি রাজকুলললনা! বিচার করুন—যে সিংহলে একদিন ভিক্ষাপাত্রহস্তে প্রবেশ করেছিল, যে বিগতজীবন সিংহলেশ্বরের কৃপায় সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হ'য়ে ক্রমে আজ সৈন্যাপত্য লাভ করেছ, সেই অকৃতজ্ঞ আজ তাঁরই বিধবা পত্নীর সর্ব্বনাশে উদ্যত!

ইন্দুনাথ। [নেত্রবানের পদতলে বসিয়া] মহারাজ! বড় আগ্রহে—বড় কাতরে আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি, ও পাপ কথা আর পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ কর্‌বেন না। আমায় বিশ্বাস করুন প্রভু! ইন্দুনাথ অকৃতজ্ঞ নয়—ইন্দুনাথ বিশ্বাসঘাতক নয়।

নেত্রবান। এতদিন সে ধারণা বদ্ধমূল ছিল ইন্দুনাথ! কিন্তু আজ সব দূর হ'য়ে গেছে! নিজের বংশগৌরব, নিজের মর্য্যাদা জান্‌বে বড় উচ্চ। তার শিখরে যদি কেউ একটি মাত্র পদাঘাত করে, সেথায় দাউ দাউ ক'রে দাবাগ্নি জ্বলে ওঠে; সেই অগ্নিতেজে পদাঘাতকারী উৎপীড়িত হ'য়ে অবিলম্বে জীবন পরিত্যাগ করে। তোমার অবস্থাও আজ সেইরূপ! রাজ-আজ্ঞা বিনা রাজপরিবারের অন্তঃপুর মধ্যে কারো প্রবেশ অধিকার নিষেধ, সেটা তোমার অজ্ঞাত ছিল না! সেই জন্য তুমি অপরাধী। সেনাপতি! আমার বিচারে তোমার প্রাণদণ্ড।

ইন্দুনাথ। রাজাধিরাজ! ধর্ম্মাবতার! প্রতিপালক! ধর্ম্ম সাক্ষী, আমি নির্দ্দোষ!

নেত্রবান। পারিষদবর্গ! আপনারা কি বলেন?

পারিষদগণ। প্রাণদণ্ড—প্রাণদণ্ড—

নেত্রবান। নিশ্চয়—প্রাণদণ্ড! কে আছ? দৌবারিক! ঘাতককে সংবাদ দাও—

ইন্দুনাথ। [স্বগত] বিজলি! বিজলি! চকিতে একবার আমার সম্মুখে জেগে ওঠো! একবার তুমি হাসিমুখে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াও, আমি একটু আশ্বস্ত হই।

গীতকণ্ঠে ভাগ্যদেবীর প্রবেশ।

ভাগ্যদেবী।—

গীত।

জনম করম ফলে হাসি কান্না জীবের ভালে।
মহাসিন্ধুর ওপার থেকে বল্‌ছে শোনো নিশান তুলে॥
কর্ম্মতরে আসা ভবে, কর্ম্ম শেষে যেতে হবে,
কেন মিছে ভাব্‌না তবে বয়ান ভাসে নয়ন-জলে।
সবার মূল এই কপালখানি, ফলাফলের আসল খনি,
নিজের হাতে চিন্তামণি লেখেন জীবের জন্মকালে॥

ভাগ্যদেবী। আমায় চিন্‌তে পার্‌ছেন মহারাজ? আমি আপনার পুত্র কন্যার ধাত্রী।

নেত্রবান। ধাত্রী? এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? সামান্য দোষে আমি তোমায় তিরস্কার করেছিলুম, তার জন্য এতখানি দুঃখিত হওয়া তোমার সাজে না! যাও ধাত্রী! অন্তঃপুরে যাও।

ভাগ্যদেবী। আর হয় না মহারাজ! এখন চাকা ঘুরেছে—কপাল ভেঙ্গেছে।

নেত্রবান। না গেলে তুমি পরিত্রাণ পাবে না।

ভাগ্যদেবী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমি ইন্দুনাথ নই মহারাজ! বিচাবাসনে ব'সে আগে ইন্দুনাথের বিচার করুন।

[প্রস্থান।

নেত্রবান। কি এ পারিষদবর্গ? নিশ্চয় কোন দৈবী মায়া! একটা নীচকুলোদ্ভবা বমণী আমাব সম্মুখে আস্ফালন প্রকাশ ক'বে চ'লে গেল, আর আমি—

ঘাতকের প্রবেশ।

ঘাতক। কি আদেশ মহাবাজ?

নেত্রবান। তোমাব কর্ত্তব্য সম্মুখে! শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'বে অপবাধী ইন্দুনাথকে বধ্যভূমিতে নিযে যাও; কাল প্রাতঃকালে এর ছিন্নমুণ্ড চাই!

[প্রস্থান।

[ঘাতক সবিস্ময়ে নেত্রবানের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া তৎপরে ইন্দুনাথকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল।]

পারিষদগণ। রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড! বুঝ্‌লে—রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড!

[প্রস্থান।

ইন্দুনাথ। এলে না বির্জাল? মৃত্যুর তীরে এসে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় তুমিও একটা আশ্বাস-বাণী দিলে না? বেশ—সুখে থাকো, সিংহল ত্যাগ করবো ভেবেছিলুম, কিন্তু জগৎ ছেড়ে চল্‌লুম। যেখানে যাচ্ছি, পারো যদি এসো,—সেইখানে নূতন সংসার পাত্‌বো।

[ঘাতকসহ ইন্দুনাথের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

উজ্জয়িনী—প্রান্তর।

বেতাল।

বেতাল।—

গীত।

মানুষের মানুষ খাওয়া ভাই আছে শুধু মর্ত্ত্যলোকে।
ধরণ ধারণ বড় ভীষণ অবাক্ আমি চোখে দেখে॥
এ কি রে ভাই নূতন কথা, মানুষে খায় কাঁচা মাথা,
(তা'দের) বদ্ধিখানা পেষণ জাঁতা ধরছে সদা বিষম ঝোঁকে।
তারা গুরুনারা বিদ্যে জানে, আপন আপন স্বার্থ চেনে,
বুড়ো মাকে পাঠায় বনে পশু বল বল্‌বো কাকে॥

দ্রুতপদে তালের প্রবেশ।

বেতাল। অমন "খুঁজি খুঁজি নারি" করতে ক'রতে কোথায় চলেছিস্ রে তাল?

তাল। এঃ, তুই একেবারে বেয়াড়া বেতাল! যাচ্ছিলুম একটা কাজে, ফস্ ক'রে এম্‌নি পেছু ডেকে ফেল্‌লি যে, মস্ত একটা তাল ফস্‌কে গেল।

বেতাল। তালের কাছ থেকে তাল ফস্কালো? বলিস্ কিরে?

তাল। পেছোনে ফিঙে থাক্‌লে তাল এম্‌নি ক'রেই ফস্‌কায়! আহা, সবাই ভেবে রেখেছে, কালোবরণ তালচন্দ্র ভাদ্রমাসে হরিদ্রাবর্ণ সুমিষ্ট অন্তঃসার নিয়ে টিপ্ করে মাটীতে পড়্‌বে, তা নয়—হতভাগা

শাঁসে জলেই সাবাড় ! তোর মত বেতাল যার পেছোনে, তার সাধ্য কি যে সে তালেবর হয় !

বেতাল। বলি মেলাই তো আবোল-তাবোল ব'কে যাচ্ছিস্, ব্যাপার কি বল্ দেখি ? ভাব্তে ভাব্তে চলেছিস্ কোথা ?

তাল। বল্লুম তো, তাল খুঁজতে।

বেতাল। তোর যেমন কাণ্ড ! এই জলার মাঝখানে এসেছিস্ তাল খুঁজ্তে ? চল্, রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় একটু বেড়িয়ে আসি চল্।

তাল। তোর সখ হ'য়ে থাকে, তুই যা,—আমি এখন কোথাও যাচ্ছিনি। রাজসভায় তো প্রায় যেতে হয় না! বিক্রমাদিত্য তো আমাদের একরকম বন্দী ক'রে রেখেছে ! যখন মনে কর্ছে ডাক্ছে, আর দ্রুতপদে অম্নি উপস্থিত হ'চ্ছি ; তার ওপর আবার সখ্ ক'রে যাবার দরকার কি ?

বেতাল। কেন, বিক্রমাদিত্য কি খারাপ লোক ? বিক্রমাদিত্য সরল—উদার—মহৎ।

তাল। তা হ'লেও সে পৃথিবীর লোক ; পৃথিবীর লোককে আমি বড় ঘৃণা করি !

বেতাল। বিক্রমাদিত্যকে তুই ঘৃণা করিস্ ?

তাল। তা কেন ? বিক্রমাদিত্যকে ঘৃণা করি না বটে, কিন্তু জগতের সকলেই কিছু বিক্রমাদিত্য নয়। তুই জানিস্ না—পৃথিবী জায়গাটাও যেমন ভয়ানক, লোকগুলোও তেম্নি ভয়ানক !

বেতাল। কেন বল্ দেখি ?

তাল। মস্ত দোষ—তারা সবাই তাল খুঁজ্ছে,। বাপ তাল খুঁজ্ছে, ছেলে তাল খুঁজ্ছে, পরিবার তাল খুঁজ্ছে, মেয়ে তাল খুঁজ্ছে ; নাতি নাতকুড়ের তো কথাই নেই !

বেতাল। তাদের দোষ কি বল্? ভগবান তাদের সেই রকম করাচ্ছে!

তাল। তা হ'লে ভগবানও তাল খুঁজ্‌ছে বল্! এই এর নাম পৃথিবী? দেখে শুনে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়! এমন কি পৃথিবীতে বেশীক্ষণ থাক্‌লে, আমি বেশ লক্ষ্য করেছি, দেব, দানব সকলেরই প্রবৃত্তিটা ঐ একই রকম হ'য়ে পড়ে। গায়ে কেমন একটা বিট্‌কেল গন্ধ ছাড়ে! এখানকার ক্ষিদে-তেষ্টাও দেখ্‌ছি বড় ভয়ানক রকমের।

বেতাল। 'পৃথিবী' 'পৃথিবী' ক'রে অত ক্ষেপ্‌ছিস্ কেন? বিক্রমাদিত্যকে নিয়েই তো পৃথিবীর সঙ্গে সম্বন্ধ! সেখানে আদর যত্নেরও অভাব হয় না, তবে এত দুঃখ কিসের?

তাল। দুঃখ কি জানিস্? দুঃখের কথা বলি কাকে, আর শোনে কে! এখানে বড়লোক ব'লে এক রকম জীব আছে, জানিস্ তো? খুব বড়লোক যারা, তারা খুব গরীবদের প্রতি সবলভাবে চেয়ে দেখ্‌তে বেজায় বেজার বোধ করে; তাদের কাছে হাত পাত্‌লে কপাল কুঁচ্‌কে চীৎকার ক'রে ওঠে। ধনী ব্যক্তির সৌখীন সুসজ্জিত যান-বাহনের পায়ের তলায় অভাবের বেদনা নিয়ে দরিদ্র যদি প্রাণ তুচ্ছ ক'রে শয়ন করে, গোলাপের গন্ধ শুঁক্‌তে শুঁক্‌তে অম্লানবদনে সবিক্রমে সে বুকের উপর দিয়ে চাকা চালিয়ে দেয়। এই পৃথিবী—এই মানুষ—আর এই মানুষের মনুষ্যত্ব!

বেতাল। তাদের মধ্যে কেউ দোষী নয়! ধনী আর নির্ধনীর সেটা স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফল! এই বিক্রমাদিত্যর চরিত্রই দেখ না! অদৃষ্ট-চক্রে জগতে সে আজ কত উচ্চাসন পেয়েছে! বড় ভাইকে মেরে রাজ্য নিল ছোট ভাই—পৃথিবীর লোক যাকে একটা কণ্টক মনে

করে, বিক্রমাদিত্যের ভাগ্যে সেও সন্ন্যাসধর্ম্ম বেছে নিলে! তারপর আমাদের তু'জনকে বন্দী করা—এও কি তার কম ভাগ্যের কথা! ইহজন্মের কর্ম্মফল ইহজন্মে না হোক্, পর জন্মে ভোগ করতে হয়! ধনী ব্যক্তির দরিদ্রের প্রতি এতখানি নির্দ্দয়তার পরিণাম শুভ নয়, এর শাস্তি তোলা থাকে।

তাল। কিন্তু এই তো পৃথিবী! মানুষ আবার এর দণ্ড করে!

বেতাল। ও কথা যাক্! এমন পৃথিবীর আর একটা জায়গায় বেড়িয়ে আস্বি চল্! সিংহল দ্বীপের এক প্রতাপশালী রাজার গৃহে এক সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা জন্মগ্রহণ করেছেন; তিনি একদিন প্রতিভাময়ী বিদূষী-মূর্ত্তিতে বিক্রমাদিত্যের সভা পবিত্র ও আলোকিত করবেন! চল্, সেই শক্তিময়ী দেবীকে দর্শন ক'রে আসি।

তাল। তারপর বিক্রমাদিত্য ডাকুক্, আর অর্দ্ধেক পথ থেকে ফিরে আসি!

বেতাল। না—না, মহারাজ এখন অন্যমনস্ক আছেন; এইভাবে কিছুদিন থাক্বেন; চল্—এই অবসরে সিংহলে বেড়িয়ে আসি।

তাল। মন্দ নয়, মানুষের প্রবৃত্তি দেখ্লুম—একবার রাক্ষসের প্রবৃত্তি দেখে আসি চল্!

গীতকণ্ঠে বায়ু-সহচরগণের প্রবেশ।

সহচরগণ '—

গীত।

ঘূর্ণী ঝটিকা মন্দ অনিল বহু জন আজি জুটিয়া,
ল'য়ে যাবো যেথা আদেশ করিবে দূর হ'তে দূরে বহিয়া।
বায়ুভরে চল সূক্ষ্ম আকারে অম্বরপথে উঠিয়া,
প্রয়োজন হ'লে হবে নিরাকার অসীম শূন্যে মিশিয়া॥

নিম্নে বহিবে শান্ত সাগর তুঙ্গ শৃঙ্গ-নির্ঝরিণী,
মন্দির কত রহিবে কুটীর বিহগ-আবাসশ্রেণী,
কত মানব মানবী দেবাসুর দেবী রহিবে কর্ম্মে মাতিয়া।
গর্জ্জে যদি সে বিশাল সিন্ধু উঠে যদি ধরা কোলাহল,
বাসব বজ্র আসিলে মাথায় উড়াইবে তায় বায়ুবল
সন্-সন-রবে অতীব গরবে চলিব অবাতি মথিয়া॥

[তাল বেতালকে মধ্যে রাখিয়া সকলের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

বধ্যভূমি।

ঘাতক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ইন্দুনাথ।

ঘাতক। এই বধ্যভূমি সেনাপতি মশাই!

ইন্দুনাথ। এই বধ্যভূমি? হ্যাঁ—তাই দেখ্‌ছি!

ঘাতক। কেমন দেখ্‌ছেন সেনাপতি মশাই?

ইন্দুনাথ। সুন্দর—বড় সুন্দর!

ঘাতক। বলেন কি? এ পর্য্যন্ত কারো মুখে যা শুনিনি, আপনি তাই বল্‌ছেন? বধ্যভূমি কখনো সুন্দর হয়?

ইন্দুনাথ। ঘাতক! হয় কি না হয়, সে কথা জগদীশ্বর জানেন! যেখানে নির্দ্দোষীর প্রাণদণ্ড হয়, যেখানে নির্দ্দোষীর দ্বিখণ্ডিত দেহের তপ্ত রক্ত দেখে জন-সমাজ আনন্দে উৎফুল্ল হয়, যেখানে অনিয়ম অবিচার দেখে আকাশ নিস্তব্ধ—বজ্র স্থির—চন্দ্র-সূর্য্য কর্ত্তব্যপরায়ণ, সে স্থানকে সুন্দর বল্‌বো না ঘাতক?

ঘাতক। সেনাপতি মশাই!

ইন্দুনাথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ঘাতক। উন্মাদের মত হাস্‌ছেন যে?

ইন্দুনাথ। তোমার অভিনয় দেখে। মুখে বল্‌ছো 'সেনাপতি মশাই—সেনাপতি মশাই!' আবার তাকে নিজের হাতে বন্দী ক'রে মৃত্যুর তীরে এনে, তার সম্মুখের যূপকাষ্ঠ দেখিয়ে মাথার উপর শাণিত খড়্গ তুলে দাঁড়িয়ে আছ! এ উত্তম অভিনয়—সেনাপতির প্রতি খুব উচ্চ সম্মান প্রদর্শন! সেনাপতি! হাঃ হাঃ-হাঃ—

ঘাতক। সেনাপতি মশাই! আপনাকে যদি এখন পরিত্যাগ করি, আপনি কি করেন?

ইন্দুনাথ। তা হ'লে তোমার হাতের ঐ খড়্গ নিয়ে সেই মুহূর্ত্তে তোমার দ্বিখণ্ডিত করি।

ঘাতক। কেন, আমি কি অপরাধ করেছি সেনাপতি মশাই? আপনার অবস্থা দেখে মনে হয়, একটা গভীর বেদনা আপনার বুকখানা জুড়ে ব'সে আছে! আপনার চাহনিতে জীবনের মমতা মাখানো রয়েছে—তাই আপনাকে আমি মুক্তির কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলুম। জীবনের উপর কার না মমতা হয় সেনাপতি মশাই?

ইন্দুনাথ। মমতা? জীবনের মমতা? ঘাতক! এ হৃদয়ে আর দুর্ব্বলতা এনো না। স্নেহ মায়া তিল তিল ক'রে ক্ষয়প্রাপ্ত হ'চ্ছে; অনেক কষ্টে উদ্বেলিত মনকে বাঁধ্‌তে সুরু করেছি, তুমি আর সে বাঁধ ভেঙ্গে দিও না। পাষাণ—পাষাণ হয়েছি বন্ধু! দেখ, হৃদয়ের স্পন্দন অপেক্ষাকৃত স্থির হ'য়ে আসছে। যন্ত্রণার উত্তাপে বুকের অস্থি মাংস গ'লে গেছে! নিশ্বাসে আগুন—চক্ষে রুধিরধারা! অঙ্গারে আর আশা-বারি সিঞ্চন ক'রো না—পাষাণ সজীব হবে না। এস ঘাতক! রজনী প্রভাতপ্রায়!

ঘাতক। মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার আপনার ঘর-সংসার দেখ্‌বার সাধ হয় না?

ইন্দুনাথ। আবার—আবার আমায় দংশন করছ ঘাতক! ছিঃ, তোমার কর্ত্তব্য প্রতিপালন কর। বল দেখি ঘাতক! এর পূর্ব্বে আমার মত যত অপরাধীকে এম্‌নিভাবে বন্দী ক'রে এনেছিলে, তাদের যখন বধ্যভূমিতে তোমার খড়্গের নিম্নে মাথা রাখ্‌তে বলেছিলে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তারা যখন ইষ্টদেবের আরাধনা করছিল, তখন তাদের পানে—না—না, বিজলী! অমন বিকসিত প্রসূনের মত, হাস্যবিজড়িত সুন্দর সোহাগ-প্রতিমার অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে তোমার পলকবিহীন দৃষ্টি নিয়ে এ হৃদয়ে আশার আলোক উদ্ভাসিত ক'রো না! বিজলী! আপনাকে চিনে নাও—আপনাকে বেছে নাও—স্বামী-সোহাগ ভুলে যাও। ও কি বিজলী! সহসা অধরযুগল কেঁপে উঠ্‌লো যে? হাস্যরাগরঞ্জিত সুন্দর মুখখানি সহসা বিষাদ-মলিন অন্ধকারে আবৃত হ'লো যে? দেখ্‌তে দেখ্‌তে নয়নে তোমার অশ্রুবিন্দু এলো কেন? তুমি রোদন করছো বিজলী? ঘাতক—ঘাতক! আমায় এক মুহূর্ত্তের জন্য মুক্তি দাও! একবার পতি-পরায়ণা বিজলীর কণ্ঠধারণ ক'রে জন্মের মত রোদন ক'রে নিই! ঘাতক—ঘাতক! একবার মুক্তি দেবে না?

ঘাতক। কেন দোবো না? আপনি মুক্তি চান?

ইন্দুনাথ। না ঘাতক! আমি মুক্তি চাই না।

ঘাতক। তবে এই যে মুক্তি চাইলেন?

ইন্দুনাথ। আমি? আমি মুক্তি চাইছিলুম? না ঘাতক! তুমি হয় তো ভুল করছ! যে অপরাধী, সে কি এতো বড় একটা আশা হৃদয়ে পোষণ করতে পারে? আমি যে অপরাধী! আমার মৃত্যুই ভাল—মৃত্যুই ভাল!

ঘাতক। সেনাপতি মশাই! এইখানে এই খড়্গো কত অপরাধীর মাথা নিয়েছি, কিন্তু আপনার মত এত স্থির হ'য়ে কেউ মাথা দেয় নি!

ইন্দুনাথ। তাদের অধর্ম্ম হয়েছে ঘাতক!

ঘাতক। সে যাই হোক্! এখন আপনার যদি কিছু প্রার্থনা থাকে, বলুন; আর আমি বেশীক্ষণ বিলম্ব কর্‌তে পার্‌বো না। পূর্ব্বদিক ফরসা হ'য়ে আস্‌ছে, ফুরফুর ক'রে ভোরের হাওয়া চল্‌ছে; শীঘ্রই কাজ শেষ ক'রে আমায় রাজ-সভায় পৌঁছুতে হবে। বলুন—আপনার কি প্রার্থনা আছে?

ইন্দুনাথ। প্রার্থনা? না—থাক্, তোমায় ব'লে কি হবে ঘাতক? তুমি তা পার্‌বে কি?

ঘাতক। কি বলুন না? পারি না পারি, সে আমি বুঝ্‌বো।

ইন্দুনাথ। লজ্জায়—ক্ষোভে—অভিমানে আমার জিহ্বা জড়িয়ে আস্‌ছে ঘাতক! আমার মৃত্যুর পর আমার সহধর্ম্মিণী যদি জীবিত থাকে, তার একমুষ্টি অন্নের সংস্থান ক'রে দিতে পার্‌বে? তার জ্বলন্ত শোকানলে শান্তি-বারি ঢেলে দিতে পার্‌বে? আর পার যদি, মহারাজকে ব'লো—আমার প্রাণদণ্ডের কথা বিজলী যতদিন না শোনে, তত দি[illegible]ল!

ঘাতক। তা কি হবার যো আছে! সকাল বেলাই [illegible] বেজে যাবে—সেনাপতি মশায়ের প্রাণদণ্ড হয়েছে। এটা রোধ কর্‌তে পার্‌বো না সেনাপতি মশাই! তবে ঐ যে অন্নের কথা বল্‌লেন—ওটার বিষয় বিবেচনা কর্‌বো!

ইন্দুনাথ। সেইটুকুই তোমার যথেষ্ট অনুগ্রহ ঘাতক! চল—আমি প্রস্তুত!

ঘাতক। আসুন—এই ধারটায় আসুন; এখানকার মাটীগুলো সব ভেঙ্গে গিয়েছে।

ইন্দুনাথ। জন্মের মত চলেছি বিজলী! যাবার সময় একটীবার দেখ্‌তে এলে না? বিজলী—বিজলী! পার যদি বিশ্বস্রষ্টা পরম পিতাকে জিজ্ঞাসা ক'রো—তিনি মঙ্গলময় কিম্বা মূর্ত্তিমান অমঙ্গল! আমাব সুযোগ হ'লো না বিজলী! এ ভার তোমায় দিলুম।

[উভয়ের প্রস্থান।

দশম দৃশ্য।

শিপ্রা-নদীতীর।

বরাহ।

[সন্ধ্যা রাত্রে দারুণ ঝড় বৃষ্টির পর প্রকৃতি নীরব শান্ত, বরাহ নদীকূলে দাঁড়াইয়া তরঙ্গময়ী শিপ্রাকে দেখিয়া ভাবিতেছিলেন]

বরাহ। বর্ষার প্রবল বর্ষণ থেমে গেল, ঝটিকার প্রলয় গর্জ্জন নীরব হ'লো, কাল মেঘ সরিয়ে দিয়ে নীলিমার চাঁদ ফুটে উঠ্‌লো, তবু শিপ্রাব হুঙ্কার থামে না। উঃ—কি রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি! তবঙ্গেব উপর তরঙ্গ চাপিয়ে অবিকল সিংহিনীর মত ছুটে চলেছে; ঘাত-প্রতিঘাতে কিনারার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, তরুলতা বিধ্বস্ত, জলজীব ব্যাকুলিত! চুপ কর্‌ রাক্ষসী—চুপ কর্‌! জানি তোর প্রলয়শক্তি, জানি তোর বন্যাব গতি, জানি তোর হুঙ্কারের নীতি! গ্রাস কর্‌বি? ধ্বংস কর্‌বি? কাকে—আমায়?

তোর সে শক্তি নেই শিপ্রা। একটা শিশুকে গ্রাস করতে পারিস্,—সে শক্রতা জানে না—সুখ দুঃখ বোঝে না—বৈষম্যের করাল কবল চেনে না, তাই ধীর শান্ত মায়াবিনী সেজে দবদ্ দেখিয়ে নিজের কোলে নিয়ে আঁকড়ে ধ'রে আছিস্! একটা শিশুর রক্তপান ক'রে বড় শক্তি পেয়েছিস্—বড় গর্জ্জন কর্‌ছিস্! আমার বক্ষ-রক্ত পান কর্‌তে পারিস্? তবে—কে?

বেতালের প্রবেশ।

বেতাল। আমি ভিক্ষুক!

বরাহ। ভিক্ষুক? তুমি ভিক্ষুক? ভিক্ষা চাইতে পার?

বেতাল। পারি।

বরাহ। তবে ঐ সর্ব্বনাশী শিপ্রার কাছে যুক্তকরে দাঁড়াও; লক্ষ্য কর,—কি দেখ্‌ছ?

বেতাল। তরঙ্গের ছুটোছুটী!

বরাহ। শুধু এই? তুমি অন্ধ—দেখ্‌তে জান না! ভাল ক'রে লক্ষ্য কর দেখি! উন্মাদিনী তরঙ্গের ভিতর আরও কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ কি? ঐ—ওখানে?

বেতাল। হ্যাঁ—দেখ্‌তে পাচ্ছি!

বরাহ। কি দেখ্‌ছ?

বেতাল। আকাশের চাঁদ আর তারাগুলা এক এক জায়গায় কখনো কখনো চিক্ চিক্ কর্‌ছে।

বরাহ। আকাশের তারা? তুমি মুর্খ! ও যে নয়নের তারা! আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি—স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, একটী কচি মুখের সজীব চোখে দু'টী উজ্জ্বল তারা; তাতে তপ্ত সলিল টল্ টল্ কর্‌ছে। দু'টী

কচি হাতের আকুল আহ্বান তরঙ্গে তরঙ্গে কেঁপে উঠ্‌ছে! আর তার সঙ্গে কি শুন্‌ছি জান ?

বেতাল। বোধ হয় কলনাদিনীর কুলুধ্বনি

বরাহ। না—না, জীবন্ত শিশুর রোদনধ্বনি! শোনো—শোনো! শুন্‌লে প্রাণ উদাস হবে—মন গ'লে যাবে—বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাসে দেহ অবশ হ'য়ে পড়্‌বে!

বেতাল।—

গীত।

আমি শুনেছি—আমি জেনেছি,
আমি বুঝেছি সকল কাহিনী।
তরঙ্গে নাই রোদনধ্বনি,
ও যে মনের ব্যথা মনের ধ্বনি।
মন বোঝে না মন মানে না,
তাই তো হেথা আনাগোনা,
সজল চোখে ভিক্ষা চাওয়া
উজল করা চাঁদের কণা ;
তীরে তীরে বেড়াও ঘুরে
শুন্‌তে পেয়ে নিজের বাণী ॥

বরাহ। দেখ, ভিক্ষুক হ'লেও তুমি জ্ঞানী, বিজ্ঞ, দার্শনিক! তোমার মত ভিক্ষুক—হ্যাঁ, আমি স্বীকার কর্‌ছি—তুমি মন বুঝ্‌তে পার, মুখ দেখ্‌লে প্রকৃতি চিন্‌তে পার, বুক দেখ্‌লে বেদনার পরিমাণ ব'লে দিতে পার; কিন্তু তোমার ঐ দেখা আমায় দেখাতে পার ভিক্ষুক? তোমার মত অন্তর্দৃষ্টি আমার দৃষ্টিতে এনে দিতে পার?

তোমার দৃষ্টি চমৎকার! ঠিক মিল্‌ছে! হ্যাঁ—আমি তোমায় অস্ত্র দোবো! তাই দিয়ে আমার বুক চিরে দেখ—কি দেখ্‌বে জান? কালো কালো রক্তের চাপ—খান কতক শুকনো হাড়—আর তুঁষের আগুন! উঃ—[বুক চাপিয়া ধরিলেন]।

বেতাল। আপনি পাগল না বালক? আবোল-তাবোল কি বক্‌ছেন?

বরাহ। আমার কথা যদি পাগলের কথা হয়, তবে—হ্যাঁ, আমি পাগল বৈকি! আমার মত, বালকের নয়নাশ্রু যদি ধরণিবক্ষ অভিষিক্ত করে, তবে হ্যাঁ—আমি বালক! কিন্তু—দেখ ভিক্ষুক! মুক্ত নীলাম্বরে সমুজ্জ্বল তারকামণ্ডল জগতের বুকে কেমন স্বচ্ছন্দতা ঢেলে দিচ্ছে! কি অভিনব মিলন! একটী বিরাট সরল রেখা আকাশ থেকে মাটীতে নেমে এসেছে! সেই রেখা ধ'রে স্বর্গীয় সুষমা, স্বর্গীয় অনাবিল পবিত্রতা, স্বর্গীয় স্নেহ-পুণ্য-শান্তি দিবারাত্রি নেমে আস্‌ছে! তার পরিবর্ত্তে আর একটী রেখা ধ'রে চলেছে—নরকাগ্নির দুর্গন্ধ ধূমরাশি, হত্যার রক্তাঞ্জলি, যন্ত্রণার জীবন্ত কোলাহল, পিশাচের পৈশাচিক কর্ম্মফল! যাক্—যাক্, দেখ্‌বো না—শুন্‌বো না! স্বর্গ-নরকে দ্বন্দ্ব বেধেছে,—একটার ধ্বংস হোক্! হ্যাঁ, ভিক্ষুক! তুমি আমার সঙ্গে যাবে—আমার বাড়ীতে?

বেতাল। আমার কিছু পিত্যেশ আছে, আপনার বাড়ীতে গেলে পাবো কি?

বরাহ। আমি শ্মশানে বাস করি; দেবার মত আমার তো কিছুই নেই ভিক্ষুক! ছিল—এক দিন ছিল, এখন চিতাবহ্নির মত ধূ—ধূ ক'রে জ্বল্‌ছে! তার এক পাশে শয়নের জন্য এক জীর্ণ ছিন্ন মলিন শয্যা, আর উদরপূর্ত্তির জন্য প'ড়ে আছে কয়েক মুষ্টি তণ্ডুলকণা।

বেতাল। আপনার স্ত্রী-পুত্র কেউ নেই ?

বরাহ। সব আছে।

বেতাল। কোথায় ?

বরাহ। [ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন] ঐ—ওখানে !

বেতাল। সে কি ?

বরাহ। ঐ দেখ ভিক্ষুক, মাতা-পুত্রে কেমন সুখে আছে ! ছেলে কাঁদ্‌ছে—মা সান্ত্বনা দিচ্ছে, স্নেহের কোলে কেমন কোমল শয্যা পেতে দিয়েছে ! গলায় সদ্য বিকসিত পুষ্পহার, মাথায় সমুজ্জ্বল সিন্দুররেখা, হাস্যময়ী প্রকৃতি সেজে প্রেয়সী আমার তার গচ্ছিত রত্নটুকু ফিরে পেয়ে আনন্দে সব ভুলে গেছে,—ফিরেও চাইলে না। রাক্ষসী ! এত স্বার্থপর তুই ? এত কঠিন তুই ? আমায় সর্ব্বস্ব দিয়ে গেলি—প্রহরীর মত রক্ষা করতে, মাথায় পর্ব্বত ভার চাপিয়ে দিলি—তাই নিয়ে ছুটোছুটী করতে ; ফিরে এসে আমার শ্রমক্লান্ত দেহে একটু হাত বুলিয়ে তার প্রতিদান দেবার অবসর পেলি না ? এত কাছে দিবারাত্র তোমায় দেখ্‌ছি, তবু একবার আস্‌তে নেই ? বলেছিলে,—দেখা হবে স্বর্গে ! সে কবে—কত দিয়ন ? এস তুমি গৃহলক্ষ্মি ! আমার তৃণ-শয্যা ফেলে দিয়ে কোমল শয্যা পেতে দাও, উপবাসীর মুখে সযত্নে একমুষ্টি তণ্ডুল এগিয়ে দাও ! এসো—আমার হাত ধর—

বেতাল। [স্বগত] এ আগুন নেভ্‌বার নয় ! সাগর ছেঁচে জল দিলেও হোমাগ্নির মত আরো প্রবল হ'য়ে উঠ্‌বে ! অনুতাপ করুক, প্রায়শ্চিত্ত হ'তে পারে।

[প্রস্থান।

বরাহ। [পূর্ব্ববৎ শূন্য পথ লক্ষ্য করিয়া] মোহিনী ! মোহিনী !

অপূর্ব্ব মোহিনী! [বেতাল তখনও উপস্থিত আছেন ভাবিয়া উদ্দেশে বলিলেন] ভিক্ষুক—ভিক্ষুক! আজ আমার বিবাহ-বাসর মনে পড়্ছে! যখন আনন্দ-কোলাহলের মাঝে থেকে মঙ্গল-শঙ্খ নিনাদিত হ'চ্ছিল, যখন—[হঠাৎ বেতালকে না দেখিয়া] ভিক্ষুক—ভিক্ষুক! একি—চলে গিয়েছে! ভিক্ষা নিলে না, অথচ দুর্ভিক্ষ—দেশের দুর্ভিক্ষ আমি! আমাব নিশ্বাসে বিষ আছে—আমি ঘৃণিত—অভিশপ্ত! কেউ আমার কাছে দাঁড়াতে চায় না! কেউ না—কেউ না—

[প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য।

সিংহল—রাজসভা।

পারিষদগণ ও নেত্রবান।

নেত্রবান। কে আছ—নূতন বন্দী! সভাসদ্‌বৃন্দ! আপনারা লক্ষ্য করেছেন—সিংহলে যেন একটা পাপ প্রবেশ করেছে! কার যেন কুলক্ষ্য ইঙ্গিতে সিংহলেব উত্তমাংশ ঘৃণা, অস্পৃশ্য ব'লে মনে হ'চ্ছে! দিন দিন সিংহল যেন পতনের পথে চলেছে।

বন্দিনী ভাগ্যদেবীকে লইয়া জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

নেত্রবান। এই যে! হ্যাঁ—বল তো ধাত্রী, কোন্ সাহসে তুমি সিংহলেশ্বর নেত্রবানের আদেশ অমান্য কর্‌তে চাও? এ সাহস তোমাব নিজের, না অন্য কেউ তোমায় উৎসাহিত কবেছে?

ভাগ্যদেবী। এ সাহস আমার নিজেরই মহারাজ!

নেত্রবান। তা হ'লে অপরাধ সম্পূর্ণ তোমারই?

ভাগ্যদেবী। একে আপনি অপরাধ বলেন মহারাজ?

নেত্রবান। অপরাধ কি না আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছ? রাজরাজেশ্বর নেত্রবান সামান্য দীন হীন ভিক্ষুকের মত কাতরতা জানিয়ে তোমার কাছে তিরস্কারের মার্জ্জনাভিক্ষা কর্‌লে, আর তুমি ঘৃণায় অবজ্ঞায় সিংহলেশ্বরের কাকুতির বুকে উপেক্ষার সদর্প পদাঘাত বসিয়ে ক্রুদ্ধনেত্রে ফিরে যাচ্ছিলে! কেমন—কারাদণ্ড ভোগ কর্‌তে পার্‌বে?

ভাগ্যদেবী। আমায় কারাদণ্ড দেবার পূর্ব্বে তুমি একবার স্মরণ কর মহারাজ, তোমারও কারাগার তৈরী হ'চ্ছে—তোমারও যূপকাষ্ঠ মশানে অপেক্ষা করছে—বলিদানের খড়্গ মাথার উপর টাঙ্গানো রয়েছে—

নেত্রবান। [ক্ষিপ্তের ন্যায় কিছু একটা দণ্ড দিবার মানসে উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

সভ্যগণ। আস্পর্দ্ধা দেখ—আস্পর্দ্ধা দেখ—

নেত্রবান। ধাত্রি! রসনা সংযত ক'রে কথা কও।

ভাগ্যদেবী। ধর্ম্মের বুকে ছুরী বসালে একটা বালকও তার অক্ষমতা ভুলে গিয়ে এমনি অসংযতভাবে বাক্যালাপ করে।

নেত্রবান। নিরস্ত হও; ধর্ম্মাধর্ম্ম আমি বুঝি।

ভাগ্যদেবী। বুঝ্‌লে এমন পিশাচের কার্য্য কর্‌তে না। ভাবুন দেখি একবার, সে নিরপরাধীকে কোথায় পাঠিয়েছেন! একদিন বুঝ্‌বেন মহারাজ! জীবনে কত বড় একটা ভুল করেছেন! এমনি ভুল কর্‌তে দেখেছিলুম উজ্জয়িনীর এক মহাপণ্ডিতকে; এমনি পিশাচের মত নিজের পুত্রকে গভীর রজনীযোগে শিপ্রাগর্ভে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

নিবপবাধীর নয়নজলে পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত—মাটীর পৃথিবী তিল তিল ক'রে ক্ষয়প্রাপ্ত হ'চ্ছে !

নেত্রবান। ধাত্রি! তোমার শেষ কথা কি, আমি জান্‌তে চাই।

ভাগ্যদেবী। আপনার তা জান্‌বার প্রয়োজন নেই মহারাজ! যা জানেন, সেইটেই ভাল ক'রে জান্‌বার চেষ্টা করুন ; যা জানেন না, তার আশা একেবারে পবিত্যাগ করুন। সিংহাসনে বসেছেন—সিংহাসনকে ভালক'রে চিনুন, বিচার করতে বসেছেন—বিচারশক্তিকে বেশ ভাল ক'রে জাগিয়ে তুলুন, নতুবা পতন অনিবার্য্য ! ঐ দেখুন মহারাজ ! পতি-হীনা বমণী পতির মৃত্যুদণ্ড শুনে উন্মাদিনীব মত রাজপদে বিচারপ্রার্থনা কব্‌তে আস্‌ছে। দেখি, পতিহীনা রমণীব জন্য কি সান্ত্বনা-বাক্য সঞ্চয় ক'বে রেখেছেন ! একদৃষ্টে আমাব দিকে কি দেখ্‌ছেন মহারাজ ? আমি আপনাব বন্দিনী নই—আমায় বন্দী করা আপনার সাধ্য নয়। এই দেখুন মহারাজ ! [হস্তস্থিত শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া] শৃঙ্খল শতছিন্ন—আমি মুক্ত ! স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছিলুম কেন জানেন ? ক্ষণা-মিহির আপনার নয়, সেইটুকু আপনাকে স্মবণ করিয়ে দিতে ; নইলে আমায় ধরা তোমার সাধ্য নয় ! [প্রস্থান।

নেত্রবান। [স্বগত] কেবা এই গম্ভীরা রমণী !
আঁখির পলকে বিদ্যুতের প্রায়
চ'লে গেল আঁখি-অন্তবালে !
নাহি জানি দেবী কি রাক্ষসী,
নাহি বুঝি,
কি ছলে পশিলা পুরীমাঝে মোর !
কহে সবে—
ইন্দুনাথ নহে অপরাধী ;

প্রাণদণ্ডে তার
পাপস্পর্শ করিবে আমারে।
সত্য যদি নির্দ্দোষ ইন্দুনাথ,
পরমেশ রাখুন তাহারে,—
যূপকাষ্ঠে পড়ি
সুনিশ্চয় পাইবে জীবন।
অপরাধী যদি,
মৃত্যু তার বাঞ্ছনীয় ত্বরা।

রক্তাক্ত খড়্গ ও ইন্দুনাথের ছিন্ন মুণ্ড লইয়া ঘাতকের প্রবেশ।

ঘাতক। মহারাজ!

নেত্রবান। কে?

ঘাতক। সেনাপতি ইন্দুনাথের ছিন্ন মুণ্ড!

নেত্রবান। ঘাতক! নিয়ে যাও—নিয়ে যাও ছিন্ন মুণ্ড! না—না, রাখ—রাখ। রাজসভা জানুক্—রাজ্যবাসী জানুক্, পাপীর দণ্ড বিধির বিধান!

ঘাতক। [সিংহাসনের পাদদেশে খড়্গ ও ছিন্নমুণ্ড রাখিয়া] একটা নিবেদন আছে মহারাজ!

নেত্রবান। কি—বল।

ঘাতক। আমি ঘাতক! এই খড়্গে কত জীবন বিনাশ করেছি, তা আমার স্মরণ নেই মহারাজ! সে কত দিনের কথা! যখন আমার প্রথম যৌবন, তখন আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি। এ কার্য্যে মমতার বশে এক দিনের জন্যও বিচলিত হইনি, এই দৃঢ়মুষ্টি মমতায় শিথিল হ'য়ে

এক দিনও খড়্গাকে দূরে ফেলে দেয়নি! সকরুণ রোদন, বজ্রের মত এ হৃদয়ে কখনো বাজেনি মহারাজ! উৎসাহভরে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য শেষ ক'রে আশাতীত পুরস্কার নিয়ে ঘরে তুলেছি; কিন্তু আজ আমি বিচলিত মহারাজ! বন্দীর সঙ্গে আমারও আজ চোখের জল পড়েছে। তার বিষণ্ণ মুখখানি—তার কাতর চাহনি বিশ্বের সমগ্র দুঃখ টেনে এনে আমার সম্মুখে ধরেছিল। আজ বন্দীকে বিনাশ করিনি মহারাজ! তাকে বিনাশ কর্‌তে গিয়ে সেই খড়্গা আমি নিজের গলায় ফেলেছি! উঃ—কত রক্ত মহারাজ! মশান ভ'রে গিয়েছে! তা হোক্, আমি কার্য্য শেষ করেছি—আমার পুরস্কার?

নেত্রবান। কি পুরস্কার চাও—বল!

ঘাতক। এই পুরস্কার চাই মহারাজ, ঘাতকের কার্য্য হ'তে আমায় চির-অবসর দান করুন; আর এই আদেশ দিন—সেনাপতি মহাশয়ের বিধবা পত্নীকে নিত্য যেন একমুষ্টি অন্নদান কর্‌তে পারি!

নেত্রবান। এই পুরস্কার? আচ্ছা, আমি সম্মত।

ঘাতক। মহারাজের জয় হোক্—মহারাজের জয় হোক্!

[প্রস্থান।

নেত্রবান। [স্বগত] মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্থিরকর্ণে শুন্‌ছি—অভিনয় দেখার মত মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখ্‌ছি। ইন্দুনাথ মরেছে—কিন্তু—

দ্রুতপদে বিজলীর প্রবেশ।

বিজলী। মহারাজ! রাজসভায় মহারাজ আছেন?

নেত্রবান। কে তুমি মা? এই যে মহারাজ তোমার সম্মুখে।

বিজলী। মহারাজ! শুনলুম্ আমার স্বামীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা

দিয়েছেন; রাজীব চরণে আমার এই প্রার্থনা, কৃপা ক'রে আপনি আমার প্রাণসংহার করুন—আমার স্বামীকে মুক্তি দিন।

নেত্রবান। তুমি পুরস্ত্রী, রাজসভায় কেন মা?

বিজলী। আমি ভিন্ন আমার প্রাণের ব্যথা প্রকাশ করতে আমার আর কে আছে মহারাজ? আমার স্বামীর বিপদে আমি নীরব থাক্‌লে চল্‌বে কেন মহারাজ? লাজ লজ্জা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে রাজীব চরণে স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য নিবেদন করতে এসেছি। মহারাজ! আমি আপনার কন্যার মত। অধিনী কন্যাকে আশ্রয় দিন; আর আমায় সন্দেহ কর্‌বেন না। বলুন মহারাজ! আমার স্বামী জীবিত আছেন তো?

নেত্রবান। নিতান্তই শুন্‌বে মা? তোমার স্বামীর প্রাণদণ্ড হয়েছে।

বিজলী। কি—কি—কি বল্‌লেন?

নেত্রবান। তোমার স্বামী ঘাতকের খড়্গে প্রাণ দিয়েছে; ঐ তার ছিন্ন মুণ্ড!

বিজলী। স্বামী—স্বামী—হৃদয়দেবতা! চিরদাসী বিজলীকে সঙ্গে নাও! [মূর্চ্ছা]

নেত্রবান। হতভাগিনী মূর্চ্ছা গিয়েছে! হায়—হায়! আমার পাপ-খেলার একি শোচনীয় পরিণাম!

বিজলী। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] ওগো—আমার প্রাণের দেবতাকে রাক্ষস ঘাতক বন্দী ক'রে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায়, তোমরা কি মমতার বশবর্ত্তী হ'য়ে কেউ তাকে রক্ষা করতে পার্‌বে না? না—না, আর কাকে রক্ষা কর্‌বে? ঐ যে সিংহাসনের পাশে আমার দেবতার ছিন্নমুণ্ড নিপতিত! ঐ যে নয়নযুগলে যন্ত্রণার চিহ্ন অঙ্কিত! ঐ যে শুষ্কমুখে তৃষ্ণার কাতর চাহনি চিত্রিত! দেবতা—দেবতা! ঐ যন্ত্রণার চিহ্ন কি সত্য?

ঐ তৃষ্ণা কি প্রকৃত তৃষ্ণা ? যদি তাই হয়, তবে এই মুহূর্ত্তে ছিন্নমুণ্ড হ'তে এক সর্ব্বনাশী জ্বালা বিস্তার ক'রে সারা বিশ্বের উপর ছড়িয়ে পড় ! এ কার্য্যে আমি তোমার সহায়তা করবো। যে আগুন দেখে ত্রস্তপ্রাণে পলায়ন করবে, আমি তাকে জোর ক'রে তোমার কবলে এনে দোবো ! স্বামী—স্বামী ! জ্ব'লে ওঠো ; চিরদাসী বিজলী তোমার সহায়। প্রাণেব দেবতা ! ঐ আঁখিযুগলে আর কি কখনো পলক পড়্‌বে না ? এ অভাগীব তপ্ত নয়নজল তুমি কি নিজহস্তে মুছিয়ে দেবে না ?

দয়ানন্দের প্রবেশ।

দয়ানন্দ। কেন দেবো না মা ? যদি প্রকৃতই তুমি মর্ম্মপীড়ায় অস্থির হ'য়ে কিঞ্চিৎ শান্তিব কাঙ্গালিনী হ'য়ে শান্তিময় জগন্নাথের সমক্ষে নয়নাশ্রু নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক, তবে কেন তোমাব সে আশা, সে সাধ অপূর্ণ থাক্‌বে মা ? রাজা নেত্রবান এখনো বাজসিংহাসনে আছেন, এখনো তাঁব প্রবীণ মন্ত্রী বর্ত্তমান ; বল মা, কি তোমার অভাব,—কেন তুমি অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌ছ ?

বিজলী। কি অভাব—কেন আমি অশ্রু বিসর্জ্জন কব্‌ছি ? বল্‌তে যে বুক ভেঙ্গে যায় ঠাকুর ! বাক্য যে ওষ্ঠপ্রান্তে এসে ফিবে যায় !

নেত্রবান। ঠাকুর। ঠাকুব ! আব আপনি সিংহল পবিত্যাগ করবেন না। যে মুহূর্ত্তে আপনি সিংহল পরিত্যাগ করেছিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হ'তে রাজ্য মধ্যে বিশৃঙ্খলার তাণ্ডব নৃত্য চলেছে।

দয়ানন্দ। হাঁ, পথে আস্‌তে আস্‌তে তা অনেক লক্ষ্য করেছি, রাজ-সভাতেও সে চিত্রের অভাব নাই। এখন আমার জিজ্ঞাস্য—এই অপরিচিতা ভদ্ররমণী এরূপ অবস্থায় রাজসভায় কেন ?

নেত্রবান। ইনি সিংহলের প্রধান সেনাপতি ইন্দুনাথের পত্নী।

দয়ানন্দ। কে—ইন্দুনাথের পত্নী? এঅসূর্য্যম্পশ্যা ললনার এখানে আস্‌বার কারণ?

বিজলী। স্বামীর প্রাণভিক্ষা কর্‌তে এসেছিলুম ঠাকুর! কিন্তু তার পূর্ব্বেই আমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে!

দয়ানন্দ। সর্ব্বনাশ কি? কি হয়েছে নেত্রবান?

নেত্রবান। ইন্দুনাথের প্রাণদণ্ড হয়েছে ঠাকুর! ইন্দুনাথ বিগত-জীবন!

দয়ানন্দ। ইন্দুনাথের প্রাণদণ্ড? কেন, তার অপরাধ?

নেত্রবান। রাজমহিলার মর্য্যাদাহানির জন্য।

দয়ানন্দ। আমার বিশ্বাস হয় না মহারাজ!

নেত্রবান। সেনাপতি ইন্দুনাথের সঙ্গে আমার ভ্রাতৃজায়ার এমন কিছু শত্রুতা ছিল না, যার জন্য ইন্দুনাথের উপর তিনি মিথ্যা দোষারোপ কর্‌বেন! ইন্দুনাথও স্বীকার করেছিল যে, সে আমার ভ্রাতৃজায়ার অন্তঃপুরে গুপ্তভাবে প্রবেশ করেছিল।

দয়ানন্দ। অসম্ভব—অসম্ভব—মিথ্যা কথা! ইন্দুনাথ নির্ম্মলচরিত্র ছিল, এ কথা বোধ হয় একটা বালকও স্বীকার কর্‌বে। ইন্দুনাথের এ হত্যার কারণ, হয় সে তোমার প্রিয়পাত্র ছিল না, অথবা শত্রুর চক্রান্তে মহাভ্রমে পতিত হ'য়ে তুমি এই পৈশাচিক কার্য্য করেছ। মা! তুমি গৃহে ফিরে যাও।

বিজলী। সেখানে কি শান্তি আছে ঠাকুর? বলুন প্রভু! কোন্ পাপে আমার এই শাস্তি? বলুন ঠাকুর! এ জগতে কি ভগবান বিচার করেন না?

দয়ানন্দ। জিজ্ঞাসা কর্‌বো মা! সিংহলের জাগ্রত দেবতা শূল-

পাণিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করবো। পাষাণের মত স্থির নিশ্চল হ'য়ে সে সিংহলের বুকে ব'সে আছে! যৌবন কাল হ'তে আজ পর্য্যন্ত নিজের হাতে তাঁর পূজা ক'রে আস্ছি, পুত্রের মত যত্ন করি, ইষ্টদেব জ্ঞানে ভক্তি দান করি; আজ কি তোমার এই জিজ্ঞাসার উত্তর পাবো না মা? নিশ্চয় পাবো! যদি না পাই, তা হ'লে তার শাস্তিও আছে! বৃন্দাবনলীলায় যশোমতী বৃন্দাবনবিহারীকে যেমন রজ্জুবন্ধনে রেখে দিতেন, বৃন্দাবন-বাসীকে তাঁর অত্যাচার হ'তে রক্ষা করবার জন্য জগন্নাথকে যেমন শাস্তি দান করতেন, বৃদ্ধ শূলপাণিকে আমিও তেমনি শাস্তি দান করবো। যাও দেবি! তুমি অন্তঃপুরে যাও, এ তোমার যোগ্য স্থান নয়। জানি, বুকে যে বজ্রাঘাত পড়েছে, তার যন্ত্রণা অসীম—অনন্ত! কি বল্‌বো মা! যখন অসহ্য যন্ত্রণায় বক্ষস্থল বিদীর্ণ হ'তে চাইবে, তখন পৃথিবীর ঐ নীল আকাশের পানে সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে তোমার দেবতার মুখখানি স্মরণ ক'রে বিশ্বপিতার শ্রীচরণোদ্দেশে দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রো; তোমার জীবনের দুঃসহ জ্বালা শীতল হবে। যাও মা! এ বৃদ্ধকে আর কাঁদিও না।

বিজলী। আসি তবে মহারাজ! বুঝ্‌তে পারছি—সংসারই স্বর্গ, সংসারই নরক! মহারাজ! এ হতভাগিনীর শেষ নিবেদন, বিচার করতে শিখুন; আমার মত আবার যেন অন্য কারো সর্ব্বনাশ করবেন না।

[প্রস্থান।

নেত্রবান। ইন্দুনাথকে আপনিও কি নির্দ্দোষ বলেন ঠাকুর?

দয়ানন্দ। আমি তো বলছি, দু'দিন পরে তুমিও বল্‌বে ইন্দুনাথ নির্দ্দোষচরিত্র! ইন্দুনাথের প্রাণ জান্‌তে নেত্রবান? তোমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লে, সে নিজের মাথা এগিয়ে দিতো! তার মৃত্যুতে তুমি কতখানি শক্তিহীন, জান? আজ যদি একটা দুর্ব্বল রাজা তোমার

বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'রে দাঁড়ায়, একটা বালকের মত তার করে তোমায় আত্ম-সমর্পণ করতে হবে। নিজের ভুল নিজেই একদিন বুঝতে পারবে মহারাজ! নেত্রবান! পতন তোমার অনিবার্য্য; কিছুতেই রক্ষা করতে পারবো না।

নেত্রবান। হায়—একি পরিণাম!
অনিবার্য্য পতন আমার?
কেন? কোন পাপে?
প্রবীণ সচীব রাজসভা মাঝে
উচ্চকণ্ঠে করিল প্রচার—
একদিন আমিও বুঝিব
ইন্দুনাথ নহে অপরাধী!
নাহি যদি ছিল অপরাধী
তবে প্রকাশ্য সভায়
অপরাধ কেন তার করিল স্বীকার?
ঘাতকের খড়্গে
বিসর্জ্জিয়া অমূল্য জীবন—
কি সুখ্যাতি—কি গৌরব আশে
অমর নিবাসে
গেল চলি অম্লানবদনে?
ছিল না কি ধারণা তাহার—
একাকিনী পত্নী তার রহিবে ধরায়,
বৈধব্যের বেশ মরমে দহিয়া
উন্মাদিনী সম যাপিবে জীবন?
ইন্দুনাথ—অপরাধী তুমি!

নিজদোষে আত্মপ্রাণ দিলে বলিদান !
না—না—প্রভুভক্ত ছিলে তুমি বীর !
কলঙ্কের পরে
কলঙ্কের ভার তুলিতে মাথায়
নাহি ছিল আকাঙ্ক্ষা তোমার,
তাই হেন আত্মবলিদান !
যাও বীরবর !
গুণমুগ্ধ তব
অযোগ্য এ হীনবল নেত্রবান,
স্নেহভরে স্মরিয়া তোমারে
গোপনে ঢালিবে কিছু তপ্ত আঁখি-জল !
বিনিময়ে তার—
চাই শুধু মার্জ্জনা তোমার !

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ

অলকা।

অলকা। কি আশ্চর্য্য! জীবন বিসর্জ্জন দিলে, তবু আমার পরামর্শ গ্রহণ করলে না! তার প্রাণের মায়া যে এত কম, তা আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভেবে দেখিনি। ভেবেছিলুম, দণ্ডের কথা শুনে ইন্দুনাথ হয় তো ছুটে এসে আমার কাছে অপরাধ স্বীকার ক'রে প্রাণ ভিক্ষা চাইবে; আমার অভিলাষ পূর্ণ করতে নেত্রবানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'রে দাঁড়াবে। কিন্তু কোথায় কি! অম্লানবদনে ঘাতকের খড়্গে সে প্রাণ দিলে! ইন্দুনাথ চ'লে গেছে—ভাবতেও আমার আপাদমস্তক শিউরে উঠে! তাকে শাসন করবার জন্য খড়্গ তুলেছিলুম, সেই খড়্গ এখন নিজের মাথায় পড়েছে! এইবার কার কাছে যাবো—কার আশ্রয় গ্রহণ করবো? নেত্রবানের ধ্বংসের জন্য কার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করবো? ইন্দুনাথ জীবিত থাকলে হয় তো করতো, ভবিষ্যতে তার মনের পরিবর্ত্তনও হ'তেও পারতো! এখন উপায় কি? নেত্রবান! পুরুষ হ'য়ে একটা রমণীর কৌশলে তুমি এমনিভাবে এত শীঘ্র পরাজিত হ'লে? একটু বিচার করলে না? ইন্দুনাথ প্রকৃত অপরাধী কি না, সেটা তোমার বিচারশক্তি ধরতে পারলে না? অপরাধী কেউ নয়—অপরাধী নেত্রবান; এ সিংহাসনের সে সম্পূর্ণ অযোগ্য।

মধুমতীর প্রবেশ ।

মধুমতী। দিদি! ইন্দুনাথের না কি প্রাণদণ্ড হয়েছে ?

অলকা। তাই তো শুন্‌ছি! আর হবে না তো কি ভাই! দোষীর দণ্ড হওয়াই উচিত।

মধুমতী। কৈ—ইন্দুনাথকে কেউ তো দোষী বল্‌ছে না দিদি! শুন্‌ছি, তার এই দণ্ডের কথা শুনে রাজ্যবাসী সকলেই অশ্রুবিসর্জ্জন কর্‌ছে। দয়ানন্দ ঠাকুর তীর্থ-পর্য্যটনে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে মহারাজকে অনেক তিরস্কার করেছেন; রাজ-সভায় তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেছেন—ইন্দুনাথ নির্দ্দোষ!

অলকা। তবে কি আমি ইন্দুনাথকে মিথ্যা অপরাধী করেছি ?

মধুমতী। সে কথা ভগবান জানেন দিদি! আহা! স্বামীর মৃত্যুদণ্ড শুনে অভাগিনী বিজলী উন্মাদিনীর মত ছুটে এসে রাজ-সভায় মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়েছিল। দিদি! ইন্দুনাথ অপরাধী হ'লেও, অভাগী বিজলীর তো কোনো দোষ ছিল না! তুমি ইন্দুনাথকে শাস্তি দিতে গিয়ে শাস্তি দিয়েছ বিজলীকে; ইন্দুনাথকে নরকে ডোবাতে গিয়ে নরকে ফেলেছ বিজলীকে—ইন্দুনাথ স্বর্গে! দিদি! আমি তাকে আন্‌তে পাঠিয়েছি; এ দুঃসময়ে যদি সে আমাদের সান্ত্বনা পায়, তা হ'লে তার এই অসহনীয় শোকের কথঞ্চিৎ উপশম হবে।

বিধবাবেশে বিজলীর প্রবেশ।

বিজলী। মা!

মধুমতী। কে বাছা তুমি ?

বিজলী। আমায় চিন্‌বে না মা! আমি যে এখন নূতন আমি হয়েছি; পুরোণো আমি শূন্য নীলিমায় মিশিয়ে গেছে।

মধুমতী। কে—বিজলী? তুমি এখনো বেঁচে আছ মা?

বিজলী। কেন থাক্‌বো না মা? আমার কি হয়েছে? বেশ-ভূষা ছিল, সেইটুকু পরিবর্ত্তন হয়েছে,—ললাটে সিন্দুররেখা ছিল, জন্মের মত মুছে গেছে,—স্বামীর আদর-সোহাগে, স্বামীর সুখে সুখী ছিলুম, সেইটুকু ঘুচে গিয়েছে, —সুখের সংসারে জ্বলন্ত বিষাদানল জ্ব'লে উঠে শুধু শান্তিটুকু অপহরণ করেছে, তারপর সব ঠিক তেমনি আছে।

মধুমতী। তুমি একা এসেছ মা?

বিজলী। বিস্মিত হ'চ্ছো কেন মা? এখানে তো একাই আস্‌তে হয়, সঙ্গে আস্‌বার তো কেউ নেই মা! আর সঙ্গী খোঁজবারও অপেক্ষা করিনি! ভাব্‌লুম, নূতন বেশ পর্‌ছি—আপনাদের প্রণাম ক'রে আসি!

অলকা। সর্ব্বনাশী! এ জগতে এমন অদৃষ্ট নিয়ে কেন এসেছিলে? পিতৃ-মাতৃহীন হ'য়ে স্বামীর ঘরে এলে, তাও তোমার সহ্য হ'লো না? সেটুকুও হারিয়ে ফেল্‌লে?

বিজলী। তুমি আমার জন্য দুঃখ কর্‌ছো মা? না—না, দুঃখ ক'রো না—আমার দুঃখে এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলো না; তা হ'লে আমি বুক বেঁধে দাঁড়াতে পার্‌বো না। আমায় শুধু আশ্বাস দাও—হৃদয়ে বল দাও। যে রত্ন গিয়েছে, আর তো ফিরে পাবো না! ঐ রত্নের গৌরবে আমি রাজরাণী ছিলুম মা,—আজ কাঙ্গালিনী!

মধুমতী। কাকে মা ব'লে ডাক্‌ছো বিজলী? জান কি—আমাদেরই আদেশে তোমার স্বামীর প্রাণদণ্ড হয়েছে? আমাদের পিশাচী সম্বোধন না ক'রে রক্ষক ভেবে মা ব'লে আশ্বাস-বাণী ভিক্ষা কর্‌ছো? আমরা রাক্ষসী, রাক্ষসীর ভাণ্ডারে করুণা-বারি সঞ্চিত নেই!

অলকা। তুমি ভেবো না; তোমার ভরণ-পোষণের ভার আমরা গ্রহণ কর্‌বো।

বিজলী। বেশ বলেছ মা! রাক্ষসীর ক্ষুধা নিয়ে তোমাদের সংসারে এসে বস্‌বো, ছ'টী বেলা পেট ভ'রে খেতে দিও। ছেলে বেলা থেকে কেবল খেতেই শিখেছি মা! এখন আমার একটী দান গ্রহণ কর্‌বে মা?

মধুমতী। কি দান মা? তুমি আবার কি দান কর্‌বে?

বিজলী। আমার সর্ব্বস্ব দান কর্‌বো মা! আমার আয়তি-চিহ্নটুকু তুমি নাও! নইলে নদীগর্ভে কি পথের ধূলায় ফেলে দিতে হবে! তুমি যদি তোমার ঐ গৌববান্বিত সুসজ্জিত করে আমার এই আয়তি-চিহ্নটুকু তুলে রাখ, তা হ'লে তাই দেখে আমি মাঝে মাঝে কতকটা শান্তি অনুভব কর্‌বো! রাখ্‌বে মা? অধিনী কন্যার এই শান্তিটুকু যত্ন ক'রে গচ্ছিত রাখ্‌বে?

মধুমতী। রাখ্‌বো মা! তুমি যাতে শান্তি পাও আমি তাই কর্‌বো! যে মনোকষ্ট তুমি পেয়েছ, কুবেরের ভাণ্ডার পেলেও তোমার সে কষ্ট ইহজন্মে যাবে না। যদি এইটুকু হ'লেই তোমার দারুণ যন্ত্রণার অবসান হয়, তা হ'লে সযত্নে এই বেশভূষা গচ্ছিত রেখে যথাসাধ্য আমি তোমার শান্তিবিধানের চেষ্টা কর্‌বো।

বিজলী। রেখো মা রেখো—যত্ন ক'রে রেখো! [মধুমতীর হাতে কয়েকখানি অলঙ্কার দিল] এখন তবে যাই মা! যদি মর্‌তে না পারি—যদি কখনো প্রাণ চায়, তোমাদের আশ্রয়ে এসে শান্তি খুঁজে দেখ্‌বো!

মধুমতী। এ অবস্থায় তুমি কোথায় যাবে মা?

বিজলী। এখন আর আশ্রয়ে থাক্‌বো না মা! ভগবান যখন

নিরাশ্রয় করেছেন, তখন নিরাশ্রয় না হ'লে তিনি যে আবার রুষ্ট হবেন মা!

মধুমতী। মা! এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর; তুমি দুর্ব্বলা রমণী!

বিজলী। রমণী দুর্ব্বলা হ'লেও তার একটা এমন শক্তি আছে মা, যা দেখে সারা জগৎ স্তম্ভিত হ'য়ে যায়! [বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া] এই দেখ মা—রমণীর বল! বিপদ এসে আক্রমণ কর্‌বার পূর্ব্বেই এই ছুরিকাঘাতে বক্ষের স্পন্দন স্থির হ'য়ে যাবে! তোমরা ভেবো না—আমার উপায় আমি ক'রে নেবো! ঐ দেখ সেই পরিচিত মুখখানি, ঐ সেই সোহাগ-জড়িত প্রণয়পূর্ণ স্থির দৃষ্টি, ঐ শোনো সেই পরিচিত আহ্বান! আমি যাই মা—সে আমার আশায় পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে! তৃষ্ণার জল চাইছে—একটু জল দিয়ে আসি! [অলকার প্রতি] তুমি কিছু মনে ক'রো না! বলেছিলে—আমায় পতিহীনা কর্‌বে, সত্যই তা করেছ; কিন্তু আমি দেখ্‌ছি—সে তুমি করনি; করেছেন ভগবান—করেছেন বিচারক! আমি যাই মা একটু জল দিয়ে আসি! চল শাণিত ছুরিকা—তুমিই আমার একমাত্র সঙ্গী! [প্রস্থান।

মধুমতী। দিদি! হতভাগিনী নিশ্চয় আত্মহত্যা কর্‌বে; তোমার পরিচারিকাকে বল—ওকে যেন আত্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হ'তে না দেয়!

অলকা। আত্মহত্যা কর্‌বে? তা করুক্ না! এমন ক'রে বেঁচে থাকার চেয়ে, পলে পলে স্বামী শোকানলে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে, আমি বলি—ওর মৃত্যুই মঙ্গল,—সর্ব্বনাশী মরুক্!

মধুমতী। দিদি! তুমি অম্লানবদনে এই কথা বল্‌লে? ওকে আশ্রয় না দিলে আমাদের কি ধর্ম্মে পতিত হ'তে হবে না? পায়ে পড়ি দিদি, তোমার পরিচারিকাকে একবার পাঠাও!

অলকা। দেখি, গোলোকচাঁদকে নিয়ে যদি কোথাও না গিয়ে থাকে, তা হ'লে এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি !

[প্রস্থান।

মধুমতী। ধর্ম্মরাজ ! সিংহলে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে, সিংহলকে আনন্দ-নিষেবিত ক'বে ভুল ক'রে আবাব বিমুখ হ'চ্ছো কেন দেব ? ইন্দুনাথের প্রাণদণ্ডে তুমি বিচলিত কি না জানি না, ইন্দুনাথ ধার্ম্মিক কি অধার্ম্মিক বুঝি না ! যদি সে ধাম্মিক হয়, যদি সে নির্দ্দোষ প্রমাণ হয়, তবে সিংহলবাজকে বোঝ্বাব ক্ষমতা দাও, বিচাবশক্তি দাও, ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কবতে দাও ! স্বামী স্ত্রীতে পুণ্যাত্মা ইন্দুনাথেব স্বর্গবাস কামনা করবো !

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রমোদ কক্ষ।

গোলোকচাঁদ ও দুইজন খোসামুদে।

গোলোক। কি বল হে—তোমবা কি বল ? বাজা হ'লেই কি দিন রাত মাথা ঘামাতে হবে ?

১ম খোঃ। এ্যাঁ এত বড আস্পর্দ্ধা ! ক্রমশঃ ক'রে মাথা ঘামাতে বলে ? কে বলে ? চড়িয়ে ক্রমশঃ ক'বে ছাতারে ক'রে দেবো, জান !

২য় খোঃ। আরে বাপ্‌রে ! সমস্ত সব মাথা কখনো ঘামান যায় ? ফস্ ক'রে আপনি হয় তো সমস্ত সব ব্যায়রামে প'ড়ে যাবেন ! তখন আবার কোব্‌রেজের—সমস্ত সব গো-বদ্যিরে—

গোলোক। এ্যা—গো-বন্থি কি বল?

১ম খোঃ। দূর গাধা! তুই ক্রমশঃ ক'রে বেগোড় করবি দেখতে পাই! রাজা-রাজড়ার অসুখ-বিসুখে ক্রমশঃ ক'রে কি গো-বদ্যি দেখবে? সে এই গরীব-দুঃখীর ঘরে হয়। নে, মহারাজের কাছে ক্রমশঃ ক'রে মাপ চেয়ে নে!

২য় খোঃ। মহারাজ! গো-বদ্যি কথাটা সমস্ত সব হ'ড্‌কে বেরিয়ে পড়েছে, আমায় সমস্ত সব মাপ করতে আজ্ঞা হয়।

গোলোক। আচ্ছা মাপ্‌! আমি একটা নূতন সাম্রাজ্য তৈরী করছি, সেটা কি বাইরে বেশী প্রচারিত হয়েছে?

১ম খোঃ। রাম! রাম! ক্রমশঃ ক'রে এ কথা একেবারে কাক পক্ষীতে জানে না!

গোলোক। কেন জানে না? কেউ যদি জান্‌তেই না পারলে, তবে কি ক'রে সকলে আমার অধীন প্রজা হ'তে আস্‌বে?

১ম খোঃ। আজ্ঞে ক্রমশঃ ক'রে শোনেন কেন মহারাজ? দেশে দেশে, পথে পথে, দোরে দোরে এই কথা ঢ্যাঁড়া দিয়ে ঢ্যাঁড়াদার ব্যাটার ক্রমশঃ ক'রে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হ'য়ে গেছে! এমন কি জগতের লোক বোধ হয় ক্রমশঃ ক'রে কেউ আর জান্‌তে বাকী নেই!

গোলোক। এতটা প্রকাশ করবার কোন দরকার ছিল না!

১ম খোঃ। আজ্ঞে যতটা বল্‌ছি, ক্রমশঃ ক'রে ততটা কি আর হয়েছে? ঢ্যাঁড়াদার ব্যাটা হয় তো কত জায়গায় ক্রমশঃ ক'রে ফাঁকি দিয়েছে; হয় তো ঢাকের বাদ্যি শুনে কতক কানে আঙ্গুল দিয়ে বসেছিল, কতক হয় তো পিলে ফেটে ক্রমশঃ ক'রে ম'রেই গেছে, কতক হয় তো সেই সময় নিদ্রাতুর ছিল। তা এই রকম বাদ-সাদ দিয়ে ক্রমশঃ ক'রে অতি অল্প জনই শুনে থাক্‌বে মহারাজ!

গোলোক। তা বেশ হয়েছে! আজকে তরল টরল বুঝি কিছু আননি? তোমরা অতি অর্ব্বাচীন!

২য় খোঃ। আজ্ঞে ছুটে গিয়ে সমস্ত সব নিয়ে আস্‌বো?

গোলোক। আর যাক্, দিন দিন উচ্ছন্ন যাচ্ছ! হ্যাঁ—সেই তাদের ডাক না?

২য় খোঃ। আজ্ঞে—একটু তরল হ'লে—

গোলোক। আঃ, যাও না উল্লুক—যা বল্‌ছি শোনো না!

১ম খোঃ। হ্যাঁ—ক্রমশঃ ক'রে আচ্ছা উল্লুক তো আমরা? ঐ—ঐ এসে পড়েছে মহারাজ। ক্রমশঃ ক'রে আপনার সাড়া পেয়েছে কি না। তাই রুণুঝুণু-বোলে আপনার দিকেই ক্রমশঃ ক'রে এগিয়ে আস্‌ছে। এস—এস! মহারাজ ক্রমশঃ ক'রে উতলা হ'য়ে পড়েছেন।

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

২য় খোঃ। আজ্ঞে আমরাও সমস্ত সব থাকি মহারাজ! আমরা আপনার সমস্ত সব জুতোর ধূলো!

গোলোক। আচ্ছা থাক—ঐ এক পাশে ব'সে থাক!

১ম খোঃ। আজ্ঞে একপাশে থাক্‌বো বৈকি! ক্রমশঃ ক'রে সে কি কথা?

গোলোক। সুন্দরীগণ! তোমরা একটু আমোদ কর।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

সখী ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ বাজে পিয়ালা।
কিবা সুধার আধার মন-প্রাণ-ভোলা॥

ঢাল ঢাল সখী লাল সুধা,
নাগর অধর পাশে ধবলো সদা,
নাগর পরশ লব, স্বর্গের হাসি পাব,
ভুলে যাব সকল জ্বালা।
আঁখি-বাণ সখী হান ঘন,
লাল সুধা সখী কর পান,
অমিয় জড়িতস্বরে নাগরে তুষিব পরে,
সোহাগের পরাবো মালা॥

কন্দলীর প্রবেশ।

কন্দলী। বলি হ্যাঁলা ছুঁড়ীগুলো! তোদের কি লজ্জা সরমের ভয় নেই লা? যত বয়েস বাড়্‌তেছে, যেন সব ধিঙ্গী হ'চ্ছিস! ক'টায় মিলে রাজকুমারের পরকালটা খাচ্ছিস কেন বল্‌ তো? বেরো হতচ্ছাড়ীর দল! এ বাড়ীমুখো হ'লে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোবো!

গোলোক। কি—দাসী হ'য়ে তুই যে বড় লম্বা লম্বা কথা কইছিস্ দেখ্‌তে পাই! আমার আমোদ আহ্লাদে বাধা দেবার তুই কে? সুন্দরীগণ! তোমরা নাচ—গাও—ফূর্ত্তি কর—

১ম খোঃ। মার বেটীকে ক্রমশঃ ক'রে এক চড়ে একেবারে—

২য় খোঃ। এই চুলের ঝুঁটী না ধ'রে বেটীকে সমস্ত সব তেশূন্যে না তুলে সমস্ত সব একটী আছাড়—

১ম খোঃ। ক্রমশঃ ক'রে ধর বেটীকে ধর—

গোলোক। বলি ওহে ক্রমশঃ ক'রে—সমস্ত সব! তোমরা যে দেখতে পাই মাত্রা একেবারে বাড়িয়ে দিচ্ছ! আমি তোমাদের কিছু আদেশ দিয়েছি?

১ম খোঃ। তাই তো! [দ্বিতীয়ের প্রতি] তুই গাধাই তো ক্রমশঃ ক'রে যত নষ্টের মূল!

২য় খোঃ। সমস্ত সব আমি না তুই?

১ম খোঃ। আবার ক্রমশঃ ক'রে চোখ রাঙ্গানো হ'চ্ছে?

২য় খোঃ। সমস্ত সব নিশ্চয় হ'চ্ছে?

১ম খোঃ। খবরদার বল্‌ছি! একটা থাপ্পড়ে ক্রমশঃ ক'রে বদন বিগ্‌ড়ে দোবো!

২য় খোঃ। সমস্ত সব কীচকবধ জান তো? এই হাত পা গুলো পেটের মধ্যে পুরে সমস্ত সব তালটী ক'রে ছেড়ে দোবো!

১ম খোঃ। ক্রমশঃ ক'রে আমি রেগে যাচ্ছি কিন্তু; আমার ক্রমশঃ ক'রে চণ্ডালে রাগ!

২য় খোঃ। আরে রেখে দে তোর চণ্ডালে রাগ! সমস্ত সব যুদ্ধ কর্‌তে জানিস্?

১ম খোঃ। ক্রমশঃ ক'রে নিশ্চয়!

২য় খোঃ। তবে লাগে, সমস্ত সব যুদ্ধং দেহি—যুদ্ধং দেহি—[মারামারির ভঙ্গী]

গোলোক। অর্ব্বাচীন! এখনো তোমরা বাচালতা পরিত্যাগ কর্‌লে না? নাও—তোমরা নাচ—গাও—[সুর উঠিল]

নেপথ্যে অলকা। গোলোকচাঁদ!

গোলোক। ঐ মা আস্‌ছেন বুঝি! [সুর থামিয়া গেল] তোমরা লুকিয়ে পড়—লুকিয়ে পড়!

১ম খোঃ। মা আস্‌ছেন বুঝি, ক্রমশঃ ক'রে লুকিয়ে পড়!

২য় খোঃ। সমস্ত সব লুকুই কোথা?

গোলোক। তা জানি না, শীগ্‌গির লুকিয়ে পড়!

১ম খোঃ। ক্রমশঃ ক'রে যে আজ্ঞে—

[নর্ত্তকীগণ ও খোসামুদেদ্বয়ের প্রস্থান।

অলকার প্রবেশ।

অলকা। গোলোক! তুমি এখানে একলাটী রয়েছ?

কন্দলী। ওমা! একলা কিগো—

গোলোক। চুপ্ কর! মা, তুমি এ বেটীকে তাড়াও! ওর জন্যে আমি এক তিল শান্তি পাচ্ছি না!

অলকা। ছিঃ গোলোক! ওকে অমন কঠোর কথা ব'লো না— ও তোমায় কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছে!

গোলোক। শৈশবে আমায় শাসন করেছিল ব'লে আমার বয়সকালেও শাসন করবে? মান-মর্য্যাদা কি, পদগৌরব কি, রাজবংশ কি, রাজসিংহাসন কি, এখন আমি সমস্তই বুঝতে শিখেছি। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প-গুজবে যদি আমি একটু আনন্দলাভ করতে চাই, ওর তাতে গাত্রদাহ কেন? অধিকার আছে ব'লে শৈশবে আমায় শাসন করতো ব'লে একটা পরিচারিকা সকলের সম্মুখে এখন আমায় সেইভাবে শাসন করতে আসবে? না—না, এতে আমি বড় অপমান বোধ করি।

কন্দলী। ওমা—আমি কি অপমান বাক্যি বলেছি গো? ওমা, আমি যে ভালো করতে গেছনু গো! শেষে আমারই এই বদনাম গা! তাই কর মা—তাই কর! আমায় বিদেয় ক'রে নিশ্চিন্দি ক'রে দাও! বলে যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর! ওমা, কি হবে মা—

অলকা। চুপ্ কর্, তোর যে আবার বাড়াবাড়ি দেখতে পাই! ছেলের একটা কথা বুঝি আর সহ্য হয় না? না সহ্য হয়—বিদেয়

হ'য়ে যা! আর যদি থাক্‌তে হয়—সহ্য ক'রে থাক্‌তে হবে। এখন থাম্! গোলোকচাঁদ! একটা কথা বলি মন দিয়ে শোনো।

কন্দলী। হ্যাঁ মা-ঠাকরুণ! সেই কথা নাকি গো? একটু আস্তে ব'লো বাপু!

অলকা। তুই চুপ্ কর্, তোর নিজের মুখ সাম্‌লা! দেখ গোলোক! ক্ষণা-মিহির আজ পাহাড়ের উপর শিকার কর্‌তে যাবে, তুমিও গুপ্তভাবে তাদের অনুসরণ কর! সঙ্গে ধনুর্ব্বাণ নাও, আবশ্যকীয় তরবারি নাও! গুপ্তভাবে পাহাড়ের উপর মিহিরের প্রাণসংহার কর্‌তে হবে! পার্‌বে? কি—নিরুত্তর যে?

গোলোক। মা! মিহির কি প্রকৃতই তোমার শত্রু?

অলকা। আমার শত্রু হ'লে এতটা ভাব্‌তুম না গোলোক! সে তোমার শত্রু!

গোলোক। তুমি প্রতিদিনই বল, মিহির আমার পরম শত্রু! তোমার কথায় তার উপর যথেষ্ট সন্দেহ হয়; কিন্তু যখনই তার সম্মুখীন হ'য়ে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করি, তখনই দেখি—মিহির শান্ত উদার, আনন্দ-রাজ্যের উজ্জ্বল মণি! কৈ—তার মুখে তো কখন কুটীলতার ছায়া দেখিনি মা!

অলকা। আজ দেখনি, দু'দিন পরে দেখ্‌তে পাবে। গোলোক! আমি তোমার গর্ভধারিণী; এ জগতে এমন আপনার তোমার আর কেউ নেই! জননীর মঙ্গল কামনায়, জননীর স্নেহে তিলমাত্র সন্দেহ ক'রো না! তোমার শত্রু মিত্রকে তুমি যা জান, তার সহস্রগুণ আমি জানি। মিহিরের বাহ্যিক চাকচিক্যে তুমি মুগ্ধ হয়েছ; কিন্তু জান কি গোলোক, সে তোমার সিংহাসনলাভের একমাত্র কণ্টক! সে তোমার পরম শত্রু!

গোলোক। বল কি মা, মিহির এতদূর শত্রুতা পোষণ করে? কুটীলতাকে আচ্ছন্ন করতে সে এমনিভাবে মহত্ত্বের মিথ্যা আবরণ পর্তে পারে?

অলকা। যাতে কুটীলের এই বাহ্যিক মহত্ত্ব চোখে দেখ্তে না হয়, যাতে একজন অজ্ঞাতকুলশীল যুবক ভবিষ্যতে সিংহলের সিংহাসন কলুষিত কর্তে না পারে, যাতে রাজবংশজাত তুমি—সিংহাসনে উপবেশন ক'রে আমায় রাজ-মাতা ব'লে প্রচারিত কর্তে পার, তার জন্য সচেষ্ট হও! অপূর্ব্ব রত্নরাজি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, তুমি নিজের চেষ্টায় সেই সকল গৃহে এনে সঞ্চয় কর!

গোলোক। মা! তাকে হত্যা না ক'রে কৌশলে যদি এই সিংহল থেকে বিতাড়িত করি?

অলকা। তাতে সফলকাম হবে না কুমার! তার বাহ্যিক মহত্ত্বের আবরণ দেখে সকলেই তার গুণমুগ্ধ হ'য়ে আছে। এমন কি—হিংস্র জন্তুও যদি নিরাশ্রয় অবস্থায় তাকে দেখ্তে পায়, হিংসা ভুলে তারাও মিহিরকে আশ্রয় দেবে। তা না হ'লে বিশাল সমুদ্র তার তরঙ্গ দমন কর্বে কেন? তাকে সিংহলে এনে রাজার কোলে ফেলে দেবে কেন? ভাগ্য এখন মিহিরের অনুকূলে!

গোলোক। মিছে নয় মা, মিহিরকে যদি হত্যা কর্তে পারি, তা হ'লে ক্ষণারও অনেকটা দর্প চূর্ণ হয়! তুমি শোনো নি মা, ক্ষণা একদিন আমার মুখের উপর বল্লে—আমায় সে ঘৃণা করে!

অলকা। সত্যি গোলোক? একথা আমায় এতদিন বলনি?

কন্দলী। ওমা, কি দেমাক্ গো—এঁ্যা!

অলকা। তবে আর বিলম্ব ক'রো না গোলোক! সুতীক্ষ্ণ শরে বিষমিশ্রিত ক'রে তোমার শত্রুর অনুসরণ কর, যেমন ক'রে হোক্

শক্রনিপাত কর; দেখ্‌বে—ঐ ক্ষণা আপনি ছুটে এসে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়্‌বে! কি ভাব্‌ছ গোলোক?

গোলোক। কিছুই ভাবিনি মা, আমি প্রস্তুত! তুমি কি আমায় তোমার অযোগ্য পুত্র মনে কর মা? তোমার আদেশ পেলে আমি সব কর্‌তে পারি!

অলকা। ক্ষণা-মিহির হয় তো এতক্ষণ প্রস্তুত হয়েছে; তুমি বিলম্ব কর্‌লে সব পণ্ড হবে! আমোদ-আহ্লাদের দিন পাবে গোলোক, গল্প-গুজবের অনেক সময় পাবে, আগে সুখের পথের কণ্টক নির্ম্মূল কর!

গোলোক। তবে চল—

[অলকা ও গোলোকচাঁদের প্রস্থান।

কন্দলী। তা বলি বাপু, গোলোকচাঁদের কট্‌মটে মেজাজ হোক্‌, কথা-বার্ত্তা শোনে। আর মেজাজ কি এতদিন কট্‌মটে ছিল গা? ঐ সোমোত্ত ছুঁড়ীগুলোই তো মাথা খেতে বসেছে! হতচ্ছাড়ীগুলো এবার যেদিন এস্‌বে, এমন বাপন্ত পিতন্ত কর্‌বো না তো! মুখে আগুন—মুখে আগুন! লজ্জা আছে কি গা? কি দস্যি—কি বাচাল! গোলোকচাঁদ যে ফোঁস ক'রে ওঠে, নইলে খেঙ্গরে বিষ ঝেড়ে দিতুম। মরুক্‌গে—মরুক্‌গে, ম'লে শুকুনিতে ছিঁড়ে খাবে—শুকুনিতে ছিঁড়ে খাবে—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পার্ব্বত্য পথ।

ক্ষণা শরাঘাতে একটী মৃগশিশুর প্রাণসংহারে উদ্যত হইলে, মিহির বাধা দিলেন।

মিহির। পরিহর ক্ষণা শিকার-সঙ্কল্প!
তুঙ্গশৃঙ্গ' পরে নিরালায় বসি'
বিধাতৃ-সৃজিত
মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য অপার—
এস—প্রাণ ভ'রে
মুগ্ধনেত্রে করি নিরীক্ষণ!
আহা! এত শোভা
দিয়াছেন বিধি মেদিনীর বুকে?
এত শান্তি বিরাজে এখানে?
নাহি জানি—হেন শান্তি উপভোগে
বঞ্চিত আমরা কেন এত দিন!
নীরব কি হেতু ক্ষণা?
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হেন দেখেছ কি কভু?
গিরি-অঙ্গ বহি'
নির্ঝরিণী ঝরিছে সুতানে,
বিহঙ্গমকুল আপনার মনে
স্বাধীন ভ্রমণে

পুলকে মাতিয়া উড়িছে আকাশপথে,
কভু আসি শাখী-শিরে বসি'
পঞ্চমে তুলিছে তান,
নিম্নে অদূরে কৃত্রিম সরোবরে,
তুষার-বরণ
অগণন ভসিছে মরাল,
সূত্র-রেখা সম
দূর প্রবাহিনী—স্বচ্ছ তরঙ্গিনী—
হেন দৃশ্য দেখেছ কি ক্ষণা ?

ক্ষণা। মিহির ! সত্য কথা।
নিরখি এ প্রকৃতি-সৌন্দর্য্য
মুগ্ধ মম আঁখি-মন !
যেন শান্তি-সুধাধার
নবীন সাম্রাজ্য কোনো
আমা দোঁহে বুকে নিতে তার,
গোপনে উঠিল ফুটি' আপনার মনে।
মিহির ! প্রকৃতি-সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ,
আত্মহারা তুমি ; প্রকৃতি শোভায়—
ভুলিয়াছ সত্য সমুদায় ;
সত্য মানি সুন্দরী প্রকৃতি,
কিন্তু ক্ষণার সৌন্দর্য্য
পারে না কি ভুলাতে তোমায় ?
বল তো মিহির ! ক্ষণার সৌন্দর্য্য পাশে
পরাজিত কি না প্রকৃতি সুন্দরী ?

মিহির। ক্ষণা! পরীক্ষিতে চাও বুঝি
হৃদি-মন মম?
সত্য মানি সুন্দরী প্রকৃতি;
কিন্তু কারে ল'য়ে সাজিল সুন্দর
ভেবেছ কি ক্ষণা?
কুঞ্চিত কুন্তল যথা রমণীর শিরে,
মনোহর নয়ন যুগল, কনক বলয়—
কিম্বা কণ্ঠহার অলঙ্কারে
সৃষ্টি করে রমণী-সৌন্দর্য্য,
সেই মত পর্ব্বত, কানন আর
বিকচ প্রসূনভরা সুরম্য উদ্যান,
কিম্বা ঊর্দ্ধে ওই বিরাট নীলিমা,
নিম্নে সীমাহীন অনন্ত বারিধি,
তোমা হেন সুন্দরী প্রতিমা
নাহি যদি বিরাজিত প্রকৃতির কোলে,
হইত কি সুন্দরী প্রকৃতি?
বিহঙ্গের গানে প্রকৃতি পূরিত,
কুসুম-শোভায় প্রকৃতি শোভিত,
তোমারি সৌন্দর্য্যে প্রকৃতি সুন্দরী,
প্রকৃতির প্রকৃতি-মোহিনী তুমি,—
তাই দেখি প্রকৃতি সুন্দরী!

ক্ষণা। ভাল বাক্য-ছটা শিখেছ মিহির!
যাক্—কথায় কথায় সময় চলিয়া যায়;
এস ত্বরা—বিকসিত ফুলের ভূষণে

মনমত সাজি এস দোঁহে !
পশ্চাতে আবার চলিব শিকারে।
যাই আমি—তুমি যাও ভিন্ন পথে ;
দেখি কেবা ফিরে ত্বরা ফুলরাশি ল'য়ে !
মনে রেখো—
এই শুষ্ক পাদপের মূলে
পুনঃ মোরা হইব মিলিত।

[প্রস্থান

মিহির। কেবা এ সুন্দরী ?
জ্ঞান হয়—
স্বরগের শাপভ্রষ্টা দেবী কোনো,
কালচক্রে পড়েছেন
বিষম রহস্যপূর্ণ সংসার মাঝারে !
রাজার তনয় আমি,
ক্ষণা রাজার তনয়া !
জ্যেষ্ঠ আমি,
কিন্তু আমা হ'তে অধিক চতুরা ক্ষণা।
শাস্ত্রজ্ঞান আমা হ'তে অধিক তাহার।
জ্ঞান-বুদ্ধি বিদ্যা-শক্তি তার
নহে যেন এ জগতের।
স্বর্গীয় আলোক যেন লাবণ্য ফুটায়ে
আশ্রয় করেছে তার
নশ্বর মোহিনী মূরতিখানি !
হেরি সে রূপমাধুরী জ্ঞানহারা আমি।

মনে হয়, ক্ষণা যদি—
ছি-ছি—পাপ মন !
প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হ'য়ে
ভুলেছ কি ভ্রাতা-ভগ্নী পবিত্র সম্বন্ধ ?
ভাব মন ! গভীর চিন্তার পরে
দেখ বিচারিয়া—কে সে ক্ষণা ?
তোমা সনে কিসের সম্বন্ধ তার ?

সহসা গোলোকচাঁদের প্রবেশ ।

গোলোক । এই যে মিহির ! যাহার কারণ
বহুকষ্টে ভ্রমি গিরিপথে,
সেই ঘোর আততায়ী মোর—
সম্মুখে আমার !
মিহির ! ইষ্টনাম কর উচ্চারণ,
জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত তোমার !

মিহির । জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত আমার ?
কনিষ্ঠের সনে
একি পরিহাস দাদা ?

গোলোক । পরিহাস নহে পাপাধম !
চিরদিন কেহ নাহি রহে ধরাধামে ।
সুখ-শান্তি ল'য়ে
বহুদিন করিয়াছে
ঘুচায়ে সুখের মেলা,
যেতে হবে আজ অনন্তের কোলে ।

তাই এই উন্মুক্ত কৃপাণ
আসিয়াছে ছুটি—
বক্ষরক্ত তব করিবারে পান।

মিহির। কেন দাদা ?
কোন্ অপরাধে অপরাধী আমি,
যার তরে নাশিয়া জীবন মোর—
তৃপ্ত হবে তুমি ?

গোলোক। অপরাধ ?
কিবা গুরু অপরাধে অপরাধী তুমি
জিজ্ঞাস অন্তরে তব,
পাবে তার সম্যক্ উত্তর !
অথবা শুনিতে সাধ যদি
অপরাধ তব,
যাও তবে মতিহীন মাতৃ পাশে মোর ;
শুনে এসো কুপ্রবৃত্তি কাহিনী তোমার,—
শুনে এসো—স্পর্দ্ধা-সীমা করি অতিক্রম
কতদূর এসেছ অজ্ঞান !

মিহির। [স্বগত] কোন্ অপরাধে অপরাধী আমি,
ব'লে দাও দেব জগন্নাথ !
হৃদয়ে জাগিয়া মোর
কও কথা হৃদয় মাঝারে,—
ঘুচাও সন্দেহ দেব।
নিমজ্জিত আমি সন্দেহ-সাগরে।
[প্রকাশ্যে] দাদা ! স্মরণে না আসে ;

বুঝি অজ্ঞাতে করেছি দোষ
মায়ের চরণে! ক্ষম অপরাধ মোর!

গোলোক। ক্ষমা? জান কি অজ্ঞান—
তোমার কারণ জননী আমার
কত দুঃখ সহে নিশিদিন!
সাধ মম জননীর
সিংহাসনে দেখিয়া আমারে—
ভুঞ্জিবেন আনন্দ অপার,
রূপবতী রাজপুত্রী ক্ষণারে আনিয়া,
পুত্রবধূরূপে বাম পাশে বসায়ে আমার,
করিবেন আশা পূর্ণ তাঁর;
কিন্তু অন্তরায় তায় দেখিয়া তোমারে,
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি বহুকষ্ট সহেন অন্তরে।
প্রতিদিন কহেন আমারে—
'গোলোকচাঁদ! তুই বর্ত্তমানে,
তোর সিংহাসনে পরিচয়হীন
ঘৃণ্য জারজের হবে অধিকার?'
তাই মোর ভবিষ্য সুখের পথ
করিবারে নিষ্কণ্টক,
নিভৃত পর্ব্বতে অস্ত্র ল'য়ে এসেছি ছুটিয়া
এই সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ
আমূল বসায়ে দিব হৃদয়ে তোমার।

মিহির। দাদা! নাহি চাই রাজ-সিংহাসন,
নাহি চাই ক্ষণারে তোমার!

মুক্তকণ্ঠে কহি—
সিংহাসন আসন তোমাব ;
দাস আমি,
অনুগত তব রব' চিরদিন !

গোলোক। রাখ বাক্যছটা !
অন্তবে লুকাযে রাখি বিষেব ছুরিকা,
সুধামাখা কপট কথায়
চাহ তুমি ভুলাইতে মোবে !
মহাশত্রু তুমি মোর
ভবিষ্য জীবন পথে !
মিহির ! অজ্ঞাত-কুলশীল
অজ্ঞাত-পরিচয় মিহিব !
কণ্টক আমাব তুমি,
আজ পেয়েছি সম্মুখে !
নির্ম্মূল করিব ত্বরা,
যাও যমালয়ে—[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

[মিহিরও আত্মরক্ষার জন্য গোলোকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে, উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইল ; মিহির পরাজিত হইল, তথাপি গোলোক-চাঁদ নিরস্ত হইল না ।]

মিহির। ধর্ম্ম সাক্ষী—ধর্ম্ম সাক্ষী—
শত্রু নহি আমি ;

অন্তরঙ্গ তব—অন্তরের কথা!
দাদা! এত—নির্দ্দয় তুমি?

গোলোক। কে নির্দ্দয়? বিচার—
বিচারের এই দণ্ড!

[মিহিরকে হত্যা করিতে উদ্যত।]

ত্রিশূলহস্তে ক্রুদ্ধ দয়ানন্দের প্রবেশ।

দয়ানন্দ। সাবধান বিচারক!
পাপের বিচারে,
পুণ্য যদি হয় হতপ্রাণ,
বিধাতার ডুবে যাবে নাম;
চন্দ্র সূর্য্য খসিবে ত্বরায়,
গগনের গায়
নাহি আর রবে গ্রহ-তারা!
পিশাচপ্রবৃত্তি ল'য়ে
ভাল খেলা খেলিতেছ মাতা-পুত্রে দোঁহে!
কতদিন ধরি নাই শূল!
বার্দ্ধক্যে আবার কর্ত্তব্যের অনুরোধে,
মুছাইতে পাপের অস্তিত্ব,
মহোল্লাসে ধরিয়াছি শূল!
চাও যদি ধর্ম্মের শোণিত—
সুনিশ্চয় মরণ তোমার!

গোলোকচাঁদকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে
বেতাল আসিয়া বাধা দিলেন।

বেতাল।—

গীত।

পাপীর এ যে সুখের মরণ, পাবে সুখের তরী।
বেঁচে থাকাই খাটী মরণ ঝর্‌বে নয়ন-বারি॥
যৌবনের বিষম তেজে ধরা এখন দেখ্‌ছ সরা,
দু'দিন বাদে নয়নে তার ঝর্‌বে দেখো অশ্রুধারা,
কেঁদে কেঁদে বল্‌বে নিজ, করেছি গো কি ঝক্‌মারী।
অনুতাপের অনল যখন জ্বালিয়ে দেবে বুকখানিকে,
পাপীর মরণ জান্‌বে তখন দেখ্‌বে সকল ভিন্ন চোখে,
কোথায় আছে এমন মরা ভাঙ্গ্‌বে তখন জারিজুরি॥

[গোলোকচাঁদের প্রস্থান।

দয়ানন্দ। সাধুবেশধারী—
কে তুমি মতিমান ?
জ্ঞান হয—বহুদর্শী তুমি,
দার্শনিক মহাজন কোনো।
কহ সাধু! কোথা তব ধাম—
কিবা নামে বিদিত ভুবনে ?

বেতাল। পরিচয় দেবার তো সময় হ'লো না! আমার ডাক্ পড়েছে, উজ্জয়িনী থেকে ডাক্ পড়েছে! কলের পুতুল, কল্ টিপ্‌লেই নড়ে চড়ে—যে দিকে ফেরায়, সেই দিকেই ফেরে!

[প্রস্থান।

দয়ানন্দ একি—কোথা গেল পাপিষ্ঠ গোলোক ?
মিহির! বিদায় লইনু এখন ;
রহ সাবধানে!

দেখি, রাজদণ্ড হ'তে—
কতদিন রহে পাপী কত গুপ্তভাবে।		[প্রস্থান।

মিহির। থাকে থাকে জাগে সেই কথা!
থাকে থাকে ফুটে ওঠে জ্বলন্ত অক্ষরে,
নীলিমায় ছড়ায় সমীর,
নীরবতা ভাঙ্গি কহে গিরিশ্রেণী,
অণু—পরমাণু
সমস্বরে কহিছে সকলে—
'অজ্ঞাত কুলশীল হতভাগ্য মিহির!'
কেন? কেহ কি জানে না রাজপুত্র আমি?
নেত্রবান নহে কি জনক মম?
মধুমতী নহে কি জননী মোর?
ক্ষণা মোর নহে কি ভগিনী?
পরিচ্ছদ—নহে কি এ রাজপুত্র যোগ্য?
মিহির! চিন্তা কর—চিন্তা কর নির্বে ,
চিন্তা ভেলা ল'য়ে,
যেতে হবে অনন্ত চিন্তা জলধি-পারে!
ভাব মিহির! অজ্ঞাত কুলশীল তুমি,
সত্য কিম্বা মিথ্যা এ রটনা!

দূরে পুষ্পহস্তে ক্ষণার প্রবেশ।

ক্ষণা। মিহির!

মিহির। [স্বগত] কৈ, প্রাণ তো কহে না মোর—
ঘৃণ্য জারজ-সন্তান আমি!

ক্ষণা [নিকটে আসিয়া]
মিহির—মিহির ! [হস্তধারণ]
একি ! অশ্রুবিন্দু
কেন হেরি নয়নের কোণে ?
প্রফুল্লতা নাহিক আননে,
অবসন্ন কায় কাঁপিছে সঘনে,
ঘন ঘন পড়ে দীর্ঘশ্বাস,
ভাষা নাহি ফুটে,
একি ভাব মিহির তোমার ?

মিহির। ক্ষণা !—

ক্ষণা। বল—বল—
রুদ্ধকণ্ঠ কি হেতু সহসা ?
জান না কি—বেদনা পাইলে তুমি
বজ্রাঘাত পড়ে মোর বুকে ?

মিহির। ক্ষণা ! কি কহিব—
কি শুনিবে তুমি ?
ওষ্ঠপ্রান্তে এসে
ফিরে যায় আপনি সে কথা !
না—না, ব্যথা পাবে প্রাণে,
ঘৃণায় ফিরাবে মুখ।
ক্ষণা ! হতভাগ্য আমি ;
কাঁদিতে এসেছি ভবে,
কাঁদিয়া কাটাবো দিন !

ক্ষণা। তুমি যদি কাঁদ,

শান্তি তায় বাড়িবে কি মোর ?
বল, কিবা দুঃখ তব ?
কি হেতু বা হতভাগ্য কহ আপ
কিসে এত কাতর মিহির ?

মিহির। ক্ষণা ! কেন এত কাতরতা ?
সন্দেহ—সন্দেহ,
দারুণ সন্দেহ ক্ষণা !
জান যদি ঘুচাও সন্দেহ মোর ;
বল রাজবালা !
নেত্রবান নহে কি জনক মোর ?
জননী তোমাব নহে আমার কি জননী মম ?
সহোদরা নহ কি আমার তুমি ?
বল—আত্মজন আমি
হই যদি তোমা সবাকার,
তবে পরিচয়হীন
জারজ সন্তান বলি
কেন মোরে সম্ভাষে জগৎ ?

ক্ষণা। শত্রু ভিন্ন মিত্র কেবা
হেন কথা কহিতে সক্ষম ?
বুঝিয়াছি, নারকী গোলোকচাঁদ
ঘটায়েছে সুনিশ্চয় এ হেন বিপ্লব !
তাই বুঝি পাপী
দূব হ'তে নিরখি' আমায়,
গিরি অতিক্রমি পলাইল দ্রুত।

বুক বাঁধ—বুক বাঁধ বীরেন্দ্র মিহির !
শত্রুর শত্রুতা
বহু বার পীড়ন করিবে তোমা !
জানি আমি কাহিনী তোমার ;
শুনিয়াছি জননীর মুখে—
অতি ক্ষুদ্রকায় শিশুটী যে দিন
সিংহল সাগরকূলে
এসেছিলে ভাসিতে ভাসিতে,
সেই দিন হ'তে পিতা মোর
গৃহে ল'য়ে তোমা,—
পুত্র সম পালেন যতনে।
মিহির ! দুশ্চিন্তা কর পরিহার ;
কেন মিছে জ্ঞানহীন প্রায়
অযথা কথায়
অকারণ করিছ রোদন ?
মিহির—মিহির ! প্রাণের মিহির !
কি জানি কি অবক্তব্য প্রেমের টানে
তোমা সনে মিশিয়াছে ক্ষুদ্র প্রাণ মোর !
জীবন যৌবন মম
সমর্পণ করেছি তোমারে।
ভাব কি মিহির !
অজ্ঞাত-কুলশীল অজ্ঞাত-পরিচয়
জারজ যে জন,
সিংহলকুমারী মতিহীনা সম

পতিত্বে বরিবে তা'রে ?
মিহির ! গণনায় জানিয়াছি আমি
উজ্জয়িনী ধাম তব,
ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব তুমি হে মহান্ !
মাতা তব স্বর্গগতা বহু দিন ;
দুর্ভাগ্য তাড়নে সিংহলে এসেছ তুমি !

মিহির। ক্ষণা—ক্ষণা !
কিবা এ সংসার ?
কেন এত বৈষম্য এখানে ?

ক্ষণা। স্থির হও,
কেন বৃথা চঞ্চল মিহির ?
চিনিবে না বুঝিবে না সংসার-রহস্য !
বুঝ শুধু কর্ম্মী মোরা—
বিধাতার ক্রীড়ায় পুতুল !

মিহির। ক্ষণা ! দেখেছ কি গণনায়—
ফিরে যাবো পিতৃ-সন্নিধানে মোর ?

ক্ষণা। হয় নাই সে সৌভাগ্য মম,
অবসরে জানিব যতনে।
চল মিহির ! মিথ্যা সে অপবাদ ;
ভুলে যাও—
মহাশত্রু গোলোকের অলীক বচন !
ভাব মনে—ভাগ্যবান তুমি ;
কেন মিছে রবে ম্রিয়মান ?
ভগবান সহায় তোমার !

মিহির। নাহি আর অলীক ভাবনা ক্ষণা!
অদৃষ্ট সহায় যা'র—
ভাগ্যবান নিশ্চয় সে জন!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সমুদ্র তীরবর্ত্তী কুটীর সম্মুখ।

মলিন বেশে অন্নের থালা হস্তে বিজলীর প্রবেশ।

বিজলী। সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌ছে, জীর্ণ কুটীরখানিকে অন্ধকার নিজের কোলে টেনে নেবার জন্যে অতি ধীরে—অতি নীরবে—অতি আগ্রহে এগিয়ে আস্‌ছে! কৈ তুমি প্রভু? অন্ন-ব্যঞ্জন সাজিয়ে নিয়ে তোমার আশায় পথ চেয়ে ব'সে আছি,—কার্য্যভার পরিত্যাগ ক'রে, একটু অবসর নিয়ে ক্ষুধার অন্নগ্রহণ কর্‌বে এসো! আহা, কতদিন উপবাসে আছে! কে—ও! আ-ম'লো, আস্পর্দ্ধা দেখ! শৃগাল-কুকুরগুলো লোলুপদৃষ্টিতে এই অন্নের দিকে তাকিয়ে আছে! খাবে—খাবে? এই যে সমুদ্রের জলে ফেলে দিই—খুঁটে খাও! [পাত্র জলে ফেলিবার উপক্রম] না—না, ফেল্‌বো কি ক'রে? স্বামী আমার যদি শুক্‌নো মুখে ক্ষুধার জ্বালা নিয়ে সম্মুখে এসে খাদ্য প্রার্থনা করে, আমি পত্নী হ'য়ে কোন্ মুখে বল্‌বো—তোমার ক্ষুধার অন্ন সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিয়েছি? না—না

তা পার্‌বো না! এখানে একটু বসি, এলে যত্ন ক'রে ভাতের থালা ধ'রে দোবো। একটু বসি—একটু বসি—[উপবেশন]

গীতকণ্ঠে বাঁশরীর প্রবেশ।

বাঁশরী।—

গীত।

ওমা কার তরে তুই কাঁদিস, এত কার তরে তুই ভাবিস্।
থালাভরা অন্ন তুলে কার তরে তুই রাখিস্,
ওমা কার তরে তুই বাখিস্॥
সে যে আর আস্‌বে না মা, মিশেছে ওই শূন্যপথে,
জানি আমি তত্ত্ব মা তার, দেখা হ'লো পথে যেতে,—
ব'লে গেল কেঁদে কেঁদে চোখ দু'টী তোর মুছিয়ে দিতে,
আকুলপ্রাণে পথের পানে আর কেন মা চেয়ে থাকিস্॥

বাঁশরী। মা! আমায় দু'টী খেতে দেবে?

বিজলী। খেতে দোবো? এই যে এস না! উনুনের ছাই তুলে রেখেছি—বেশ ক'রে খেতে দোবো এখন!

বাঁশরী। তবে আমি যাই—

বিজলী। চ'লে যাবি বল্‌ছিস? তা—যা! দেবতার ভোগ তুলে রেখেছি—দেবতার কুসুম যত্নে সংগ্রহ করেছি, তার ভাগ তো তোকে আগে দিতে পার্‌বো না! আগে আমার প্রাণের দেবতা এসে আহার করুক্, তারপর তুই খাবি।

বাঁশরী। না—তুমি ঐ থেকে আমায় দাও; আমার খাওয়া হ'লেই তোমার স্বামীর খাওয়া হবে। আমায় খেতে দাও না মা!

বিজলী। এই যে দিচ্ছি! এগিয়ে আয়—এগিয়ে আয়! আ-মরগে-যা!

বাঁশরী। তোমার স্বামী তো আর আস্‌বে না মা! আমি তাঁর সব খবর জানি। তোমায় বল্‌তে বলেছেন—আর তিনি আস্‌বেন না। আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল।

বিজলী। হ্যাঁ রে—হ্যাঁ রে! দেখা হয়েছিল? একবার তাঁকে আস্‌তে বলিস্ না বাবা! একবার এসে দু'টী খেয়ে যাবে। বলিস্ বাবা—তা হ'লে আমি পেট ভ'রে তোকে খেতে দোবো।

বাঁশরী। তুমি ভাতগুলো আমায় দাও, আমি তাঁকে দিয়ে আসি!

বিজলী। দিয়ে আস্‌বি? এই নে; না—না, আমি তাঁর কাছে ব'সে না থাক্‌লে তাঁর খাওয়া হবে না; তুই তাঁকে খুঁজে নিয়ে আয় না বাবা!

বাঁশরী। খুঁজে নিয়ে এলে তুমি তাঁকে চিন্‌তে পার্‌বে?

বিজলী। হ্যাঁ—তুই যা! আমি এইখানে ব'সে একটু বাতাস খাই; বেশ মিষ্টি বাতাস!

বাঁশরী।—

গীত।

তারে চিন্‌বে কি মা আছে কি তার সে আকার।
তুমি মাগো আছ তার, সে তো আর নাই মা তোমার॥
নূতন মায়ায় পড়েছে সে, গিয়েছে নূতন ঘরে,
তুমি যেমন ভাব্‌ছ ব'সে, ভাবে না সে তোমার তরে,—
পেয়েছে সে জন্মান্তরে দেহখানি নূতন আবার॥

[প্রস্থান ।

দূরে ঘাতকের প্রবেশ।

ঘাতক। [স্বগত] হায় পাগলিনী! কার জন্য আহার্য্য নিয়ে নির্জ্জন সমুদ্রতীরে একাকিনী ব'সে আছ? আর তো তোমার স্বামী আস্‌বে না মা—আর তো তোমার এই মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণার অবসান হবে না! ইহলোকের রোদন তো পরলোকের মর্ম্ম স্পর্শ করে না! ঘাতক—ঘাতক! করেছিস্ কি? দেবতাকে—[আত্মহত্যায় উদ্যত] না—না, এখন নয়; যতদিন এই উন্মাদিনী বেঁচে থাক্‌বে, যত দিন হতভাগিনী পথে পথে কেঁদে বেড়াবে, ততদিন ঘাতক! ততদিন তোমার মৃত্যুতেও অধিকার নেই! বাঁচ্‌তে হবে—জোর ক'রে বাঁচ্‌তে হবে—[অগ্রসর হইল]

বিজলী। [আপনমনে] দূর হ'—দূর হ' হতভাগা কুকুর! দেবতার ভোগে লোলুপ দৃষ্টি! প'চে মর্‌বি যে—নরকে গিয়ে প'চে মর্‌বি যে!

ঘাতক। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়,—ঘরে চল মা!

বিজলী। কে? আর দাঁড়া বাছা! তোর জন্যে আমার ব'সে দাঁড়িয়ে এক তিল স্থখ নেই! এমন ছেলেও জন্মেছিস্! হ্যাঁরে, তাঁকে আস্‌তে দেখ্‌লি? ভাতগুলো যে কড়-কড়ে হ'য়ে গেল! তুই আর একবার যা বাবা, চট ক'রে তাঁকে ডেকে নিয়ে আয়!

ঘাতক। যাব বৈ কি মা! তুমি ঘরে চল, ঘরে সন্ধ্যে দেখিয়ে মুখে-হাতে জল দেবে চল, তারপর আমি চট ক'রে তাঁকে ডেকে নিয়ে আস্‌বো।

বিজলী। ওরে অলপ্পেয়ে! তুই বলিস্ কিরে? আমি মুখে হাতে জল দিলে তবে তুই ডাক্‌তে যাবি? ওরে হতভাগা! আমি কি তেমনি মেয়ে? লক্ষ্মী বাবা আমার, তাঁকে ডেকে আন্‌গে যা! আমি আসন পেতে তাঁকে বসিয়ে, তোকেও একধারে দোবো এখন! যা মাণিক আমার—রাগ করতে আছে কি!

ঘাতক। তুমি ঘরে চল, তোমায় ঘরে রেখে আমি যাচ্ছি। আজ ভিক্ষের কত চাল, কত অর্থ পেয়েছি, দেখ্‌বে চল মা!

বিজলী। সত্যি? আহা, কি বল্‌বো বাবা, তুমি দীর্ঘজীবি হও। চল বাবা—ঘরে যাই চল—

ঘাতক। ভগবান! তোমার রাজ্যে ভুল সংশোধনের তো উপায় আছে! তবে তোমার দয়ায়—তোমার ইচ্ছায় এই পাপাত্মা ঘাতকের খড়্গে মৃত দেবহৃদয় ইন্দুনাথ কি তেমনি ভাবে, তেমনি মূর্ত্তিতে এই উন্মাদিনীর সম্মুখে এসে দাঁড়াবে না? ভগবান! এ ভুলের কি সংশোধন হয় না? একবার কি তোমার নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না? জগন্নাথ! একবার—শুধু একটীবার এই কর দেব! আর আমায় দীর্ঘজীবন দাও,—চিরদিন পথে-পথে আমি তোমার মহিমা কীর্ত্তন ক'রে বেড়াবো! জগৎকে একটীবার মুগ্ধ কর দেব!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

রাজপথ।

টহলদারগণ।

টহলদারগণ।—

গীত।

তোমারই সংসার তুমি মূলাধার,
হাসি কান্না সব তোমার।

দেওয়া নেওয়া সব বিধান তোমারি,
পিতা মাতা ভাই পরিবার॥
তোমারই সূর্য্য তোমারই চন্দ্র,
সমীর তাবাদল নীলিমার,
তোমার তরুদল তোমার মধুর ফল,
লহরলীলা ওই গঙ্গার।
তোমারই শক্তি তোমারই ভক্তি,
তোমারই প্রীতি সাধনার,
মানস-ভৃঙ্গ তোমারই সঙ্গ,
চাহে প্রভু তাই অনিবার॥

[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর।

নেত্রবান ও মধুমতী।

নেত্রবান। রাজ্ঞি! তুমি কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে আমায় কি নিরয়গামী হ'তে বল?

মধুমতী। এমন কথা বল্‌বো কেন মহারাজ? তবে মিহির যে ক্ষণার অযোগ্য, এ কথাও কেউ বল্‌তে পারে না। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে মিহির-ক্ষণা উভয়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এমন গুণবতী কন্যার এমন গুণবান্ বর না হ'লে আমরাও কি মনে শান্তি পাবো মহারাজ?

নেত্রবান। স্বীকার করি—রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে মিহির ক্ষণার যোগ্য পাত্র; কিন্তু মিহির জাতিতে কি, সে বিষয় একবার চিন্তা করেছিলে?

মধুমতী। তবে ক্ষণা গোলোকচাঁদের করেই সমর্পিত হোক্!

নেত্রবান। না রাজ্ঞি! এখনও আমি এতটা বিবেকহারা হইনি যে, সজ্ঞানে স্নেহের কন্যাকে একটা মতিহীন অসচ্চরিত্রের হাতে সমর্পণ কর্‌বো!

মধুমতী। না কর্‌লে কুলধর্ম্ম রক্ষা পাবে কিসে?

নেত্রবান। কুলধর্ম্মের বিনাশ সাধন হ'লেই কুলধর্ম্ম রক্ষা পাবে।

মধুমতী। তা হ'লে ক্ষণাকে অবিবাহিতা রাখাই আপনার অভিলাষ?

নেত্রবান। সেটা সম্পূর্ণ বিধাতার ইচ্ছা রাণি! ক্ষণার বর যদি এ জগতে থাকে, ক্ষণা পাত্রস্থা হবে, নতুবা সে অবিবাহিতাই থাক্‌বে। তুমি আমি দিবারাত্র চিন্তা ক'রেও কি তার কিছুমাত্র প্রতিবিধান কর্‌তে পার্‌বো?

মধুমতী। মিহিরের আকৃতি, মিহিরের স্বভাব-চরিত্র দেখে তাকে তো নিকৃষ্ট বংশোদ্ভব ব'লে মনে হয় না মহারাজ!

নেত্রবান। তা না হ'তে পারে; হ'তে পারে সে উচ্চ বংশোদ্ভব; কিন্তু কিসে বুঝ্‌বো রাজ্ঞি? জান তো—কি অবস্থায় মিহির সিংহলে এসেছিল! যাক্, এ অপেক্ষা আরও গুরুতর কর্ত্তব্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত! ক্ষণা-মিহিরকে এখন থেকে পৃথকভাবে রাখ্‌তে হবে। কারণ, মিহির অজ্ঞাত-কুলশীল যুবক, আর ক্ষণা এখন যুবতী।

মধুমতী। তারা কি পৃথকভাবে থাক্‌তে পার্‌বে? শৈশবকাল হ'তে—

নেত্রবান। তা জানি মহিষী, কিন্তু কি কর্‌বো? কর্ত্তব্য বোধে ধর্ম্মরক্ষার জন্য একটু নির্ম্মমতার বশবর্ত্তী হ'তে হবে—

দয়ানন্দের প্রবেশ।

দয়ানন্দ। ধর্ম্মরক্ষার জন্য নির্ম্মমতার বশবর্ত্তী হ'তে হবে? এ ধর্ম্ম কোন্ শাস্ত্রীয় মহারাজ?

নেত্রবান। গুরুদেব এসেছেন? [রাজা ও রাণী প্রণত হইলেন]

দয়ানন্দ। মঙ্গলময় মঙ্গল করুন! চিরায়ুষ্মতী হও মা! ক্ষণা-মিহির কোথায় মহারাজ?

নেত্রবান। আমার অনুমতি গ্রহণ ক'রে আজ তারা শিকার কর্‌তে গিয়েছে। রাণি! ক্ষণা-মিহির কি এখনও ফিরে আসেনি?

মধুমতী। না মহারাজ! তারা এখনও ফেরেনি।

দয়ানন্দ। তাদের সঙ্গে কোন দেহ-রক্ষী আছে কি?

নেত্রবান। হাঁ প্রভু! প্রত্যেকের দুইজন ক'রে দেহ-রক্ষী প্রেরণ করেছি।

দয়ানন্দ। যাদের প্রেরণ করেছ, তারা তাদের কর্ত্তব্যপালনে যত্নবান কি না, তা তুমি বোধ হয় জান না!

নেত্রবান। না দেব! তা আমি সম্যক্ অবগত নই।

দয়ানন্দ। অবগত হওয়া মহারাজ বোধ হয় ততটা আবশ্যক বিবেচনা করেন না?

নেত্রবান। সে কি দেব! পুত্র-কন্যার প্রতি—

দয়ানন্দ। কি জানি—ধর্ম্মরক্ষার জন্য কর্ত্তব্য যদি মহারাজকে পাষাণ ক'রে থাকে; কিন্তু সে জন্য আমি মহারাজকে দোষী সাব্যস্ত

করি না! তবে হ্যাঁ—চেষ্টা কর্‌বেন; দৃষ্টিকে সকল দিকে পরিচালিত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বেন; নইলে পরিণামে বিফল রোদন! আহারের পূর্ব্বে সুস্বাদু আহার্য্য বিষ মিশ্রিত কি না, ভাল ক'রে পরীক্ষা কর্‌বেন,—নিদ্রার পূর্ব্বে শয়ন-গৃহে সশস্ত্র গুপ্ত-ঘাতক লুক্কায়িত কি না, তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান কর্‌বেন। আপনার সে দৃষ্টিশক্তি নেই মহারাজ! শুনে রাখুন—ক্ষণা-মিহির শত্রুর চক্রান্তজালে বিজড়িত! তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র গোলোকচাঁদকে শার্দ্দূল-প্রকৃতি নিয়ে আজ মিহিবেব বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'রে দাঁড়াতে দেখেছি। এব প্রতিকার আবশ্যক!

নেত্রবান। সে কি! গোলোকচাঁদ এতখানি শত্রুতা পোষণ কর্‌ছে?

সহসা অলকার প্রবেশ।

অলকা। শত্রুর সঙ্গে শত্রুতাচরণে আবার দোষ কি মহাবাজ?

দয়ানন্দ। কি দোষ, তুমি কি জান না মা? এ কথা তুমি এত উচ্চকণ্ঠে বল্‌তে পার্‌লে? মিহিরের নির্ম্মল চরিত্র, মিহিরেব উদার সরল অন্তঃকবণ, মিহিরের দেবোপম আচরণ তোমার চক্ষে যে শত্রুতার পরিচয় দেয়, তা আমি জান্‌তেম না। তুমি যাই বল দেবি! গোলোকচাঁদ যে মিহিরের পরম শত্রু, তার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আমি এখন চল্‌লেম মহারাজ! স্মরণ রাখ্‌বেন, প্রতিকার আবশ্যক—প্রতিকার আবশ্যক!

[প্রস্থান।

নেত্রবান। গোলোকচাঁদ কোথায় দেবি?

অলকা। এই সে আহার কর্‌তে বসেছে। আহারান্তে তার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। যদি সাক্ষাৎ কর্‌তে চাও, বিশ্রামান্তে আমি তাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দোবো।

কন্দলীর প্রবেশ ।

কন্দলী। ওগো গিন্নী মা—ঝট্ ক'রে চ'লে এস গো—ঝট্ ক'রে চ'লে এসো! গোলোকচাঁদ কেমনপারা হ'য়ে গেছে ; কি হ্যাঁপাই ছুঁড়্‌তে লেগেছে গো—যেন সমুদ্দূরের মাঝে সাঁতরাতে লেগেছে। বুক্ গেল—বুক্ গেল ব'লে ডাক্ ছেড়ে চিঁচাচ্ছে গো! ঝট্ ক'রে চ'লে এসো গিন্নী মা—ঝট্ ক'রে চ'লে এসো!

অলকা। জানি না, ভগবান্ আবার কি বিপদে ফেল্‌বেন! পোড়া অদৃষ্ট কি চিরদিনই এমনি থাক্‌বে?

[অলকা ও কন্দলীর প্রস্থান।

নেত্রবান। কি ভাব্‌ছ মহিষী? দয়ানন্দের কথায় কর্ত্তব্য নির্ণয় কর্‌ছ? ভেবে দেখ, কি নৃশংস আচরণ--কি কল্পনাতীত লোমহর্ষণ ঘটনা! এখন থেকে বুঝলুম, মিহিরের মত হতভাগ্য জগতে নিতান্তই বিরল!

মধুমতী। সে কথা তুমি আজ বুঝ্‌লে? আমি বুঝেছি—যে দিন মিহির সাগরের জলে বিসর্জ্জিত হ'য়ে সিংহলে এসে উপস্থিত হয়েছিল ; কিন্তু সে হতভাগ্য ব'লে আমরা কর্ত্তব্য ভুল্‌বো কেন? মিহির শত্রুর চক্রান্তজালে পতিত ; আমরা তার আশ্রয়দাতা হ'য়ে তাকে নিরাপদ কর্‌তে পার্‌বো না? মহারাজ! গোলোকচাঁদ যদি দোষী হয়, তার শাস্তি বিধান আমার একান্ত প্রার্থনা!

নেত্রবান। আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌বো না রাজ্ঞি! চিরদিনই ন্যায়ের পক্ষপাতী আমি।

মিহির ও ক্ষণার প্রবেশ।

নেত্রবান। এই যে ক্ষণা-মিহির! ক্ষণা! আজ তোমরা কতদূর অপরাধী, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছ?

ক্ষণা। বুঝেছি পিতা! এ অপরাধের দণ্ডও আমাদের যথেষ্ট হয়েছে। উভয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি—এরূপভাবে আর কখনো আমরা শিকারে যাবো না!

নেত্রবান। সন্তুষ্ট হ'লুম! যাও রাজ্ঞি—তুমি ক্ষণাকে সুস্থ করগে। মিহির! তুমি একটু অপেক্ষা কর, তোমায় আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

ক্ষণা। আপনি মিহিরকে তিরস্কার কর্‌বেন বাবা?

নেত্রবান। না মা, মিহিরকে কিছু উপদেশ দোবো।

ক্ষণা। তা হ'লে আমার থাকৃতে বাধা কি বাবা? না বাবা, আপনি নিশ্চয় মিহিরকে তিরস্কার কর্‌বেন! আপনার এমন মুখের ভাব, দৃষ্টির এমন নূতনত্ব আর তো কখনো দেখিনি! পায়ে পড়ি বাবা, মিহিরকে তিরস্কার কর্‌বেন না।

নেত্রবান। [স্বগত] এই সমপ্রাণ সম-বেদনাতুর এক বৃন্তের ক্ষণা-মিহিরকে বিচ্ছিন্ন ক'রে আমি পৃথক্‌ভাবে রাখ্‌বার সঙ্কল্প করেছি! স্নেহের দৌর্ব্বল্যে আমার সে সঙ্কল্প বুঝি ভেসে চ'লে যায়! [প্রকাশ্যে] যাও মহিষী! ক্ষণা! যাও—পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রো না।

ক্ষণা। বলুন—মিহিরকে তিরস্কার কর্‌বেন না?

নেত্রবান। ক্ষণা! মিহিরকে প্রতিপালন কর্‌বার যদি আমার অধিকার থাকে—জান্‌বে, তিরস্কার কর্‌বারও সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যাও ক্ষণা—

[ক্ষণা ও মধুমতীর প্রস্থান।

নেত্রবান। মিহির!

মিহির। আজ্ঞা করুন পিতা!

নেত্রবান। আমার বিশ্বাস, আমার কাছে বোধ হয় তুমি জীবনে কখনো সত্য গোপন কর্‌বে না!

মিহির। ব্রহ্মহত্যায় যে পাপ সঞ্চিত হয়, আমার ধারণা—গুরুজন সমক্ষে সত্যগোপনে তা অপেক্ষা কম পাপ সঞ্চিত হয় না। আপনি আমার চিরপূজ্য ; আপনার সমক্ষে সত্যগোপনে—

নেত্রবান। গোলোকচাঁদ তোমায় হত্যা কর্‌তে গিয়েছিল ? বল—আমি সমস্তই শুনেছি ; এ কথা সত্য ?

মিহির। হ্যাঁ পিতা, সত্য।

নেত্রবান। এ ঘটনায় তুমি অপরাধী ছিলে, না গোলোকচাঁদ অপরাধী ? উত্তর দাও—

মিহির। আমি কি উত্তর দোবো পিতা ? আমাপেক্ষা গোলোকচাঁদ দাদা এর প্রকৃত উত্তর দানে সক্ষম। আপনি গোলোক দাদাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন।

নেত্রবান। গোলোকচাঁদ তোমাকেই অপরাধী স্থির করেছে।

মিহির। জ্ঞানহীনের সঙ্গে আবার এ চাতুরী কেন দেব ? যদি আমি অপরাধী হই, আমার প্রতিপালক আপনি—দেশের সম্রাট, বিচারাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে অজ্ঞান হতভাগ্যের দণ্ডবিধান করুন। সত্যই পিতা আমি অপরাধী, নইলে সেই আকাশ, সেই বাতাস, সেই চন্দ্র-সূর্য্য—[রোদন]

নেত্রবান। ছিঃ মিহির—তুমি রোদন কর্‌ছ ?

মিহির। না পিতা, মনের চাঞ্চল্যে একটু বিচলিত হয়েছি, আশীর্ব্বাদ করুন—এ হতভাগ্য মিহিরকে জীবনে কখনো রোদন কর্‌তে না হয় !

নেত্রবান। শুনে রাখ মিহির ! ধৈর্য্যধারণ পুরুষের পরম ধর্ম্ম, হৃদয়ের দৃঢ়তা পুরুষের পরম লক্ষণ ! বালক বা স্ত্রীলোকের ন্যায় রোদন পুরুষের কর্ত্তব্য নয়। শিক্ষা কর—সামান্য ঝটিকায়, ক্ষীণ

জলস্রোতে পুরুষের হৃদয়-বাঁধ বিচলিত হ'য়ে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ না হয়। মিহির! তোমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তুমি যথেষ্ট জ্ঞানোপার্জ্জন করেছ। আমার ইচ্ছা—এই সময় তুমি রাজকার্য্যে আমার কিছু সহায়তা কর। অন্তঃপুরে বালকের মত নিশ্চেষ্টভাবে ব'সে থাকা এখন আর তোমার ভাল দেখায় না। আব একটী কথা, আমার আদেশ ব্যতীত ক্ষণার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রো না; এর কারণ আমি অন্য সময় প্রকাশ কর্‌বো। এ তোমার শাস্তি নয় মিহির—তোমার কর্ত্তব্যপালনের পথ নির্দ্দেশ করেছি মাত্র।

মিহির। [স্বগত] ধরিত্রী! তোমাব শীতল গর্ভে আমার আশ্রয় দাও—আমি চিরদিনের জন্য লুক্কাইত হই! যাকে দিবারাত্র দেখেও নয়নের তৃপ্তি হয় না—যার সজীব মূর্ত্তি দেখে আমার প্রাণ মন দ্বিগুণ সজীবতা প্রাপ্ত হয়—যার কোমল করস্পর্শে স্বর্গের নির্ম্মল স্বচ্ছন্দতা অনুভব করি, তাকে একটীবার দেখ্‌বো ব'লে অনুমতির অপেক্ষায় থাকৃতে হবে? বিশ্বনাথ! গোলোকচাঁদের সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ আজ আমায় ধ্বংস কব্‌তে এসে ফিরে গেল কেন? তা হ'লে তো আজ আমায় এমন নিদারুণ মর্ম্মযাতনা সহ্য কর্‌তে হ'তো না। জগদীশ্বর! মিহির কি এতই অপদার্থ—এতই হতভাগ্য!

নেত্রবান। কি ভাব্‌ছ মিহির? আমার আদেশ প্রতিপালিত হবে তো?

মিহির। অক্ষরে অক্ষবে প্রতিপালিত হবে দেব!

নেত্রবান। যাও—এইবার তুমি বিশ্রাম করগে—[মিহিরের প্রস্থান] প্রতিপালক হ'য়ে যথেষ্টই দয়ার পরিচয় দিলুম। মিহির হয় তো মনে মনে আমায় নিষ্ঠুর ভেবে আমার ওপর কতই দোষারোপ করছে! কিন্তু হতভাগ্য কুমার জানে না—কর্ত্তব্য কি মহৎ—ধর্ম্ম কি উজ্জ্বল—গৌরব কি শান্তিময়! [প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

উদ্যান।

ক্ষণা ও সখীগণ।

সখীগণ।—

গীত।

ওলো সই সাম্‌লে চলিস্ ছুটছে বিষম কুসুম-বাণ।
গায়ের বসন নিস্‌লো ধ'রে, এই বেলা সই ঘোম্‌টা টান্॥
ছোট ছোট ভোম্‌রাগুলো গাযে মুখে বস্‌তে চায়,
ভুল ক'বে ভাব্‌ছে কুসুম আশা মধু লুটে খায়;—
কেন বিকিয়ে যাবি, খিলিয়ে দিবি সাধের রতন কুলমান॥

ক্ষণা। অনিমা! চঞ্চলা! রেণুকা! নিহার! ভাই, আজ আমার একটী অনুবোধ রক্ষা কব। আমার পিতা-মাতাব অগোচরে মিহির এই উদ্যানে আমার সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ করতে আস্‌বে; এখানে থাক্‌লে হয় তো সে ভীত বা লজ্জিত হবে। আমার ইচ্ছা, তার অলক্ষ্যে তোমরা এই উদ্যানেই বিশ্রাম গ্রহণ কর।

`ম সখী। এ আর বেশী কথা কি রাজকুমারী? চল্ ভাই! আমরা একটু ঐ সরোবরের দিকে যাই

[সখীগণের প্রস্থান।

ক্ষণা। আঁখি-মন সদা যারে চায়,
মোহন মুরতি যার

হৃদয়ের নিভৃত আলয়ে
নিশিদিন রয়েছে উজ্জ্বল,
আত্মা যার মিলিত আমার সনে,
আত্মপর নাহি জ্ঞান—
নাহি ভেদাভেদ,
কণ্টক ফুটিলে যার পায়,
সেই মত পাই বেদনায়—
আঁখি হ'তে আড়ালে রাখিব তারে!
দিবানিশি বিমুগ্ধনয়নে
নেহারি যাহারে তৃপ্তি নাহি পাই—
সেই সুমোহন ছবি দেখিতে না পাবো।
সুধা ক্ষরে বচনে যাহার,
শুনিলে শীতল হয় শ্রবণকুহর,
সদাই শুনিতে সাধ
নির্ব্বিবাদ অমিয় বচন যার,
হে ভগবান। কোন্ অপরাধে
হেন সাধে পূর্ণবাদী তুমি?
বল দেব। ভালবেসে কাঁদিব ধরায় যদি,
কেন তবে ভালবাসা দিয়েছিলে মোরে?
কেন না হইলে প্রেথম প্রণয়ে বাদী?
বিস্তারিয়া করাল কবল তার
বাড়াবাগ্নি যবে ছুটিল চৌদিকে,
শান্তি সলিলরূপে
নির্ব্বাপিত কেন না করিলে তায়?

পরিণামে হায়!
নাহি হ'তো ভুঞ্জিতে যাতনা মোরে।
[চক্ষে বস্ত্রদান]

মিহিরের প্রবেশ।

মিহির। রাজনন্দিনি!
ক্ষণা। কে—কে—মিহির? [রোদন]
মিহির। কেন ক্ষণা! রাজা-আজ্ঞা ভুলি
ডেকেছ নির্জ্জনে মোরে?
কাঁদিতে কি কাঁদাইতে
বাসনা প্রবল তব?
ধৈর্য্য ধর ক্ষণা! বুঝ নিজ মনে
হাসিলে কাঁদিতে হয,
কাঁদিলে হাসিতে হয় বিধির বিধান।
ছিল কত মেশামিশি,
ভালবাসা কত দিবানিশি,
কত হাসি আনন্দ অপার,
এক ঝটিকায় চূর্ণ হ'লো সমুদায—
নীরব নিশ্চল সব পূর্ণ বিপরীত।
ক্ষণা। ব'লো না ব'লো না মিহির!
বিষাদ-কাহিনী
বিষরূপে ঢালিও না শ্রবণে আমার।
মিহির। ফুরায়েছে অমৃতের ধারা,
বিষ বিনা কিবা আছে ক্ষণা?

মনে কি পড়ে না—
ছিল নাকো শাসনের ছবি,
মিলিতে তোমার সনে
ছিল না কো পিতার নিষেধ,
দুটী প্রাণ ছিনু সমপ্রাণ—
সমভাবে কাটিত মোদের দিন,
আর আজ লুকায়ে চোরের প্রায়
প্রেমের তাড়নে নিভৃতে উদ্যানে আসি
আশা মিটাইয়ে করি রূপ সুধাপান।
শোন ক্ষণা! কোনরূপে হইলে প্রচার
মিহির দুরাচার রাজ-আজ্ঞা করেছে লঙ্ঘন,
সুকঠিন শাস্তি মোর সুনিশ্চয়
রাজার বিধান।
তবু—তবু সাধ দেখিতে তোমারে;
কেন—কেন জান?
সুন্দর—সুন্দর তুমি অতীব সুন্দর!

ক্ষণা কত দিন—কত দিন মিহির!
পিতার নিষেধ-বাণী—
কালকুটে ভরা কাল-সর্প সম
দিবানিশি—জাগ্রতে স্বপনে
রহিবে সম্মুখে মোদের?
কতদিন অর্দ্ধমৃত রবো ধরা ধামে?
সর্ব্বংসহা মেদিনীর বুকে
কত দিন ফেলিব নয়নজল?

মিহির। যতদিন ললাট-লিখন !
যত দিন না ভুলিবে বাল্য-স্মৃতি সব,
যত দিন সক্ষম না হও বুঝাইতে প্রাণে
মিহির নামে ধরাধামে ছিল নাকো কেহ,
যত দিনে ঘুচিবে না ভালবাসা-মোহ,
যত দিনে পরমাত্মা নাম গাহিতে গাহিতে
রিপুগণ নিষেবিত পঞ্চভূতাত্মক দেহ তব
লয় নাহি হয় পঞ্চভূতে মিশি,
তত দিন রবে অর্দ্ধমৃত,
মেদিনীর বুকে
তত দিন ফেলিবে নয়ন-জল।
কাঁদ—কাঁদ রাজবালা !
ভুলে যাবো মূরতি তোমার,—
কিন্তু সুন্দর—সুন্দর তুমি—অতীব সুন্দর !

ক্ষণা। ভুলে যাবে—ভুলে যাবে মিহির ?
উচ্চারিতে নিদারুণ হেন বাণী
হ'লো না কি অলস রসনা তব ?
কাঁপিল না হৃদি-তন্ত্রী ?
উঠিল না প্রলয় গর্জ্জন
বিদারিয়া মেদিনীর বুক ?
মিহির ! এই কি প্রণয়ের প্রতিদান ?

মিহির। এই প্রতিদান ক্ষণা !
বিধির বিধান অনিচ্ছায় কহিনু তোমারে।
মিনতি আমার এই রেখো রাজবালা !

বাল-স্মৃতি মুছিও যতনে,
সাবধানে শিক্ষা কর চলিতে সংসারপথে।
ডেকো না নির্জ্জনে আর,
রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে
উত্তেজিত ক'রো না আমারে,—
সাজায়ো না ঘৃণিত তস্কর।
নশ্বর,—নশ্বর সকল ভাবি
বিধিপদে প্রাণ মন কর সমর্পণ।
কাঁদিতে এসেছি আমি,
নিবালয় বসি নিশিদিন কাঁদিব যতনে।
মানস-নয়নে দেখে যাব শুধু
সুন্দব—সুন্দর তুমি—অতীব সুন্দর!

দূরে অলকা ও নেত্রবানের প্রবেশ।

অলকা। ঐ দেখ মহাবাজ! আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর, স্বচক্ষে দর্শন ক'বে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন কর।

[অলকার প্রস্থান।

নেত্রবান। [স্বগত] তাই তো! মিহিরের একি আচরণ! এ যে কল্পনাতীত! মিহির! [মিহির ও ক্ষণা উভয়েই চমকিত হইল] চমকিত হ'চ্চো যে? লজ্জিত হ'য়ে স্থিরদৃষ্টিতে মৃত্তিকার পানে চেয়ে থাকৃলে নেত্রবানের কোপ-দৃষ্টি অতিক্রম করতে পার্‌বে না। রাজ-আজ্ঞা অবহেলাকারী নির্লজ্জ যুবক! তোমার দ্বারা আমি এত সহজে অপমানিত হবো, এ আমার স্বপ্নেরও অগোচর। আমার নিষেধ-বাণীতে তুমি কি বুঝ্‌তে পারনি যে রাজকুমারী ক্ষণা তোমার উপযুক্ত পত্নী

নয়? আজ তুমি আমার বংশগৌরব বিলুপ্ত করতে উদ্যত? আশ্রয়-দাতার বুকে আজ তুমি সযত্নে বিষাক্ত ছুরিকাঘাত করতে এসেছ? জগৎ! শিখে রাখ, কালকুটে ভরা কাল ফণী কখনও আশ্রয়দাতাকে অমৃত দান করে না; স্বভাবচালিত হ'য়ে সে তার আশ্রয়দাতার বুকে এমনিভাবে দংশন ক'রে প্রাণঘাতী বিষের ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে দেয়। আচ্ছা—কে আছ? [দুইজন প্রহরীর প্রবেশ] শৃঙ্খল কৈ? বিশ্বাসঘাতক মিহিরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে কারাগারে রেখে এস।

[প্রথম প্রহরীর প্রস্থান।

ক্ষণা। পিতা! মিহিরের কিছুমাত্র অপরাধ নেই; অপরাধ আমার। মিহিরকে মুক্তিদান ক'রে আমাকে বন্দী করুন; আমার দণ্ড বিধান করুন।

নেত্রবান। ক্ষণা! পিতা হ'লেও কন্যার এই অযথা অনুরোধ-রক্ষায় সম্পূর্ণ অক্ষম। এ ঘটনায় মিহির অপেক্ষা তোমার অপরাধ কম নয়। তা যদি না থাকবে, তা হ'লে যে মুহূর্ত্তে মিহির গুপ্তভাবে তস্করের মত এই উদ্যানে প্রবেশ করেছিল, সেই মুহূর্ত্তে তাকে উদ্যান হ'তে বহিষ্কৃত ক'রে তার সঙ্গে বাক্যালাপে নিরস্ত হ'তে। পিতা ব'লে কন্যার অন্যায় আচরণ সহ্য করবো না। মিহিরকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছি—আর তোমার দণ্ড দূর হ'তে মিহিরের সেই যন্ত্রণা লক্ষ্য করা। [শৃঙ্খলহস্তে প্রহরীর প্রবেশ] শৃঙ্খল এনেছ? বাঁধ। [প্রহরী মিহিরকে বাঁধিল]

মিহির। [স্বগত] পূজ্যপাদ পিতৃদেব! স্নেহময়ী জননী! জ্ঞানচক্ষে তোমাদের পবিত্র মূর্ত্তি আমি জীবনে কখন দেখিনি। আজ শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'য়ে মিহির কারাবাসে চলেছে,—অভয়-বাণীতে আজ দিঙ্মণ্ডল মুখরিত ক'রে হতভাগ্য সন্তানের চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বল-মূর্ত্তিতে ফুটে ওঠ—তাকে সাহস দাও—দাঁড়াবার শক্তি দাও।

নেত্রবান। যাও—নিয়ে যাও, সপ্তাহকাল কঠোর কারাদণ্ড এর বিহিত শাস্তি। [মিহিরকে লইয়া প্রহরীগণের প্রস্থান] এখানে আর অধিক বিলম্ব ক'রো না ক্ষণা! অন্তঃপুরে তোমার জননীর নিকট যাও।

[নেত্রবানের প্রস্থান।

ক্ষণা। অপরাধ কার? আমার না মিহিরের? না—না, অপরাধ অদৃষ্টের। মিহিরের অদৃষ্ট অপরাধী, তাই সে আজ কারাদণ্ডে দণ্ডিত। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাকে নিয়তির সঙ্গে সমানভাবে যুদ্ধ করতে হবে। সে কাঁদ্‌বার জন্য এসেছে, দুঃখভোগের জন্য এসেছে, সুখের ভার তো সে বহন করতে পারবে না। জগতে দুঃখময় প্রাণ তার; সেই দুঃখময় প্রাণটুকু আমার জীবন; তাই রাজকুমারী হ'য়ে আমারও আজ দুঃখের জীবন সামান্য দীন-দুঃখীর মত আমায় আজ রোদন করতে হ'চ্ছে। চোখের সাম্‌নে নিয়তির করাল ছবি দেখ্‌ছি; শান্তি নেই—অভয় নেই—আশ্রয় নাই, যেন দূর মরুভূমির মাঝে শৃগাল কুকুরের মত আমি অনাদরে পরিত্যক্ত। নিয়তি! নিয়তি! কঠোর প্রকৃতি তার! আমার বিরুদ্ধে সে অস্ত্রধারণ করেছে। একটু অপেক্ষা কর, আমায় সমর-সজ্জায় সজ্জিত হ'তে দাও। [প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

অলকার বাটী

গোলোকচাঁদকে লইয়া অলকা ও বেদে-বেদেনীর প্রবেশ।

গোলোকচাঁদ। না—আর আমায় আহার করতে ব'লো না মা! যতদিন না যন্ত্রণার উপশম হয়, ততদিন আর আহারে বস্‌বো না।

অনশনে জীবন পরিত্যাগ করাই আমার কর্ত্তব্য। বুকের ভিতর কে যেন বিষের ছুরি বসিয়ে দিচ্চে। [শয্যায় শয়ন]

অলকা। গোলোক! এইবার বোধ হয় ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। এই বেদে-বেদেনী শপথ ক'রে বলেছে, তোমায় নিশ্চয় আরাম করবে।

গোলোক। ওরা পারবে?

বেদে। পারবো না? আরে রাজার বেটা রাজা, আমাদের পরিচয় জানিস্?

[অলকার প্রস্থান।]

বেদে বেদেনী।—

গীত।

বেদে।— আমি বেদের বেটা খাঁটী বেদে,
বেদেনী।—আমি খাঁটী বেদেনী।
বেদে।— আমি সাপের ওঝা উঁচুদরের,
বেদেনী।—আমি সাপের হাঁচি খুব চিনি॥
বেদে।— আমি ভাল কবি বাত,
মুখে শুধু কচ্চিনা জাঁক সাচ্চা আমার বাৎ,
বেদেনী।—আমি দাঁতের পোঁকা মন্তরেতে বার ক'রে আনি॥
বেদে।— কেউ কারে করলে গুণ,
পালায় আমার ঝাড়-ফুঁকেতে এমনই আমার গুণ,—
বেদেনী।—আমি এক কথাতে চুমকুড়িতে বিষ টেনে আনি,
উভয়ে।— আবার নিদেন কালে বিষ-বড়ী দিই,
এমনই মোদের কারদানি।

গোলোক। [বেদেনীর হাত ধরিয়া] তুমি পারবে বেদেনি!

তোমার মন্ত্র বড় কার্য্যকরী—বড় চমৎকার! তোমায় এখানে থাক্‌তে হবে বেদিনি! এই বেদে বেটা! তুই বেরো এখান থেকে—বেরো।

বেদে। ও বাবা! এ যে বেয়াড়া বোগ দেখ্‌ছি, এ বোগের দাওয়াই—

বেদেনী। ছেড়ে দাও—আমার হাত ছেড়ে দাও—

গোলক। [হাত ছাড়িয়া] ভয় পেয়ো না; তুমি এইখানে থাক্‌লে আমার যন্ত্রণাব অনেকটা উপশম হবে।

বেদে। ওরে মাগী, পালিয়ে আয়। এ সর্ব্বনেশে রোগ; এ বোগে ছাঁদন-দড়ী আর গোদবাড়ী চাই। আয়—আয, এখন আমবা পালাই।

বেদেনী। তুই বল্‌ছিস বটে, কিন্তু কুমারকে দেখে আমাব মাযা হচ্চে।

বেদে। মায়া দয়া এখন শিকেয় তুলে রাখ্‌ মাগী! যদি বাঁচ্‌তে চাস্‌, তবে পালিয়ে আয়।

গোলক। যেও না—যেও না বেদেনি! আমায় বাঁচাও—এ যন্ত্রণায় তোমায পেলেও আমি কথঞ্চিত শান্তিলাভ কব্‌বো। আমার জীবন বক্ষা কব বেদেনি!

বেদে। ও জীবন রক্ষা হবে না কুমার! পালিয়ে আয় মাগী!

[বেদেনীকে লইয়া বেদের প্রস্থান।

গোলোক। কি? এ জীবন রক্ষা হবে না? এত বড় স্পর্দ্ধার কথা? এই—কে আছ? ধর্‌—বেদে-বেদেনীকে ধব্‌, আমি তাদের খুন কর্‌বো।

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

রাজ-অন্তপুর।

নেত্রবান ও মধুমতী।

নেত্রবান। রমণী-হৃদয় স্বভাবতই কোমল। রমণীর নয়নজলে পুরুষ যদি তার কর্ত্তব্য ভাসিয়ে রোদনে প্রবৃত্ত হয়, তা হ'লে সংসারের চক্ষে সে পুরুষ পশু ভিন্ন আর অন্য কিছুই নয়। মিহির যে ভাবে প্রতিপালিত, তাতে তার পক্ষে এ শাস্তি অত্যন্ত কঠোর স্বীকার করি, কিন্তু বিচারের কাছে কঠোর নয় মহিষী!

মধুমতী। সে যদি তোমার নিজের পুত্র হ'তো, তা হ'লে বোধ হয় তাকে কারারুদ্ধ কর্‌তে সক্ষম হ'তে না। তার সঙ্গে যদি তোমার রক্তের সংশ্রব থাক্‌তো, তা হ'লে যে শৃঙ্খলে নিষ্ঠুরপ্রাণে তাকে বন্দী করেছিলে, সেই শৃঙ্খল ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে সেই মুহূর্ত্তে ধূলিকণা হ'য়ে যেতো; তা হ'লে শাসন-বাক্য ভুলে স্নেহের দৌর্ব্বল্যে তাকে বুকে জড়িয়ে ধর্‌তে। মিহির আত্মীয়-স্বজন পরিত্যক্ত হতভাগ্য; তার পরের স্নেহলাভ—পরের অনুগ্রহ-লাভ তো ভগবানের ইচ্ছা নয়! সে কারারুদ্ধ হবে না তো হবে কে?

নেত্রবান। সপ্তাহকাল কারাবাস তার পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি নয় মহিষী। আজ মিহিরের মুক্তির দিন; মুক্তিলাভ কর্‌লেই সে অন্তঃপুরে ছুটে আস্‌বে।

মধুমতী। আমার বোধ হয় মুক্তিলাভ কর্‌লেই, মহা ভুলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মিহির আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হবে।

নেত্রবান। তা যদি হয়, তা হ'লে জান্‌বো মিহির অকৃতজ্ঞ।

মধুমতী। কি বল্‌ছো মহারাজ? মুক্তিলাভ কর্‌লেই কি মিহির

তার কারাদণ্ডেব কথা ভুলে যাবে ? এখন হয় তো অভিমানে তার সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ। সেই মিহির আবার যে তেমনি ক'রে হাসিমুখ নিয়ে অন্তঃপুরে এসে দাঁড়াবে, আমার তা মনে হয় না। মহারাজ! দুঃখে ভয়ে, লজ্জায়, অভিমানে মিহিব নিষ্পেষিত হ'য়ে গিয়েছে! আমি ঠিক বল্‌ছি মহারাজ! মিহির হয় তো আর সে মিহির নাই।

নেত্রবান। তা হ'লে তুমি জান না মহিষী! যখন আহার করতে বসি, চোখের সামনে মিহিরকে দেখ্‌তে পাই; যখন নিদ্রার জন্য কোমল শয্যায় শয়ন করি, তখন মিহিরের সজল নয়ন দুটী মনে পড়ে—তাব কারাদণ্ডের কথা মনে পড়ে, আর এই বক্ষস্থল তপ্ত নিশ্বাসে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠে; নীববে সবার অজ্ঞাতে সেই উষ্ণ নিশ্বাস শূন্যপথে নিক্ষেপ কর্‌তে হয়। সে বেদনা হয় তো তুমি বুঝ্‌বে না মহিষি! এই সিংহল এখনও যাব অতীত গবিমা বুকে ক'বে সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে আছে, সেই রাক্ষস-রাজ রাবণেব অবস্থা একবার ভাব দেখি! যখন কর্ত্তব্য বোধে নররূপী নারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসব হয়েছিলেন, যখন এক একটী ক'বে অমিতবিক্রম পুত্রগুলিকে বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন, তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাক্ষস-রাজ কতখানি বিচলিত হয়েছিলেন? কিন্তু সেই রাক্ষসপতি এক হস্তে নিজেব অশ্রুমোচন ক'ব অপর হস্তে অন্য পুত্রের হস্তে অস্ত্র তুলে দিয়ে যুদ্ধে প্রেরণ করেছেন। কর্ত্তব্য মহিষী, শুধু কর্ত্তব্য! আমারও আজ সেই অবস্থা। আমারও হৃদয় আছে, আমাকেও বিচলিত কবে; শুধু কর্ত্তব্যের সহায়তায় দুর্ব্বলতাকে জোর ক'রে মাথা তুলতে দিই না—

মিহিরের প্রবেশ।

মিহির। পিতা!

নেত্রবান। এসেছ মিহির? [হাত ধরিয়া] কারাদণ্ড দিয়েছি

ব'লে, আমাকে নির্দ্দয় মনে ক'রো না মিহির! আমায় শত্রু ভেবে শঙ্কিত হ'য়ো না।

মিহির। [মধুমতীকে কাঁদিতে দেখিয়া] মা! তুমি কাঁদ্‌চো কেন?

মধুমতী। কেন কাঁদ্‌চি, তা অন্তর্য্যামী জানেন। আজ তোমায় পুত্র ব'লে সম্বোধন কর্‌তে জিহ্বা জড়িয়ে আসছে, তোমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌তে আমার চোক ফেটে জল বেরুচ্চে। এমন নিষ্ঠুর পিতা-মাতার কোলে কেন এসেছিলে মিহির?

মিহির। পিতামাতা আমার নিষ্ঠুর হবে কেন মা! আমার ভাগ্যই আমার দণ্ডবিধান করেছে। ভাগ্যের উপর জীবকুলের কি অধিকার আছে মা? জীবকুল সহস্র চেষ্টা ক'রেও নিজের ভাগ্য পরিবর্ত্তনে সক্ষম নয়। তুমি দুঃখ ক'রো না মা! পিতা! আপনিও দুঃখ কর্‌বেন না। রাজার শাসন শুধু প্রজার উপর নয়, রাজপরিবারও তাঁর শাসনাধীন। দেবতুল্য রাজ্যেশ্বর রাজ্যের মঙ্গলের জন্য নিজের পুত্রের দণ্ডবিধান ক'রে থাকেন, তবে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হবে কেন পিতা? আমার কারাদণ্ড আমায় সৌভাগ্যের পথ দেখিয়ে দিয়েছে। আজ আমার মত ভাগ্যবান কে আছে? দেবহৃদয় আশ্রয়দাতা! প্রাণদাত্রী অন্নপূর্ণা! আজ আমার বিদায়ের প্রণাম গ্রহণ করুন।

নেত্রবান। এমন কথা কেন বল্‌ছো মিহির?

মিহির। আজ যে নূতন জীবন পেয়েছি পিতা! এত দিন সোণার সিংহলে আপনার আশ্রয় থেকে, জীবনের কিয়দংশ অতিবাহিত করেছি। এখন হ'তে আমার জন্মভূমি উজ্জয়িনী আমার বাসস্থান হবে। আমায় অনুমতি দিন, জন্মভূমি দর্শন ক'রে আমার জীবন সার্থক করি।

নেত্রবান। জন্মভূমি? সেখানে তোমার কে আছে মিহির?

মিহির। সেখানে আমার সমস্ত আছে মহারাজ! আমার জন্ম-

দাতা বর্ত্তমান, আমার গর্ভধারিণী জননী বর্ত্তমান। না—না, মা আমার বহুদিন স্বর্গগতা! জ্ঞান-চক্ষে তাঁকে দেখিনি, কিছুই মনে পড়ে না; তবু যেন মনে হয়—সে মাতৃ-মূর্ত্তি আমার চতুর্দ্দিকে স্নেহের বেষ্টনী দিয়ে আমায় নিরাপদ ক'রে রেখেছে। কারাগৃহের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে আমার উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস যখন আমায় সন্ত্রাসিত ক'রে তুলেছে, তখন হাস্যময়ী জননী আমার তাঁর কোমল বাহুপাশ নিয়ে আমায় শঙ্কাশূন্য করেছে। মনের দুঃখে যখন রোদনে প্রবৃত্ত হয়েছি, তখন করুণাময়ী জননীর করুণ দৃষ্টি হ'তে তপ্ত অশ্রুবিন্দু আমার পৃষ্ঠদেশে আগুনের মত ঝ'রে পড়েছে। চমকিত হ'য়ে জননীর কোলে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছি। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি, মা আমার আহার্য্য প্রস্তুত ক'রে আমার অপেক্ষায় স্থির হ'য়ে ব'সে আছেন। সে মনোহর দৃশ্য তুমি দেখনি! কি বল্‌বো মহারাজ! মায়ের আলো করা মূর্ত্তিতে অন্ধকার কারাগৃহ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌তো। মায়ের আদেশ—উজ্জয়িনীতে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে হবে।

নেত্রবান। এত অভিমান মিহির! পিতা কি পুত্রকে শাস্তি দেবার অধিকারী নয়? মতি স্থির কর কুমার! তুমি সিংহল পরিত্যাগ কর্‌লে আমার সোণার সিংহল শ্মশানে পরিণত হবে। অভিমান ত্যাগ কর কুমার!

মধুমতী। কিন্তু আমি কি অপরাধ করেছি মিহির যে তোমার মুখে আমি মা বলা শুন্‌তে পাবো না? কত যত্নে, কত আশায় তোমাকে বুকে ক'রে প্রতিপালন করেছি, আজ তোমায় সজ্ঞানে বিসর্জ্জন দেবো? কোথায় যাবে মিহির? আমার চখের জল দেখে উজ্জয়িনীতে গিয়ে স্থির থাক্‌তে পারবে?

মিহির। জ্ঞানময়ী মা আমার! তোমার মুখে এ কথা সাজে না।

গোলোকচাঁদের অপমান-বাণী ভুলিনি মা! চন্দ্র, সূর্য্য স্থিরকর্ণে শুনেছে, সমীরণ তরঙ্গে তরঙ্গে সমগ্র সিংহলে প্রচার করেছে—মিহির জারজ সন্তান। তাই শুনে ক্ষণা একদিন গণনায় দেখেছিল—উজ্জয়িনী আমার জন্মভূমি, পিতা একজন সুপণ্ডিত, মাতা আমার স্বর্গগতা। ক্ষণার এই অদ্ভুত গণনার সত্য মিথ্যা অবগত হবার জন্য প্রাণ আমার নিতান্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। যদি দেখি, ক্ষণার গণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে, তা হ'লে আবার সিংহলে এসে আপনাদের শ্রীচরণতলে মস্তক অবনত করবো। আর যদি শুনি, সত্য সত্যই আমি জারজ সন্তান, তা হ'লে জান্‌বে, তোমাদের স্নেহের মিহির শিপ্রাগর্ভে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছে।

নেত্রবান। তা হ'লে রাজা-রাণীর মৃত্যুদর্শন করাই তোমার উদ্দেশ্য ?

মিহির। বিচলিত হবেন না পিতা! আমি এখন জীবন মরণের সন্ধিস্থলে উপনীত। এ অবস্থায় সিংহলে আর আমি স্থির থাক্‌তে পার্‌বো না; কি জানি, কেন আমার এই উন্মাদনা! জানি না, জন্মভূমির ধূলিকণা তীর্থরেণুর মত মাথায় তুলে নিতে কেন আমার এই অদম্য আগ্রহ!

নেত্রবান। নিষেধ শুন্‌বে না মিহির? তোমায় পূর্ব্বের মত স্বাধীনতা দিচ্চি।

মিহির। আর নিষেধ কর্‌বেন না পিতা! সিংহল যেন আমার কাছে উতপ্ত মরুভূমি; সিংহলে যেন বিষের আগুন জ্ব'লে উঠেছে। আর তো এখানে থাক্‌তে পার্‌বো না পিতঃ। চঞ্চল প্রাণ এখানে থেকে কিছুতেই স্থির হবে না। ভুলে যান পিতা! তাম্রপাত্র আমাকে একদিন সিংহলকূলে ভাসিয়ে এনেছিল সে কথা ভুলে যান। কৃপা ক'রে আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সে কথাও ভুলে যান। আমার দণ্ডবিধানের জন্য আমায় বন্দী করেছিলেন, তাও ভুলে যান। আমিও

শান্তির দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে সিংহলের চরণে অসংখ্য প্রণাম জানিয়ে সিংহলের কাছে বিদায় গ্রহণ করবো। মনে করুন পিতা! মিহির নামে এ সংসারে কেউ ছিল না। যদিও ছিল, ঈশ্বরের অনুগ্রহে সে মূর্ত্তি ভস্মে পরিণত হ'য়ে বিরাট শূন্যে ছড়িয়ে পড়েছে! [প্রস্থানোদ্যত]

দ্রুতপদে ক্ষণার প্রবেশ।

ক্ষণা। জীবনসঙ্গিনী ক্ষণাকে পরিত্যাগ ক'রে কোথায় যাবে মিহির? উজ্জয়িনী যদি তোমার তীর্থক্ষেত্র হয়, তা হ'লে আমারও তীর্থক্ষেত্র। তীর্থভ্রমণে আমায় বঞ্চিত ক'রো না মিহির! পিতা! অভাগিনী কন্যাকে বিদায় দিন মা! আমায় স্বামী-গৃহে যাবার অনুমতি দাও—

নেত্রবান। কি বল্লি ক্ষণা, স্বামী-গৃহে যাবি? মহিষী! ক্ষণা আমার নিশ্চয় উন্মাদিনী হয়েছে।

মধুমতী। [স্বগত] একি করলে জগদীশ্বর! সোণার সংসারে আজ জ্বলন্ত বিষাদানল কেন জ্বেলে দিলে? ক্ষণা! [ক্ষণাকে বুকে টানিয়া লইলেন]

ক্ষণা। কন্যার প্রতি অবিচার ক'রো না মা! মনে মনে মিহিরকে আমি পতিত্বে বরণ করেছি; মিহির ছাড়া অন্য কারো হস্তে যদি আমায় সমর্পণ কর, তা হ'লে ক্ষণা তোমার সেই দিনই আত্মঘাতিনী হবে। এ জন্মে মিহিরই আমার স্বামী, মিহিরের জন্মস্থান আমার তীর্থক্ষেত্র।

গীত।

আমায় সাজিয়ে দে মা মনের মতন,
যাব আমি স্বামীর ঘরে।

পথহারা পতি আমার দাঁড়িয়ে আছে আমার তরে॥
কেন মা তুই কেঁদে সারা,
ঢেলে দে মা আশীষধারা,
ও যে আমার ধ্রুবতারা তাইতে মা প্রাণ কেমন করে।
কঠিন প্রাণে যাই মা চ'লে,
এলে আবার নিস্ মা কোলে,
পাষাণ হ'য়ে যাস্‌নি ভুলে আবার মাগো আন্‌বো ফিরে॥

নেত্রবান। [উচ্চকণ্ঠে] এই নাও—এই নাও মিহির! ক্ষণাকে তোমার হস্তেই সমর্পণ করলেম। আজ হ'তে ক্ষণা তোমার সহধর্ম্মিনী। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, তুমি সিংহল পরিত্যাগ ক'রে যাবে না?

মিহির। এ কি করলেন মহারাজ! এখনও যে আমি সন্দেহ-সাগরে ভাস্‌ছি। এখনও আমি অবগত নই, আমি পবিত্র কি অপবিত্র। একজন জারজের হস্তে কন্যা সমর্পণ ক'রে আপনার কুল-মর্য্যাদা নষ্ট কর্‌লেন? [ক্ষণার প্রতি] মোহের ভুলে কেন আজ জ্ঞানহারা হয়েছ ক্ষণা? কেন আজ জীবন্ত বাধা রূপে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছ? আমি অপবিত্র, আমায় পরিত্যাগ কর।

ক্ষণা। হও তুমি অপবিত্র, তবুও তুমি আমার স্বামী।

মিহির। বড় ভুল কর্‌লে ক্ষণা! ভাল, পত্নীরূপে তোমায় গ্রহণ কর্‌লেম। এখন তুমি পিতার আশ্রয়ে থাক; আমি উজ্জয়িনীতে ফিরে চল্‌লেম।

ক্ষণা। তুমি সিংহলে থাক্‌বে না?

মিহির। না।

ক্ষণা। তবে আমিও থাক্‌বো না।

মিহির। তুমি তোমার পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ কর

ক্ষণা। পিতা! স্নেহময়ী মা! তোমার কন্যাকে বিদায় দাও।

নেত্রবান। এই শেষ বার জিজ্ঞাসা কর্‌ছি; মিহির! তুমি সিংহলে থাক্‌বে না?

মিহির। না পিতঃ! আমি সিংহলে থাক্‌বো না।

নেত্রবান। সংসার! সরলমতি সংসার! শিক্ষা কর—জীবের প্রতি এক বিন্দু নিঃস্বার্থপরতা বিতরণ ক'রো না—পুত্রকন্যাকে কেউ ভালবেসো না; কেউ আশ্রয় চাইলে তাকে শৃগাল-কুক্কুরের মত তাড়িয়ে দিও—পুত্রকন্যাব গলা টিপে মেরে ফেলো, সংসাব শান্তিময় হবে--নিরাপদ হবে।

ক্ষণা। জীবনে কখনও অবাধ্য হয়নি পিতা! কন্যার এই অবাধ্যতাটুকু আজ ক্ষমা কব্‌তে হবে। তুমি কথা কইচো না কেন মা? চোখেব জল ফেলে পুত্রকন্যার অকল্যাণ ক'রো না,—আশীর্ব্বাদ কর।

নেত্রবান। আশীর্ব্বাদ? অবাধ্য পুত্র-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ! অভিশাপ দেবো; এমন অভিশাপ দেবো, যা বুকে ক'রে যাবজ্জীবন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট ক'রে মর্‌বি। যা—দূব হ'যে যা! তুই কখনও আমাব কন্যা নোস্‌। যাও মিহির! তোমার পরিণীতা পত্নীকে নিয়ে তোমার তীর্থক্ষেত্রে চ'লে যাও। বাস্‌—আজ হ'তে আমি নিঃসন্তান।

ক্ষণা। পিতামাতা পরমগুরু। তোমরা অভিশাপ দিলে সে অভিশাপ আশীর্ব্বাদের মত মাথায় এসে পড়্‌বে। মা! আসি তবে।

[প্রণাম কবণ]

নেত্রবান। না—না, অবাধ্য পুত্রকন্যার পিতামাতাকে প্রণাম কববার অধিকার নেই। চ'লে যাও মিহিব! না—না, একটু দাঁড়াও; কাল সাপের মত দংশন ক'রে চ'লে যাচ্ছ, তার প্রতিদান নিয়ে যাও। বেশী দিন

নয় মিহির! এ মিলন ভেঙ্গে যাবে—তোমাদের সুখের সংসারে হাহাকার পড়্‌বে; আজ হ'তে রোদন তোমাদের চিরসম্বল হবে।

[ধীরে ধীরে ক্ষণা ও মিহিরের প্রস্থান।

মধুমতী। কি কর্‌লে—কি করলে, মহারাজ! ক্ষণা মিহিরকে যে বড় ভালবাস্‌তে! তাদের প্রতি এমন নিষ্ঠুর বাণী উচ্চারণ কর্‌তে পার্‌লে? এক বৃন্তের প্রস্ফুটিত প্রসূন স্বহস্তে বৃন্তচ্যুত কর্‌লে? ক্ষণা! ক্ষণা! [প্রস্থানোদ্যত]

নেত্রবান। নিরস্ত হও রাজ্ঞী! [হাত ধরিলেন] নিষ্ঠুর ভেবে যদি তোমার স্বামীকে ঘৃণায় পরিত্যাগ কর্‌তে চাও—তাও পার। আর যদি তুমি যথার্থই স্বাধ্বী সহধর্ম্মিনী হও, তা হ'লে আমার মত বুক বেঁধে দাঁড়াও। চোখে জল এলে চোখ দুটাকে উপড়ে ফেল্‌তে হবে। যন্ত্রণায় বুকের ভিতর হাহাকার ক'রে উঠ্‌লে নির্জ্জনে গিয়ে শুধু বক্ষে করাঘাত কর্‌তে হবে; মোহের পাশ ছিন্ন ক'রে কন্যা জামাতার শিরে প্রাণ ভ'রে অভিশাপ ঢেলে দিতে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উজ্জয়িনী রাজসভা।

বিক্রমাদিত্য ও প্রহরীর প্রবেশ।

বিক্রমাদিত্য। প্রহবী! নগববক্ষককে সংবাদ দাও, আজ সান্ধ্য সভায় যেন উপস্থিত থাকেন।

উন্মত্ত ববাহেব প্রবেশ।

বিক্রমাদিত্য। কে পণ্ডিতপ্রবব! শাবীবিক বেশ ভাল আছেন?

ববাহ। বল্‌ছি, আগে আমাব কথাব উত্তব দিন মহাবাজ! সভাগৃহে ইতিপূর্ব্বে একটী যবককে দেখেছিলেন?

সঙ্গে তাব একটী যুবতী,—
বাঘাম্বব ছিল পবিধান,
অনুলেপন ভস্ম তাব,
অস্থি মালা অঙ্গেব ভূষণ,
কাল ফণী জটাচূড়া ঘেবি
কবেছিল সুন্দব মুরতি যাব,
দেখেছিলে তাবে নবপতি
বাবেকেব তবে এই সভাগৃহে?
না—না, স্বপ্ন—স্বপ্ন—
উদ্বেলিত প্রাণেব জঘন্য বিকার।

বিক্রমাদিত্য। পণ্ডিতপ্রবর !
ঘটিয়াছে মস্তিষ্কবিকার তব।
চিন্তা নাহি কর,
উন্মাদনা বাড়িবে আবার।
বরাহ। উন্মত্ততা ? উন্মত্ততা কেন আসে
জান কি রাজন ? আস্থক—আস্থক,
উন্মত্ততা বড় প্রিয় মোর,
ভালবাসি উন্মাদনাবশে
উন্মত্ত এ বুকে করিবারে শত কবাঘাত।
উন্মাদ—উন্মাদ—সকলে উন্মাদ,
তুমিও উন্মাদ মহাবাজ !
রাজ্য তব উন্মাদেব মেলা,
শাসন তব উন্মাদের খেলা,
উন্মাদ ভাঙ্গড় ভোলা,
উন্মাদ বিষ্ণু ভগবান,
উন্মাদ বিধাতা স্বয়ং
সৃষ্টি কাণ্ড রচিলেন যিনি,
উন্মাদ জগৎ সংসার। হাঃ-হাঃ-হাঃ !
বিক্রমাদিত্য। পণ্ডিতপ্রবর !
একমনে ডাক ভগবানে,
উন্মত্ততা ঘুচিবে তোমার,—
মিলিবে আবার শান্তিধারা।
বরাহ। শান্তি ? শান্তি সুখ-ছবি
নিত্য জাগে নয়নে আমার।

গবাক্ষ বাহিরে ঐ দূর নীলিমায়
নিত্য দেখি রাজা শান্তির আলোক,
নিত্য দেখি শান্তির সংসার,
কিন্তু সে ক্ষণিকের তরে ।
কত শত সুখ-নিকেতন,
নাহি সেথা কালের মগন,
দিবানিশি হাসিতে গমন,
জনক জননী স্নেহভরে পালিছে সন্তান,
পুত্র কন্যা আদরে সম্ভাষে,
খেলা করে আনন্দে মাতিয়া,—
কিন্তু—কিন্তু মহারাজ !
না—না থাক্, জানিবে জগৎ
পিশাচ প্রবৃত্তি মোর ।

[প্রস্থান ।

বিক্রমাদিত্য । শান্তি দাও ভগবান !
উন্মত্ত ব্রাহ্মণে কর শান্তিদান,
শান্তিময় তব নাম ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দেব-মন্দির।

ভাগ্যদেবীর প্রবেশ।

ভাগ্যদেবী।—

গীত।

পশ্চিম গগণ রক্তিম বরণ।
জ্যোতিঃহারা ওগো উজ্জ্বল তপন॥
ঘোরা যামিনী আসে, ভিখারী কাঁপিছে ত্রাসে,
কেমনে ফিরিবে বাসে, ভাবিছে নীরবে ব'সে,
ব্যাকুলনয়নে চাহে, কাতরে ডাকিয়ে কহে,
প্রদীপ দেখাও ওগো পথিক সুজন।
ধূলায় পড়িয়ে রবে, চরণে দলিত হবে,
হৃদয়ে বেদনা পাবে, ভাবে তাই কোথা যাবে,
কেহ কি লইবে তুলে, যতনে আপন কোলে,
অধম পাতকী ব'লে কবে কি বচন॥

দয়ানন্দের প্রবেশ।

দয়ানন্দ। কার এই করুণ সঙ্গীত! এই শেষ নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে পরদুঃখকাতরা কে তুমি স্বার্থত্যাগিনী ব্যাকুলপ্রাণে দেব-সন্নিধানে পরের বেদনা জ্ঞাপন কর্‌ছো?

ভাগ্যদেবী। এসেছেন ঠাকুর? সিংহলে আজ মহাবিপদ উপস্থিত। সোণার সিংহলের শান্তি-দিনমণি আজ অস্তমিতপ্রায়। যতবারই আপনি সিংহল পরিত্যাগ ক'রে তীর্থভ্রমণে গিয়েছেন, ততবারই

বিপদের কৃষ্ণ মেঘ সিংহলের সমগ্র গগন আচ্ছাদিত করেছে। এ বিপদরাশি কিসে অপসারিত হবে ঠাকুর?

দয়ানন্দ। দয়ার্দ্রহৃদয়া কে তুমি মা? আত্মপরিচয় দান কর; এস স্বার্থত্যাগিনি! এস শক্তিময়ী রমণি! যার জন্য ব্যাথিতহৃদয়ে আজ দেবতার কাছে উপস্থিত, এস—আমরা মাতা-পুত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ হ'য়ে আজ সোনার সিংহলকে বিপন্মুক্ত করি। কে তুমি মা? পরিচয় দিয়ে আমার চিত্তচাঞ্চল্য দূর কর।

ভাগ্যদেবী। আমার আর কি পরিচয় দেবো ঠাকুর! সিংহলতীর হ'তে পাত্রাবদ্ধ মিহিরকে বুকে নিয়ে আমিই একদিন রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিলুম; শৈশবে পুত্রের মত আমি মিহিরকে প্রতিপালন করেছিলুম। সিংহলেশ্বর আমাকেই একদিন এক ক্ষুদ্র অপরাধে রাজসভা হ'তে বিতাড়িত করেছিলেন ঠাকুর! আমিই সেই হতভাগিনী ধাত্রী।

দয়ানন্দ। এতদিন কোথায় ছিলে ধাত্রী?

ভাগ্যদেবী। এই সিংহলেই ছিলুম ঠাকুর! কখন এই মন্দিরের পাশে, কখন সমুদ্রতীরে, কখন ভিখারীর পর্ণকুটীরে, কখন তস্করের মত রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়িয়েছি। প্রতিদিন মিহিরকে একটী বার না দেখ্‌তে পেলে বুকের ভিতর শূন্য হ'য়ে যায়, চোখে অন্ধকার দেখি। আমার সেই মিহির আজ সিংহল ত্যাগ ক'রে যাবে।

দয়ানন্দ। কি বল্‌লে ধাত্রী? মিহির সিংহল ত্যাগ ক'রে যাবে? কেন—কেন ধাত্রী?

ভাগ্যদেবী। একটা দারুণ সন্দেহ, একটা দারুণ অভিমান তাকে জন্মভূমি দেখ্‌বার জন্য টেনে নিয়ে যাচ্চে।

দয়ানন্দ। কি সন্দেহ, কিসের অভিমান ধাত্রী?

ভাগ্যদেবী। সন্দেহ, উজ্জয়িনীতে তার পিতা বর্ত্তমান কি না!

অভিমান, যিনি রক্ষাকর্ত্তা অন্নদাতা, তিনি শত্রুর মত তাকে বন্দী করেছেন।

দয়ানন্দ। কে বন্দী? মিহির বন্দী? তবে যে বল্‌লে মিহির সিংহল ত্যাগ ক'রে যাবে?

ভাগ্যদেবী। হাঁ ঠাকুর! গত কল্য সে মুক্তিলাভ করেছে।

দয়ানন্দ। ধাত্রী! কোন্ অপরাধে মিহির কারারুদ্ধ হয়েছিল?

ভাগ্যদেবী। অপরাধ, মিহির ভাগ্যবান; অপরাধ, ক্ষণা তাকে ভালবাসে; অপরাধ, অজ্ঞাতকুলশীল যুবক রাজকন্যার প্রণয়প্রার্থী।

দয়ানন্দ। অন্ধ নেত্রবান্! তোমার অধঃপতন অনিবার্য্য। মা! তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি সিংহলেশ্বরের সাক্ষাৎলাভে চল্লেম।

ভাগ্যদেবী। যাবেন না ঠাকুর! সিংহলরাজের সম্মুখে আজ যদি আপনি বিবেকের চিত্র নিয়ে উপস্থিত হন, তা হ'লে সিংহলেশ্বর গুরু জ্ঞানে আজ আপনার মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌বেন না; মন্ত্রী ব'লে আজ তিনি আপনার পরামর্শ গ্রহণ কর্‌বেন না। এ অবস্থায় তিনি আপনাকেও আজ কারারুদ্ধ কর্‌বেন।

দয়ানন্দ। তা অসম্ভব নয়। এতখানি নিষ্ঠুর যে, এতখানি কর্ত্তব্য যে হারাতে পারে, সে যে আমাকেও বন্দী কর্‌বে, তাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু মিহিরকে একটীবার দেখবার উপায় কি মা?

ভাগ্যদেবী। চিন্তিত হবেন না ঠাকুর! মিহির সিংহল ত্যাগ কর্‌বার পূর্ব্বে আধিষ্ঠাত্র দেবতাকে একটা প্রণাম না ক'রে যাবে না। রাত্রি প্রভাত হয়েছে, প্রভাত-সমীর ধীরে ধীরে পূর্ব্ব গগণে সূর্য্যদেবকে টেনে নিয়ে আস্‌ছে, আর কি মিহির স্থির থাক্‌তে পার্‌বে?

দয়ানন্দ। ওঃ—নিয়তির কি কঠোর নির্য্যাতন! জীবের উপর দুর-দৃষ্টের কি কঠোর কশাঘাত। আজ এই সিংহলে দাঁড়িয়ে আকুলপ্রাণে

রোদন কর্‌বার জন্যই বুঝি বিধাতা আমায় সিংহলে টেনে নিয়ে এলেন। বিশ্বত্রাতা মহেশ্বর! বর্ষার নিবিড় গগণে চঞ্চল দামিনীলতা দেখিয়ে জীবের প্রাণ-ভীতি পূর্ণ কর দেব? জীবকে জ্ঞান দিয়েছ যদি, সঙ্গে আবার মায়ার বন্ধন কেন দিয়েছ? প্রাণ যে আজ পাগল হ'য়ে উঠেছে দেব! হৃদয়ের সমস্ত শোণিত আজ যে সলিলরূপে নয়নপথে ছুটে আস্‌ছে। হায় কর্ম্মফল! বৈষম্যপূর্ণ সংসারে রোদনই বুঝি প্রধান ধর্ম্ম কর্ম্ম, মায়াই বুঝি সংসারের শ্রেষ্ঠ বন্ধন, পরম আত্মীয়ই বুঝি এ সংসারে পরম শত্রু :

ভাগ্যদেবী। আবার কি চিন্তা কর্‌ছেন ঠাকুর?

দয়ানন্দ। চিন্তা কর্‌ছি, আজকের প্রভাত-সমীর গরলরূপে সিংহলের কতখানি জর্জ্জরিত কর্‌বে। কর্ত্তব্য পরায়ণ সূর্য্যদেব অগ্নির মত আকাশ হ'তে নেমে এসে আজ সিংহলের কতখানি দগ্ধ কর্‌বে। আবার রজনীর শান্তি-সুধাকর স্নিগ্ধ কিরণ বিতরণ ক'রে বিষ-জর্জ্জরিত তাপদগ্ধ সিংহলে আজ কতখানি শান্তি-সুধা ঢেলে দেবে!

ভাগ্যদেবী। তোমারও চোখে জল আস্‌ছে ঠাকুর? আত্মীয়-স্বজন-বিহীন কঠোর তপস্যায় শুষ্কপ্রাণ আপনিও আজ ঘোর মায়ায় বিজড়িত? ঐ শোন ঠাকুর! দূরে ঐ শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর শব্দ। ঐ দেখ, মৃদুমন্দ পদবিক্ষেপে ক্ষণা মিহির এই দিকেই আস্‌ছে।

গীত।

আঁখিতে আঁখিতারা নাহি জাগিয়া।
কত অভিমান স্নেহ লাঞ্ছনা, দেখ এসেছে নয়নে গলিয়া॥
কাঞ্চন সম সুঠাম অঙ্গ ভঙ্গ দেখ না চাহিয়া,
ব্যথিত কাতরা লতিকাটী ধরা আসে পথহারা চলিয়া।

ফুল্ল বিকচ যুগল নলিনী অশনি আঘাতে ছিঁড়িয়া,
পথের ধূলাতে ধূসরিত কায় বেদনায গেছে ভরিযা ॥

পরস্পরের অঙ্গে ভর দিয়া ক্ষণা ও মিহিরের প্রবেশ।

দয়ানন্দ। এ আবার কি সাজে সেজেছ মিহির? রাজকন্যার বসন-ভূষণ পরিত্যাগ ক'রে আজ এই সামান্য বেশ কেন ক্ষণা?

মিহির। গুরুদেব এসেছেন? ভেবেছিলাম, সিংহল পরিত্যাগের সময় আপনার শ্রীচরণদর্শন বুঝি আমার ভাগ্যে নাই। আপনার আশীর্ব্বাদ বহন কর্‌বার শক্তিটুকু বুঝি চির-বিসর্জ্জন দিয়েছি।

ক্ষণা। আমাদের শেষ আশাটুকুও পূর্ণ হয়েছে দেব! আর আমাদের কিছুই আকাঙ্ক্ষা নাই। আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ করুন দেব!

দয়ানন্দ। ধন্য ক্ষণা! ধন্য তোমার শক্তি! বেছে বেছে উপযুক্ত পাত্রকে পতিত্বে বরণ করেছ। এ ইচ্ছা দয়ানন্দের হৃদয়ে বহুদিন পূর্ব্বে উদ্দীপ্ত হয়েছিল মা! কিন্তু বড় আক্ষেপ, সেই শুভ সম্মিলনের শুভক্ষণে আমি উপস্থিত থাক্‌তে পার্‌লুম না। কি আশ্চর্য্যের বিষয়, মহারাজ জামাতাকেও কারারুদ্ধ করেছিলেন?

ভাগ্যদেবী। যে শুভক্ষণে ক্ষণা মিহিরের হস্তে সমর্পিত হয়েছিল, সে শুভক্ষণে আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না ব'লে আক্ষেপ কর্‌বেন না; বরং প্রাণ খুলে ভগবানকে ধন্যবাদ দিন। ক্ষণা নিজেই তার পতি বেছে নিয়েছে। ক্ষণাকে পতির অনুগমন কর্‌তে দেখে মিহিরের গতিরোধের চেষ্টায় মহারাজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্ষণাকে মিহিরের হস্তে সমর্পণ করেছেন; কিন্তু তথাপি যখন মিহিরের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হ'লো না, তখন পতিপরায়ণা কন্যাকেও সেই সঙ্গে বিদায় দিয়েছেন। কন্যা

জামাতা প্রণাম করতে গিয়েছিল, মহারাজ শত্রুর মত অভিশাপ ঢেলে দিয়েছেন।

দয়ানন্দ। অদৃষ্টের লিখন! তাই বিবাহের যৌতুক পিতৃ-অভিশাপ। সংসারে এ এক নূতন জিনিষ বটে! কিন্তু অভিশাপ ব'লে অবজ্ঞায় ফেলে দিও মা মিহির! যা পেয়েছ, সযত্নে বরণ ক'রে নিয়ে যাও। ভাগ্যই মূল, ভাগ্যই জীবনেব সহচর। আমার আশীর্ব্বাদ এর উপর বেশী কার্য্যকরী হবে না। ক্ষণা! তোমার পিতা যৌতুক দিয়েছেন অভিশাপ, আর আমি যৌতুক দেবো আমার সযত্ন-রক্ষিত—বড় আদরের—বড় গৌরবের অমূল্য তিন খানি গ্রন্থ। ঐ দেবমন্দির আমার রত্ন-ভাণ্ডার। অপেক্ষা কর, আমি আহরণ ক'বে আনি।

[প্রস্থান।

ভাগ্যদেবী। তোমবা যে দুই জনই কেবল উজ্জয়িনী পালাবে, তা ভেবো না; আমিও তোমাদের পেছু নিচ্চি জেনো।

মিহির। তুমিও কি উজ্জয়িনী যাবে?

ভাগ্যদেবী। ও মা! যাবো না? সেইখানেই তো আমাদের ঘব-বাড়ী।

ক্ষণা। তুমি কবে যাবে?

ভাগ্যদেবী। তোমরা সঙ্গে নাও তো এক সঙ্গেই যাই।

মিহির। তুমি তো একজন বন্য রমণী; তুমি উজ্জয়িনী যাবে কি রকম?

ভাগ্যদেবী। ঐ রকমই বাবা, ঐ রকম। সেখানে আমাব এক ঘর ছেলে,—গেলে কি আর রক্ষা রাখ্‌বে। মা—মা ক'রে চীৎকার ক'রে, কানে তালা ধরিয়ে দেবে; একটা নিশ্বাস পর্য্যন্ত ফেল্‌তে দেবে না।

ক্ষণা। তোমার স্বামী আছেন?

ভাগ্যদেবী। ওমা! স্বামী আবার নেই গা! অমন জলজ্যান্ত

সোয়ামী বর্ত্তমান! তার জন্যে আবার ভাবনা বাবা! আহা অনেক দিন দেখি নি, মনে করৃছি একবার দেখা ক'রে আসি।

মিহির। স্বামী পুত্র ফেলে এখানে তোমার আসা উচিৎ হয় নি মা!

ভাগ্যদেবী। কি করি বল? পেট বড় বালাই; পেটের জ্বালায় দেশে দাসীবৃত্তি করৃতে চাইলুম, তাও কেউ রাখ্‌লে না। তাই মনের দুঃখে বিদেশে চ'লে এসেছি। নইলে কার সাধ, স্বামী পুত্র ছেড়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে কাজ করৃতে যায়। আমাব বরাতে সব উল্টো বাছা! কোথায় স্বামী আমার ভরণ-পোষণের ভার নেবেন, তা নয় আমাকেই তাঁর সকল ভার নিতে হয়েছে। তাতেও আমার দুঃখ নেই মা; দুঃখ এই, পরের বাড়ী একটু অপরাধ দেখ্‌তে পেলে ঝাঁটা মেরে বিদেয় ক'রে দেয়।

ক্ষণা। এখন কোথায় কাজ কর?

ভাগ্যদেবী। কোথাও নয়।

মিহির। আগে কোথায় কাজ করৃতে?

ভাগ্যদেবী। সে আর শুনে কাজ নেই বাছা!

ক্ষণা। বল্‌লেই বা, তাতে কিছু দোষ হবে না; তুমি বল।

ভাগ্যদেবী। তা খুব বড় ঘরেই কাজ করৃতুম মা! আমি রাজ-বাড়ীর ধাত্রী ছিলুম। তোমাদের দুটাকে বুকে ক'রে প্রতিপালন করেছি।

ক্ষণা। সে কি! তুমি আমাদের সেই ধাত্রী মা? ক্ষুধায় আহার্য্য দিয়েছ, যন্ত্রণায় শান্তি দিয়েছ, জননীর মত বুকে রেখে প্রতিপালন করেছ, আমাদের সেই ধাত্রী মা আজ সম্মুখে উপস্থিত? মা! তোমাকে পেয়ে আজ আমরা ধন্য হ'লাম।

মিহির। মা! স্মৃতিব গৃহখানি পূর্ণ ক'বে আজও তুমি জাগরুক রয়েছ। চল ধাত্রী-মা! শৈশবে জননীর মত প্রতিপালন করেছ, আজ হ'তে আবার আমাদের প্রতিপালনেব ভার গ্রহণ কর! ধাত্রী মা! এ জীবনে তোমাব যত্ন হ'তে আমবা যেন বঞ্চিত না হই। শান্ত স্নিগ্ধ প্রভাতেয় বক্তিম সূর্য্যের নিকটে আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর্‌ছি, তোমাব ঋণ আমরা জীবনে পবিশোধ কর্‌তে পার্‌বো না।

গ্রন্থহস্তে দয়ানন্দের পুনঃ প্রবেশ।

দয়ানন্দ। এই নাও ক্ষণা! এই নাও মিহিব! স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল-গণনার তিনখানি অমূল্য গ্রন্থ। এই তোমাদেব বিবাহেব যৌতুক। নাও—হাত পেতে গ্রহণ কর। [মিহিরেব তথাকরণ] যাও ক্ষণা! যাও মিহিব! সিংহলবাসী তোমাদের যে বিদ্যার পবিচয় পেয়ে আজ স্তম্ভিত-প্রাণে মুগ্ধনেত্রে তোমাদের পানে চেয়ে আছে, যে অমূল্য রত্ন বুকে ক'বে সিংহল এতদিন আপনাকে গৌববান্বিত মনে কর্‌তো, যাও দেবশক্তি-সম্পন্ন ক্ষণা-মিহিব! সেই বিদ্যা, সেই গৌবব, ভারতের বুকে ছড়িয়ে দাওগে। আমাব শুধু এইটুকু কামনা, ভারত যেন তোমাদের চিন্‌তে পারে। সোনাব ভাবতে যেন এ রত্নেব অমর্য্যাদা না হয়; তোমাদেব যশ-সৌবভে ভারত যেন পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে।

মিহির। আপনার প্রদত্ত এ অমূল্য বত্ন আমি চিরদিন মাথায় ক'রে রাখ্‌বো। আশীর্ব্বাদ করুন দেব! যে পবম বিদ্যা আপনার শিক্ষা-দানের গুণে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মত আমাদের অজ্ঞানতা-অন্ধকার বিনষ্ট করেছে, যে বিদ্যার প্রভাবে আত্মপরিচয় পেয়ে আজ আমি স্বদেশ-যাত্রায় উন্মত্ত, সে রত্নের যেন মর্য্যাদারক্ষায় সক্ষম হই।

দয়ানন্দ! তুমি তা পার্‌বে মিহির! দয়ানন্দ অপাত্রে তার বিদ্যা দান

করেনি। তায় উপব যে সহধর্ম্মিনী লাভ করেছ, তাতে তোমার বিদ্যার গৌরব, বিদ্যার মর্য্যাদা যুগ-যুগান্তরেও তোমায় সমুজ্জ্বল ক'রে রাখ্‌বে।

ক্ষণা। ঐ দৈববাণীর প্রতি অক্ষর যেন সত্যে পবিণত হয়। কিন্তু গুরুদেব! আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে। এই তিনখানি অমূল্য গ্রন্থের একখানি তো আমাদের পরিচিত নয়। স্বর্গ, মর্ত্ত্যের সকল গণনা যথাসাধ্য আয়ত্ত করেছি, কিন্তু পাতাল-গণনা তো আমাদের শিক্ষা দেন নি? জানি না, আপনার এইটুকু কৃপালাভে কেন আমরা বঞ্চিত হ'লাম! ত্রিলোক-গণনা শিক্ষাদান কি আপনার অভিপ্রেত ছিল না?

দয়ানন্দ। অভিমান ক'রো না মা! গুরুর নিষেধ-বাক্য আমার শিক্ষাদানের সমস্ত শক্তি আবদ্ধ ক'রে রেখেছিল। পাতাল বিষয়টী গোপন রেখে, তিনি অন্য দুটীর শিক্ষাবিস্তারের আদেশ দিয়াছিলেন। গুরুব আদেশে আজ আবার সেই গোপনীয় বিষয় প্রচার কর্‌বার সুযোগ এসেছিল। কিন্তু বড় অসময়,—তোমাদের সুযোগ হ'লো না। এ রত্ন বহুদিন হ'তে বহন ক'রে আস্‌ছি; বার্দ্ধক্যে আর পাবি না, অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। জীবন ক্ষণস্থায়ী, তায় বার্দ্ধক্য উপস্থিত; এ রত্ন উপযুক্ত পাত্রে ·দবার আর অবসর হবে না। ঐ রত্নের তোমরাই উপযুক্ত অধিক. .। শিক্ষার জন্য শঙ্কিতা হ'য়ো না মা! তোমার জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধিমত্তা এর সকল গুহ্য বিষয় দর্পণের মত তোমার সম্মুখে ফুটিয়ে তুল্‌বে। একবার দর্শনেই পাতাল গণনা তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে।

ক্ষণা। আশীর্ব্বাদ করুন, আমাদের যেন সেইরূপ সৌভাগ্যই হয়।

মিহির। যাত্রাকাল অতিবাহিত হ'য়ে যায়; বিদায় দিন গুরু!

দয়ানন্দ। কি বল্‌ছো মিহির! বিদায়? তার পূর্ব্বে তোমাদের

নিকট আমি বিদায় প্রার্থনা করি ; সিংহল রইলো, সিংহলের অধিষ্ঠাত্র দেবতা রইলেন, শুধু তার প্রাণ চ'লে যাচ্চে। কি করলে অধীশ্বর ? পাষাণ ব'লে কি সত্য সত্যই নিষ্প্রাণ তুমি ? সত্যই তাই ! তা যদি না হবে, ঐ প্রস্তর-মূর্ত্তিতে যদি আজ প্রাণ থাকতো, তা হ'লে দয়ানন্দকে আজ বালকের মত রোদন করতে হ'তো না। ঐ পাষাণ-মূর্ত্তি ছুটে এসে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিতো।

ভাগ্যদেবী। সব দিন কি সমান যায় ঠাকুর ? ভাগ্যের কি উত্থান পতন নাই।

দয়ানন্দ। থাকুক মা, ভাগ্য তার উত্থান পতন নিয়ে সুখে থাকুক্, সরলমতি দয়ানন্দ সরল পথে চলে যাক্ ; তবে যাবার সময় একটা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ ক'রে যাই। এস মিহির ! এস ক্ষণা ! এইভাবে পরস্পরের করপল্লব ধারণ ক'রে এই বৃদ্ধের সম্মুখে একটি-বার স্থির হ'য়ে দাঁড়াও। এই যুগলরূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে সিংহলের কাছে আজ চিরবিদায় গ্রহণ করবো। শান্তি ! শান্তি ! শান্তি !

মিহির। আচার্য্যদেব ! এ অবস্থায় সিংহল ত্যাগ করা আপনার কর্ত্তব্য নয়। পিতার অবস্থা দেখলে বোধ হয় পাষাণও বিগলিত হয়।

দয়ানন্দ। তা জানি, কিন্তু ভাগ্য !

মিহির। কোথায় যাবেন দেব ?

দয়ানন্দ। এত বড় সংসারে যাবার স্থান বেছে নেবার চিন্তা কি মিহির ! পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে এ বৃদ্ধের একটু স্থান হবেই। আমার জন্য যদি চিন্তিত হও, ভাব দেখি মিহির ! তোমরা আজ কোথায় চলেছ ? কোথায় সেই উজ্জয়িনী, আর কোথায় এই সিংহল ! সময় যায়, আসি তবে—বিদায়—

মিহির। একটা প্রণাম—

ক্ষণা ও মিহির। গুরুব্রহ্মা গুরুবিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর।
গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ [প্রণাম]

দয়ানন্দ। [কয়েক পদ পিছাইয়া] স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

ক্ষণা ও মিহির। অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতম্ যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ [প্রণাম]

দয়ানন্দ। [দূর হইতে] স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

ক্ষণা ও মিহির। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যপ্তম্ যেন চরাচরম্ ;
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ! [প্রণাম]

দয়ানন্দ। [দূর হইতে] স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

মিহির। চল ক্ষণা! এইবার আমরা কর্ত্তব্য প্রতিপালন করি।

ক্ষণা। চল মিহির! মাহেন্দ্র ক্ষণ বুঝি অতীত হ'য়ে যায়; চল, কর্ত্তব্য কর্ম্মে উদাসীন থাকা আর ভাল দেখায় না। জননী জন্মভূমি! আমার এই শেষ প্রণাম গ্রহণ কর মা! আমাব অপবাধ নিও না। যতদিন জীবিত থাক্‌বো, তোমার পীযূষ-পূরীত স্নেহের বুকখানি ভুল্‌তে পার্‌বো না। এখন বিদায় দাও মা! মিহির! গ্রন্থগুলি আমার হাতে দাও। [মিহিরের হাত হইতে গ্রন্থ লইয়া]

গীত।

বিদায় দাও, বিদায় দাও, ওমা আমার জন্মভূমি।
তীর্থরূপিনী জননী আমার সাধের করমভূমি ॥
আমি তোমার পুণ্য, তোমার গরিমা,
অঞ্চলে মোব বেধেছি ;
তোমার ধুলি মা, মাখিয়া অঙ্গে,
মাথায় তুলিয়া নিয়েছি।

ওমা তোমার চরণে ধরিয়া, আমি বক্ষে রেখেছি আঁকিয়া ;
ওমা যাই গো—ফিরি যদি দেখা হবে গো—
যাই মাগো করমে মাতিয়া,—
ভুলোনাকো কভু তুমি ॥

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য।

সমুদ্রতীর।

বিজলী।

বিজলী। আ ম'লো, আহ্লাদে যেন ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে। এমন হতভাগা সমুদ্র কেউ কখন দেখেছে বাছা! হিংসেয় যেন ফেটে মর্‌ছে। রূপের বাজার দেখেছে কি না, তাই নাড়া চাড়া দিয়ে দেখ্‌ছে, উল্টে পড়ে কি না! কি নাম ব'ল্লে গা? ক্ষণা আর মিহির। কেমন দুটীতে বজরায় উঠ্‌লো; কেমন দুটীতে উদ্দেশে কাকে প্রণাম কর্‌লে! কেমন দুটীতে চোখের জল ফেলে সমুদ্রের জলে তরী ভাসিয়ে দিলে। সমুদ্র ভাব্‌ছে, বজরাখানা উল্টে দিয়ে রত্ন দুটীকে চুরি ক'রে নিজের রত্নভাণ্ডারে রাখ্‌বে। ওরে, তা হ'লে ভাবনা ছিল না রে, ভাবনা ছিল না। যে পাকা মাঝির হাতে বজরা পড়েছে, সব ঢেউ কাটিয়ে সে তীরে উঠ্‌বে। তুই কেবল ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাক্‌বি। পই পই ক'রে বারণ কর্‌লুম—ওরে বাছা, পরের মন্দ করিস্ নে, তা হ'লে নিজেকেই কষ্ট

পেতে হবে। মর্‌গে যা,—গুরুর কথা না শোন কাণে, প্রাণ যাবে তোমার হ্যাঁচকা টানে,—মজাটী টের পাবে'খন। [উপবেশন]

সন্ন্যাসীবেশে লম্বাদাড়ীর প্রবেশ।

লম্বাদাড়ী। এই নাও হয়েছে? লম্বাদাড়ী—লম্বাদাড়ী, একেবারে গোঁপ পর্য্যন্ত সাবাড়! এত অসৈরণ কি সহ্য করা যায় বাবা? একেবারে নিখুঁত নীরেট বোষ্টোম ক'রে ছেড়ে দিলে! এসব করাচ্চে কে? আছে বাবা আছে! মাথার ওপর একজন আছে। ঐ গম্ভীর নীল আকাশ-খানার ভেতর, কিম্বা আশে পাশে, এই বড় বড় গাছগুলার ভেতর একজন কেউ আছেই আছে। তাকে দেখ্‌তে পাচ্চি না বটে, কিন্তু সে ভারি তোয়ের। জেঠামীতে, দুষ্টুমীতে, চালাকিতে সেটী একবারে রংয়ের গোলাম। চোহারাখানা শুন্‌তে পাই বড় তো বড়—একেবারে গগনভেদী; ছোট তো ছোট—একবারে পোস্তদানা। কাজের মধ্যে ড্যাব-ড্যাবে চোখ দুটো নিয়ে দিনরাত্তির জেগে জগদ্বাসীকে কলের পুতুলের মত নাচানো। চোখ চেয়ে আছে তো বেশ আছে। ঐ যে মাঝে মাঝে চোখ দুটী বুজে ন্যাকা সেজে ঠাণ্ডা হ'য়ে বসেন, ঐটেতেই তো গোল বেধে যায়। ঐ মিহির ছোঁড়াটা এইবার কাণার পাল্লায় পড়েছে। ছিল বেশ, খাচ্ছিল—ঘুমুচ্ছিল—বেড়াচ্ছিল, বড় দরের কিছু ভাবনা-চিন্তা ছিল না। ব্যাস বাবা! চাকা ঘুরে গেল; একেবারে গলা ধাক্কা, তারপর অকূল সমুদ্র! বরাত—বরাত বাবা, এতেই তো বাঁকা শ্যামের ওপর প্রাণটা একটু গরম হ'য়ে ওঠে। থাক্‌তো তার ওপর-ওয়ালা, তা' হ'লে ওঠ্‌-বোস করিয়ে তিন দিনে তাকে সোজা ক'রে ছেড়ে দিত।

বিজলী। [হাস্য]

লম্বাদাড়ী। আ-ম'লো, এ বেটী আবার কে রে! পেত্নি না কি? না পাগলী ফাগলী হবে। ওরে পাগ্‌লী!

বিজলী। এঁ্যা—কে?

লম্বাদাড়ী। তুই কে? এখানে ব'সে কেন?

বিজলী। আমি? আমায় বল্‌ছো বাবা! কোন্ আমি? নূতন আমি না পুরোণো আমি? পুরোণো আমি—না সে ভুলে গেছি; কত দিনের কথা। আর নূতন আমি? শুন্‌বে—শুন্‌বে?

লম্বাদাড়ী। সর্ব্বনাশ! এ যে একেবারে পাগলীর পাল্লায় প'ড়ে গেছি। হাঁগা বাছা! তুমি এইখান দিয়ে দু'জন ভদ্র যুবক-যুবতীকে যেতে দেখেছ?

বিজলী। হঁ্যা—হঁ্যা; তারা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে একখানা বজরায় উঠ্‌লো। চ'লে গেছে গো চ'লে গেছে; সমুদ্রে তরী ভাসিয়ে চ'লে গেছে।

লম্বাদাড়ী। [স্বগত] সিংহলেশ্বর! বড় হতভাগ্য তুমি; এমন রত্ন পেয়েও নিজের ঘরে রাখ্‌তে পাল্লে না।

বিজলী। হাঁগা! এই ক্ষণা-মিহির সিংহলরাজের সেই পুরাতন ক্ষণা-মিহির?

লম্বাদাড়ী। হাঁ মা! মহারাজ আজ কন্যা জামাতা পরিত্যাগ করেছেন।

বিজলী। হাঃ-হাঃ-হাঃ, তা হ'লে হয়েছে—উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে! বুকের রত্ন স্বহস্তে ছিন্ন করতে হয়েছে? হাঃ-হাঃ-হাঃ, দাঁড়াও—দাঁড়াও; আমি দেখে আসি, সিংহলেশ্বর হাস্‌ছে কি কাঁদ্‌চে,—সিংহলেশ্বরী জীবিত কি মৃত্যুর কবলে পতিত,—দেখে আসি, সিংহলেশ্বরের দীর্ঘ নিশ্বাস উষ্ণ কি শীতল?

[প্রস্থান।

লম্বাদাড়ী। ওরে বাবা, এ আবার কি? এ পাগলী একবারে মহা ক্ষেপে গেছে দেখ্‌তে পাই। সত্যি সত্যি কি রাজবাটীতে ছুট্‌লো না কি? ব্যাপার কি, একবার দেখ্‌বো না কি? [প্রস্থানোদ্যত]

নেপথ্যে গোলোকচাঁদ।

গোলোকচাঁদ। দিও না—সমুদ্রে তরী ভাসাতে দিও না। ক্ষণা-মিহিরের উজ্জয়িনীযাত্রায় বাধা দান কর।

লম্বাদাড়ী। এ আবার কার চীৎকার! মহারাজ কি সৈন্য সামন্ত নিয়ে ছুটে আস্‌ছেন না কি?

গোলোকচাঁদের প্রবেশ।

গোলোকচাঁদ। ক্ষণা! ক্ষণা! কৈ—মিহির কোথায়?

লম্বাদাড়ী। সমুদ্রযাত্রা করেছে।

গোলোকচাঁদ। গেছে? চ'লে গেছে? আমি যে তার পায়ে ধ'রে মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্‌তে এসেছি। চিকিৎসক বলেছিলেন, যদি আমি ভগবানকে স্মরণ ক'রে, দেবচরিত্র মিহিরের পায়ে ধ'রে মার্জ্জনা ভিক্ষা করি, তা হ'লে এ শূলবেদনার দারুণ যন্ত্রণা হ'তে মুক্তিলাভ কর্‌বো। কৈ—দেখা তো হ'লো না; মার্জ্জনাভিক্ষা করা তো হ'লো না। বোধ হয় এ জন্মে এ যন্ত্রণার উপশম হবে না। মিহির! মিহির! এ মহাপাপীকে তুমি ক্ষমা কর। লক্ষ্মীস্বরূপিনী ক্ষণাদেবী! কোন্ প্রাণে তোমার পিতামাতাকে চোখের জলে ভাসিয়ে পতির অনুগমন কর্‌লে? না—না—আমারই ভুল হয়েছে! রমণী-জাতি যে কোমল কঠিন দুই উপাদানে গঠিত। কিন্তু এ কার ভুল? মহারাজের? না—না, আমার জননীই এ অনর্থের মূল। তিনি যদি হিংসানলে দগ্ধ

হ'য়ে মিহিরকে কারারুদ্ধ কর্‌বার মন্ত্রণা না দিতেন, তিনি যদি রাজ্যলাভের জন্য উন্মত্ত হ'য়ে আমাকে লোভের পথে ছুটিয়ে না দিতেন, তিনি যদি সরলচিত্ত মিহিরের প্রাণে অযথা কষ্টদান ক'রে আমার সুখানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হ'তেন, তা হ'লে কি মিহির আজ অভিমান আশ্রয় ক'রে সিংহল পরিত্যাগ কর্‌তো? না—না, আমারই দোষ। কেন আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম? না—না, দোষ সিংহলরাজের; তিনি রাজসিংহাসনের মর্য্যাদা নষ্ট করেছেন—নিষ্ঠুরভাবে বিনা বিচারে মিহির-ক্ষণাকে রাজ্য হ'তে বিতাড়িত করেছেন। এর সম্পূর্ণ দায়ী মহারাজ; এ অপরাধের দণ্ড বিধান কর্‌বো।

[প্রস্থান।

লম্বাদাড়ী। ঔষধ সেবনের বাঞ্ছা এই যে হয়েছে দেখ্‌তে পাই। আচ্ছা—আচ্ছা, কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হোক্! ছেলেটার মনটা অনেকটা সাদাসিদের উপর দেখ্‌ছি। ঐ খাণ্ডার মা বেটীই তো ছেলেটার পরকাল ঝর্‌ঝরে ক'রে দিলে! বাবা! জোর কর্‌লেই কি কিছু হবার যো আছে? রাজ্য নেবো রাজ্য নেবো কর্‌লেই কি রাজ্য পাওয়া যায়? ভগবান যাকে দেন, একেবারে ছাপ্পোর ফুড়ে দেন; আর দেন না তো একবারে খুদ-কুঁড়োটী পর্য্যন্ত নয়। বাবা! ভগবানের মার বেজায় মার।

ঘাতকের প্রবেশ।

ঘাতক। মা! কৈ—কোথা গেল? মা—মা! হ্যাঁগা বাবাঠাকুর! এখানে আমার মাকে ব'সে থাক্‌তে দেখেছ?

লম্বাদাড়ী। কে তোমার মা?

ঘাতক। এই পাগলী—পাগলীর মত দেখ্‌তে! বল না বাবাঠাকুর!

লম্বাদাড়ী। ছিল বটে একজন! ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া মাথার চুল! তুমি ঠিক বলেছ, পাগলীর মত দেখ্‌তেই বটে; তা বোধ হয় সে রাজবাড়ীর দিকেই গেছে, হাস্‌তে হাস্‌তে রাজবাড়ীতেই যাবে ব'লে গেল।

ঘাতক। দেখ দেখি, আবার কি গোল বাধালে? তা বাবা-ঠাকুর! কিছু মনে ক'রো না, বড় কষ্ট দিলাম। কি বল্‌বো বাবা-ঠাকুর! যাকে আমার পাগলীর মত দেখ্‌তে বটে, কিন্তু মা আমার ভদ্র ঘরের মেয়ে, দাগা পেয়ে কেমন একরকম হ'য়ে গেছে। আজ বড়ই উপকার কর্‌লে বাবাঠাকুর! তোমার জয়-জয়কার হোক্! তোমার জয়-জয়কার হোক্!

[প্রস্থান।

লম্বাদাড়ী। দাড়ী গেছে, গোঁপ গেছে, এইবার মুণ্ডুটা গেলেই জয়-জয়কার!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শয়ন-কক্ষ।

নেত্রবান ও মধুমতী।

মধুমতী। মহারাজ!

নেত্রবান। আঃ—আবার সেই মহারাজ! এখনও কি শেষ হয়নি মহিষী? কেন দিবারাত্র মহারাজ—মহারাজ ক'রে আমার পেছনে পেছনে ফির্‌ছো? যাও, তুমি গৃহকর্ম্ম দেখগে।

মধুমতী। সন্ধ্যা যে উত্তীর্ণ হয় মহারাজ!

নেত্রবান। বেশ তো; সন্ধ্যাকে নিষেধ কর, সে যেন উত্তীর্ণ না হয়।

মধুমতী। মার প্রাণে আর কত সয় মহারাজ! ক্ষণা-মিহির যে এখনও ফিরে এলো না! আজ কে তাদের ক্ষুধায় অন্ন দেবে? পিপাসায় কে তাদের এক বিন্দু জল দিয়ে পিপাসা নিবারণ কর্‌বে? বড় যন্ত্রণা মহারাজ, বড় যন্ত্রণা! দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রও বুঝি এত যন্ত্রণা দিতে পারে না। আর কি বাছারা আমার ফিরে আস্‌বে না মহারাজ?

নেত্রবান। নীরব—নীরব থাক মহিষী! উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হাসিমাখা চিত্রগুলি একাগ্রচিত্তে আমায় দেখ্‌তে দাও! ঐ দেখ মহিষী! ঐ একটী সুখের সংসার, একমাত্র আদরের বড় স্নেহের কন্যা বুকে ধ'রে সহস্র চুম্বনে পিতা মাতা, শিশুর ক্ষুদ্র মুখখানিতে কেমন হাসি ফুটিয়ে তুল্‌ছে? ঐ আর একটী সংসার, একমাত্র স্নেহের কন্যাকে পিতা মাতা উপযুক্ত পাত্রের হাতে সমর্পণ ক'রে অবিরাম শঙ্খধ্বনিতে দিক্‌দিগন্ত মুখরিত কর্‌ছে। ঐ আর একটী সংসারে কন্যা-জামাতা গুরুজনের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে হাস্যমুখে একবৃন্তের যুগল কুসুমের মত অগাধ সৌন্দর্য্য নিয়ে ব'সে আছে; কিন্তু আমার হৃদয়নিহিত নিধি লক্ষ্মীস্বরূপিনী ক্ষণা আজ কোথায়? রাণি! রাণি! জ্ব'লে গেল—বুকের ভিতর জ্ব'লে গেল! না—না—এ আবার কি! আমি রোদন কর্‌ছি? না—না—আমি ভুল করেছি। তপ্ত আঁখিজল! ফিরে যাও, হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে অতি নির্জ্জন স্থানে জমাট বেঁধে থাকো! নিতান্ত অসহ্য হ'য়ে শক্তিময় বাষ্প সৃষ্টি করে, এ প্রপীড়িত হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে দিও! যাও,—এখন নয়। মহিষী! একটু বাতাস কর,—আমি নিদ্রা যাবো।

[শয়ন]

মধুমতী। [ব্যজন করিতে করিতে] আয় মা ক্ষণা! এস বাবা মিহির! সিংহলে এসে একবার তোমাদের পিতা মাতার দুর্দ্দশা দেখে যাও! কঠিনপ্রাণে বিদায় দিয়েছিলাম ব'লে এতখানি অভিমান করতে হয়? পিতার অভিশাপ কি এতখানি কঠোর ভাবতে হয়? মাকে আর কাঁদাস্নে ক্ষণা! ফিরে এসে মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দে!

নেত্রবান। [সহসা উঠিয়া] কে?

মধুমতী। কৈ—কেউ তো নেই!

নেত্রবান। না, কে আমায় ডাক্চে—

মধুমতী। না, কেউ তো ডাকে নাই মহারাজ!

নেত্রবান। হ্যাঁ, ডাক্ছে; তেমনি স্নেহবিজড়িত মধুরকণ্ঠে আমায় বাবা ব'লে ডাক্ছিলো। মহিষী! বোধ হয় ক্ষণা আমার ফিরে এসেছে, মিহিরের কণ্ঠস্বরে স্বর মিশিয়ে সকাতরে আমায় ডাক্ছিল। যাও—যাও মহিষী! আদর ক'রে ক্ষণাকে নিয়ে এস। পরুষ বাক্য ব'লে নিষ্ঠুর প্রাণে বিদায় দিয়েছিলুম; একবার দেখাবো—বিধাতা পিতার প্রাণে কতখানি সন্তানবাৎসল্য ঢেলে দিয়েছেন। না—না—আস্বে কি? অভিশপ্ত—বিতাড়িত কন্যা জামাতা আবার কি আমার স্নেহের স্বরে আস্বে? তারা চ'লে গিয়েছে, সমুদ্রে তরী ভাসিয়ে সোণার ভারতভূমিতে চ'লে গিয়েছে। যাবো? যাবো? সমুদ্রের কাছে গিয়ে একবার সেই অমূল্য রত্ন দুটী প্রার্থনা করবো? যদি শৃগাল কুক্কুরের মত তাড়িয়ে দেয়? তা হ'লে অগস্ত্য মুনির মত গণ্ডুষে বিশাল বারিধি বিশুষ্ক করবো। যেমন ক'রে হোক্, বুকের রত্ন বুকে চেপে ধরতে হবে। আঃ,—কত শান্তি,—কত তৃপ্তি সন্তানের মুখদর্শনে।

বিজলীর প্রবেশ।

বিজলী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! ভগবান বেশ বিচার করেছেন।

নেত্রবান। এঁ্যা—তুমি আবার কে?

বিজলী। আমি? কোন্ আমি? নূতন আমি—না পুরোণো আমি? নূতন আমিকে চিন্‌তে পার্‌বে না; পুরোণো আমি,—হাঃ-হাঃ-হাঃ, দেখ্‌তে এলুম মহারাজ! তুমি হাস্‌ছো, কি কাঁদচো? দেখ্‌তে এলুম, তুমি স্থির কি বিচলিত? দেখ্‌তে এলুম, তুমি জীবিত কি মৃত?

মধুমতী। আজ এ দুঃখের দিনে এ সব প্রাণঘাতী কথা কেন উচ্চারণ কর্‌ছো মা?

বিজলী। উচ্চারণ কর্‌বার দিন পেয়েছি। সোণার সংসারে স্বামীসোহাগে বর্দ্ধিত হচ্ছিলুম; মনে পড়ে না মা! তোমরাই যে আমার সেই সংসার, সেই স্বামীসোহাগ, বিষের ছুরিকাঘাতে সমূলে উৎপাটিত করেছ? চিন্‌তে পারছো মহারাজ! তোমার সেনাপতি ইন্দুনাথের পত্নী আমি। আমার দেহের রক্তমাংস সব ভস্ম হ'য়ে গেছে, সুধু কঙ্কালখানি তোমার দুর্দ্দশা দেখে উচ্চহাস্যে তোমায় বিদ্রূপ কর্‌তে এসেছে। আরও দেখ্‌বে মহারাজ? ঐ দেখ আমার স্বামীর রক্তাক্ত ছিন্ন শির—[নেত্রবান সভয়ে মুখ লুক্কায়িত করিলেন] ঐ দেখ, ঐখান হ'তে প্রতিশোধ নিতে ইঙ্গিত কর্‌ছেন। এই ছুরিকাঘাতে—না,—না, নিজের বুকে বসিয়ে দিই! রক্তমাংসহীন কঙ্কালখানা পৃথিবী হ'তে চিরবিলুপ্ত হোক্! [প্রস্থান।

ঘাতক। [নেপথ্যে] মা! মা! একি কর্‌লি? আমি যে তোকে রক্ষা করবার জন্য এতদূর ছুটে এসেছি। ভগবান! তুমি কি জগতে নেই?

মধুমতী। কি ও মহারাজ! তবে কি সত্য সত্যই উন্মাদিনী আত্ম-হত্যা করলে? যাই, আমি দেখে আসি মহারাজ!

নেত্রবান। [বাধা দিয়া] না—না, যেও না মহিষী! ওখানে পিশাচদের একটা বৈঠক বসেছে। উত্তপ্ত কটাহে রক্তমাংসের ব্যঞ্জন প্রস্তুত হ'চ্ছে, স্তূপাকার কঙ্কাল নিয়ে আজ তারা একটা খেলা কর্‌বার মনস্থ করেছে। যেও না মহিষী! ও ভয়াবহ স্থানে যেও না। যে যাবে, পিশাচের দল তাকে দলভুক্ত ক'রে নেবে। ও আবার কে?

গোলোকচাঁদের প্রবেশ।

গোলোকচাঁদ। আমি গোলোকচাঁদ।

নেত্রবান। গোলোকচাঁদ? কেন,—তোমার এখানে কি প্রয়োজন?

গোলোকচাঁদ। প্রয়োজন অন্য কিছুই নয়। বল্‌তে এসেছি, মিহিরকে ওরূপভাবে তাড়িয়ে দেওয়া আপনার উচিৎ হয় নি।

নেত্রবান। তারপর?

গোলোকচাঁদ। তার যাওয়াতে সিংহলে অনেক রকম অমঙ্গল উত্থিত হবার সম্ভাবনা।

নেত্রবান। তারপর?

গোলোকচাঁদ। আপনি বোধ হয় শুনে থাক্‌বেন, আমি দারুণ শূলবেদনা রোগে আক্রান্ত! মিহির উপস্থিত থাক্‌লে আমার সে রোগ উপশম হ'তো।

নেত্রবান। তা হ'তো;—

গোলোকচাঁদ। আপনি সেই মিহিরকে আজ গৃহ হ'তে বিতাড়িত ক'রে দিয়েছেন।

নেত্রবান। তা দিয়েছি;—

গোলোকচাঁদ। সেই জন্য আমি আপনাকে শত্রু মনে করি।

নেত্রবান। হাঃ হাঃ-হাঃ, মহিষী! শুনেছ? গোলোকচাঁদ আমাকে শত্রু মনে করে। কি আনন্দের বিষয়!

গোলোকচাঁদ। আপনি যদি এর প্রতিবিধান না করেন, তা হ'লে আমি—

নেত্রবান। চুপ করলে যে? বল—বল, তা হ'লে আমায় হত্যা করবে? বেশ তো—বেশ তো! মহিষী! একখানা অস্ত্র এনে দাও তো, গোলোকচাঁদ মুখ ফুটে বল্‌তে পারছে না। আত্মীয়তা স্মরণ ক'রে হয় তো চিন্তিত হ'য়ে পড়েছে। কিছু না,—কিছু না গোলোকচাঁদ! আমি অস্ত্র দিচ্চি, তোমার সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর।

গোলোকচাঁদ। খুল্লতাত! আপনি উজ্জয়িনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করুন। যদি উজ্জয়িনীপতি ক্ষণা-মিহিরকে তার রাজ্যে স্থান না দিয়ে তাদের সিংহলে প্রেরণ করেন, তা হ'লে যুদ্ধ স্থগিত রেখে তাঁর সঙ্গে সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হবেন; নতুবা যুদ্ধ ক'রে ক্ষণা-মিহিরকে সিংহলে নিয়ে আসুন।

নেত্রবান। কি—কি ব'ল্লে গোলোক! তুমি কি সেই গোলোকচাঁদ, না স্বয়ং ভগবান আজ বন্ধুরূপে আমায় পরামর্শ দিতে এসেছেন?

মধুমতী। গোলোকচাঁদ! আর আমাদের প্রতি বিমুখ হ'য়ো না বাবা! সম্পদে বিপদে পুত্রের কার্য্য কর! একমাত্র বংশধর তুমি, তোমার মুখ চেয়ে যেন আমরা জীবনধারণ করতে পারি।

গোলোকচাঁদ। চলুন খুল্লতাত! আমার মায়ের অজ্ঞাতে আজই আমরা উজ্জয়িনী যাত্রা করি! খুল্লতাত! আমি মিহিরের পদতলে নতজানু হ'য়ে মার্জ্জনাভিক্ষা করবো। চিকিৎসক বলেছেন, মিহিরের মার্জ্জনা না পেলে আমার শূলবেদনার উপশম হবে না।

নেত্রবান। যাবো,—তাই যাবো গোলোকচাঁদ ! সবাই মিলে উজ্জয়িনী যাবো,—উজ্জয়িনীতে সিংহল স্থাপনা কর্‌বো।

অলকার প্রবেশ।

অলকা। বাঃ—বাঃ—বাঃ, চমৎকার—চমৎকার! আবার সেই কথা গোলোক! প্রতিদিন বোঝাচ্চি, তবুও মিহিরের কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্‌বার প্রতিজ্ঞা ভুল্‌তে পার্‌লি না? আবার উজ্জয়িনী যাবার সঙ্কল্প কর্‌ছিস?

গোলোকচাঁদ। না গিয়ে কি কর্‌বো মা! পুত্র তোমার শূল-বেদনায় ছটফট ক'রে মর্‌বে, সেইটুকু দেখ্‌তে তুমি কি এতই ভালবাস?

অলকা। হাঁ—আমি এতই ভালবাসি। নে—আমার কথা শোন্‌; উন্মাদ রাজা-রাণীকে বন্দী ক'রে কারাগারে পাঠিয়ে দে,—নিষ্কণ্টক হ'য়ে রাজ-সিংহাসন অধিকার কর্‌।

গোলোকচাঁদ। অদৃষ্টের উপর লেখনী চলে না মা! রাজ্য যদি আমার হ'তো, রাজ-সিংহাসনে উপবেশন কর্‌বার যোগ্যতা যদি আমার থাক্‌তো, তা হ'লে আমায় সিংহাসন অন্বেষণ কর্‌তে হ'তো না, সিংহাসনই অন্বেষণ ক'রে আমার কাছে ছুটে আস্‌তো। যাও মা! রাজ-সিংহাসন, রাজ্যসুখ আমি কিছুই চাই না, চাই শান্তি—চাই মুক্তি।

অলকা। কি—মাতৃবাক্য অবহেলা? এখনও বল্‌ছি, রাজা-রাণীকে বন্দী কর্‌।

নেত্রবান। ঝড় উঠ্‌বে মহিষী! ঝড় উঠ্‌বে। পশ্চিম গগণ কৃষ্ণ মেঘে পরিপূর্ণ হয়েছে; আশ্রয় অনুসন্ধান কর।

অলকা। কি? নিরুত্তর যে?

মধুমতী। দিদি! আমরা কি তোমার এতই শত্রু? আজ

আমাদের কি দুর্দ্দিন, তা কি তুমি একটীবারও ভাব্‌ছো না? যদি কখন অপরাধ ক'রে থাকি, স্নেহের ভগ্নী জ্ঞানে অপরাধ মার্জ্জনা কর।

অলকা। তুমি চুপ কর বাপু! ভাল লাগে না। নিজের মেয়েটীকে পর ক'রে দিলে, আবার আমার ছেলেটীকে কেড়ে নিয়ে আমায় পুত্রহারা কর্‌বার সাধ কেন বাপু? গোলোক! এখনও রাজা-রাণীকে বন্দী কর্, নতুবা এই ছুরিকা দেখ্‌ছিস্? এখনই আমি এই ছুরিকায় নিজের বক্ষঃ বিদ্ধ কর্‌বো। সংসারে তুই মাতৃঘাতী নামে অভিহিত হবি। বল্—রাজা-রাণীকে বন্দী কর্‌বি কিনা?

গোলোকচাঁদ। ভগবান! এখনও কি আমার পাপ খেলার অবসান হয় নি? বিপন্নের সহায় জগন্নাথ! মুক্তি দাও—এ মহা বিপদ হ'তে মুক্তি দাও। হয়েছে—হয়েছে, জগদীশ্বর কৃপা করেছেন। মা! শৃঙ্খল কৈ—দাও, রাজা-রাণীকে স্বহস্তে বন্দী কর্‌বো।

অলকা। সাধু পুত্র,—সাধু! অপেক্ষা কর, আমি শৃঙ্খল নিয়ে আস্‌ছি। [প্রস্থান।

মধুমতী। গোলোক! গোলোক! পার্‌বে? বন্দী কর্‌তে পার্‌বে? তোমার সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠে হাতের শৃঙ্খল মাটীতে প'ড়ে যাবে না?

নেত্রবান। পার্‌বে—পার্‌বে। তুমি বিচলিত হ'চ্চো কেন মহিষী? দেখ্‌ছো না, কেমন দৃঢ়তা—কেমন উৎসাহ—কেমন জীঘাংসা গোলোকের সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ফুটে বেরুচ্চে! পার্‌বে—গোলোক পার্‌বে।

গোলোকচাঁদ। খুল্লতাত! আমার একটি নিবেদন! জান্‌বেন, উজ্জয়িনীযাত্রায় আমি আপনাদের বাধা দেবো না। শুধু বিপন্মুক্ত কর্‌তে আমি আপনাদের বিপদগ্রস্ত কর্‌বো। নইলে চোখের সামনে মা আমার আত্মঘাতিনী হবে, জগতে আমায় মাতৃঘাতী ব'লে প্রচার ক'রে যাবে।

মধুমতী। গোলোক! গোলোক! এতখানি ধর্ম্মজ্ঞান যার, সে কি আবার এমনিভাবে পাপ পথে অগ্রসর হয়? হা ভগবান! এ অপেক্ষা আমায় ভিখারিণী করলে না কেন? তা হ'লে স্বামীর এই কঠোর নির্য্যাতন দেখ্‌তে হ'তো না। ক্ষণা-মিহির! আজ তোমরা কোথায়? তোমাদের পিতামাতা—

অলকার পুনঃ প্রবেশ।

অলকা। এই নে গোলোক! শৃঙ্খল এনেছি।

গোলোকচাঁদ। [শৃঙ্খল লইয়া] দাও মা, শৃঙ্খল দাও! এই দেখ, রাজা-রাণীকে বন্দী কর্‌ছি। সৎ পুত্র তোমার মাতৃ-আজ্ঞা পালন করছে। বাঃ—বাঃ! এ যে চমৎকার শৃঙ্খল! এ যে ফুলের মত কোমল! কোমল হস্তে এ শৃঙ্খল তো বাজ্‌বে না মা! প্রতিহিংসার অগ্নিতে দগ্ধ ক'রে হত্যা-যন্ত্রের আঘাতে এই শৃঙ্খল প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু দেখ মা! এ শৃঙ্খলে প্রতিহিংসা নেই, এ শৃঙ্খলে হত্যার আঘাত দিতে জানে না। শুধু কোমলতা হিংসা ভুলে তার পরিবর্ত্তে আঘাতকারীর হস্ত পদ জড়িয়ে ধ'রে শুধু মার্জ্জনা ভিক্ষার প্রয়াসী। দেখ মা! শৃঙ্খল কেমন কোমল দেখ! [সহসা অলকাকে বন্ধন করিয়া] বুঝ্‌তে পাচ্ছ মা! রাজা-রাণীর পরিবর্ত্তে তুমি আজ আমার হস্তে বন্দী।

অলকা। সেকি!

গোলোকচাঁদ। বিস্মিত হ'চ্ছো কেন মা! ধ্বংসময়ী মূর্ত্তিতে ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আমার দিকে কি দেখ্‌ছো মা? আমি তোমার সেই গোলোকচাঁদ—আজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি।

নেত্রবান। না—না গোলোকচাঁদ! পূজনীয় জননীকে বন্দী ক'রো না। আমার অগ্রজপত্নী আমার গর্ভধারিণী জননীর সমান; তিনি

তোমারও পূজ্যা—আমারও পূজ্যা, আমার সম্মুখে দেবী-প্রতিমার অবমাননা ক'রো না। দেবীকে মুক্তি দাও, সিংহলের রাজা-রাণীকে বন্দী কর। আমাদের তুলনায় তোমার জননীব স্থান অনেক উচ্চে।

অলকা। গোলোক! এখনও বল্‌ছি আমায় মুক্ত কর, নইলে সব ধ্বংস হবে—সব ধ্বংস হবে!

গোলোকচাঁদ। হোক্—সব ধ্বংস হোক্,—ধ্বংসই তো চাও; ধ্বংসের জন্যই আমায় পাপ পথে চালিয়ে কঠিন বোগগ্রস্ত করেছ, ধ্বংসের জন্যই তো রাজা-রাণীকে বন্দী কর্‌তে আমার হাতে শৃঙ্খল তুলে দিয়েছ। নাও—ধ্বংস কর,—দেখি বন্দিনী, ধ্বংসময়ীর ধ্বংসশক্তি কত প্রবল! যাও—নির্জ্জন কক্ষে ব'সে ধ্বংসের কল্পনা কবগে।

অলকা। আচ্ছা, দেখি তোব কত দর্প!

[প্রস্থান।

নেত্রবান। বুঝেছি গোলোকচাঁদ! তোমার আজ দেবত্ব এসেছে, তোমার বুকে ঈশ্বর প্রেরিত জ্ঞানেব স্বচ্ছল মন্দাকিনী প্রবাহিত হ'চ্ছে। তবু গোলোকচাঁদ! তোমাব মাকে মুক্তি দাও, আমাদের বন্দী কর,—সকল দিক রক্ষা পাক্।

গোলোকচাঁদ। খুল্লতাত! আপনাদের চরণে শত অপরাধ কবেছি, সে অপরাধের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? আর তো আমি সে গোলোকচাঁদ নই, আর তো আমার প্রাণে শত্রুভাব নেই, আব তো আপনাকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফেরাবার সাধ হয় না। এখন চাই—আপনার আশ্রয়ে থেকে সৎ পুত্রের মত আপনার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দান কর্‌তে। বলুন কাকা! বলুন কাকী-মা! হতভাগ্য মর্ম্মাহত তাপদগ্ধ গোলোকচাঁদকে আশ্রয় দেবেন?

নেত্রবান। দেবো।

গোলোকচাঁদ। আঃ, আজ আমার কত শান্তি—কত আনন্দ! আসি তবে কাকা!

নেত্রবান। কোথায় যাবে গোলোক?

গোলোকচাঁদ। পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে।

নেত্রবান। পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে?

গোলোকচাঁদ। হাঁ দেব! উজ্জয়িনীতে নয়নজলে ঢেলে পাপদেহের কলুষরাশি বিসর্জ্জন দেবো।

নেত্রবান। তবে উদ্যোগ কর, আমিও যাবো।

গোলোকচাঁদ। আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

ঝাড়ুদার ও ঝাড়ুদারণী।

গীত।

ঝাড়ুদারণী।—পথ ছেড়ে দে যাই, ও মুখ পোড়া বালাই।
ঝাড়ুদার।— তোরে ছাড়বো কিবে, দেখ্ না ফিরে, তুই রে আমার তাই॥
ঝাড়ুদারণী।—চল্‌লে বেফাঁস মার্‌বো ঠোনা,
ঝাঁটার চোটে ভাঙ্গবো কোমর, কর্‌বো চোখ কাণা,—
ঝাড়ুদার।— আহা বল্‌বো কি তোর চোখ দুটোর বাহার,
আষাঢ় মাসে খাচ্ছি যেন কুল কুটো আচার,

ঝাড়ুদারণী।—দাঁড়া রে হতচ্ছাড়া,

ঝাড়ুদার।— ঝাঁটা তোর বেজায় কড়া,

ঝাড়ুদারণী।—কানে ধ'রে নাচাই তোরে নাচ্‌রে মুখপোড়া,

উভয়ে।— ষোল আনা হ'লো মজা চল্‌ ঘরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সমুদ্রতীর।

ভাগ্যদেবী, মিহির ও ক্ষণা।

ভাগ্যদেবী। চল মিহির! স্নানাদি সমাপন ক'রে নিকটবর্ত্তী মদনমোহনের মন্দিরে পূজা দিয়ে আসি। শুনেছি মদনমোহন জাগ্রত দেবতা।

মিহির। চল, দেবদর্শন তো ভাগ্যের কথা!

ভাগ্যদেবী। আচ্ছা, বল্‌তে পার মিহির! অদূরে ঐ আসন্নপ্রসবা গাভীটী কোন বর্ণের কি সন্তান প্রসব কর্‌বে?

মিহির। এ আর বেশী কথা কি ধাত্রী-মা! আমি এখনই গণনা ক'রে বল্‌ছি। [অঙ্গুলি দ্বারা গণনা]

ক্ষণা। মদনমোহনের মন্দিরে তুমি আর কখনও এসেছিলে ধাত্রী-মা?

ভাগ্যদেবী। এসেছিলুম বৈকি! আস্‌বার সময় মন্দিরে পূজা দিয়ে চরণামৃত পান ক'রে তবে সিংহলাভিমুখে গিয়েছিলুম।

মিহির। হয়েছে ধাত্রী-মা! গাভীটী একটী শ্বেত বর্ণের গোবৎস প্রসব করবে।

ভাগ্যদেবী। তবে এইখানে একটু অপেক্ষা কর। তোমার গণনার ফল না দেখে এখান হ'তে আর এক পদও অগ্রসর হবো না।

বাঁশরীর প্রবেশ।

বাঁশরী। হাঁ গা, তোমরা কোথায় যাবে গা? তুমি কে গা? তোমার নাম কি গা? তোমার বাড়ী কোথায় গা? তোমরা কি কর গা? কি খাও গা?

ভাগ্যদেবী। কেবে ডিংরে ছোড়া! একেবারে কথার বাজরা নিয়ে এলি যে? একটা ক'রে জিজ্ঞেস কর, তবে কথার জবাব পাবি। তুই কে, আগে বল্?

বাঁশরী। আমি? আমি রাখালদের ছেলে; গোঠে মাঠে ধেনু চরাই, নেচে নেচে চ'লে যাই, আপনার মনে গান গাই, আপনার মনে বাঁশী বাজাই; চুরী ক'রে খাবার খাই, আবার কুলবধুর মন মজাই। কেন, তুমি তো আমায় চেন বাছা! তোমার সঙ্গে আমার যে কি একটা সম্পর্ক আছে!

ভাগ্যদেবী। ওঃ—কি আমার সাত পুরুষের কুটুম গো,—সম্পর্ক আছে? যা—যা ছোঁড়া! ডিংরেপনা ছেড়ে আপনার কাজে যা।

বাঁশরী। আঃ—মায়ের আমার কি মিষ্টি মুখ গা! দেখ বাছা, তুমি মধু-সংক্রান্তি ব্রত নাও,—ভাল বামুন দেখে মধুদান কর; তা হ'লেই কথা বল্‌বার সময় মুখ দিয়ে ঝর-ঝর ক'রে মধু ঝ'রে পড়্‌বে। না, তোমার সঙ্গে আর কথা কওয়া হবে না। [ক্ষণার প্রতি] দিদিমণি! তুমি আমার সঙ্গে দুটো কথা কও। আহা, কত সুন্দর তুমি দিদিমণি!

তোমায় দেখ্‌ছি, আর মনে হ'চ্চে, তুমি যেন এ জগতের নও। দিদিমণি! আমার একটা কথা রাখ্‌বে?

ক্ষণা। কে ভাই তুমি? রাখালদের ঘরে এমন সোনার চাঁদ জন্মায়? ধাত্রী-মা! তুমি এ বালকের কথায় রাগ ক'রো না। এমন মিষ্টভাষী চতুর বালক আর আমি কখনও দেখিনি।

ভাগ্যদেবী। [স্বগত] চাতুরী যার ব্যবসা, তার চাতুরী চিরদিনই নূতন; তুমি আজ এই মিষ্ট ভাষায় মুগ্ধ হয়েছ। আমি সৃষ্টিকাল হ'তে আজও পর্য্যন্ত সমানভাবে শুন্‌ছি, তবুও তৃপ্তি হয় না।

মিহির। তুমি কি চাও বালক? আমাদের সঙ্গে মদনমোহনের মন্দিরে যাবে?

বাঁশরী। না দাদা! মদনমোহনকে দেখে দেখে আমার অরুচি হ'য়ে গেছে। আমার ইচ্ছা, তোমাদের তরণীতে ব'সে ব'সে একটু গান গাইবো।

মিহির। এই কথা? বেশ, তুমি ব'সোগে—আমরা এখনি ফিরে আস্‌ছি।

ভাগ্যদেবী। না—না, ছোঁড়ার একটু হাতটান দোষ আছে। ফিকির ক'রে চুরি কর্‌বে মনে করেছে।

বাঁশরী। তুমি বাছা চুপ কর। তোমার আগে ব্রত উদ্‌যাপন হোক্, তারপর তুমি কথা ক'য়ো। তুমি বল না দিদিমণি, যাবো?

ক্ষণা। আচ্ছা যাও। ধাত্রী-মা! বালকটি বড় সরল। যাও ভাই, দেখো যেন দুষ্টুমি ক'রে সমুদ্রের জলে প'ড়ে যেও না।

বাঁশরী। তা কি পড়ি দিদিমণি! আমি তেমন ছেলে নই। [প্রস্থানোন্মত] দেখ—দেখ, ঐ গাভীটী কেমন একটী কৃষ্ণবর্ণ গোবৎস প্রসব করেছে!

মিহির। [স্বগত] একি! কৃষ্ণবর্ণ গোবৎস! তিন বার গণনা ক'রে দেখ্‌লুম, যে গণনায় তিনবারই সমান ফল দেখ্‌তে পেলুম, যে গণনা সম্পূর্ণ নির্ভুল, এখন তার মধ্যে এত বড় ভুল দেখ্‌তে পাচ্চি! কোথায় শ্বেতবর্ণ, আর কোথায় কৃষ্ণবর্ণ! মিথ্যা—মিথ্যা! জ্যোতিষ শাস্ত্র মিথ্যা! যে বিদ্যাকে আয়ত্ত করবার জন্য প্রাণপণ উদ্যমে, অক্লান্ত পরিশ্রমে সময় অতিবাহিত করেছি, সে বিদ্যা এতখানি অলীক, তা আমি জান্‌তুম না। গুরুদেব! হতভাগ্য মিহিরকে নিজগুণে মার্জ্জনা কর্‌বেন। যে জ্যোতিষ গ্রন্থ অমূল্য রত্ন ব'লে আমার হস্তে সমর্পণ করেছেন, আর তাকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌লুম না। মিথ্যার বোঝা কেন বৃথা বহন কর্‌বো; শত খণ্ডে ছিন্ন ক'রে সমস্ত আজ সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবো। [প্রকাশ্যে] ক্ষণা! তোমরা আগে স্নানাদি সমাপন কর, আমি ততক্ষণ তরণীতে বিশ্রাম করি। [প্রস্থান।

ক্ষণা! হ্যাঁ ভাই! তোমার নামটী তো আমাদের বল্‌লে না?

বাঁশরী। আমার নাম বাঁশরী।

ক্ষণা। আহা! বেশ নামটি তোমার; তুমি গান গাইতে পার?

বাঁশরী। কেন পার্‌বো না? তুমি শুন্‌বে দিদিমণি?

ভাগ্যদেবী। ক্ষিদে তৃষ্ণা কি মনে নাই ক্ষণা? এখন গান শোন্‌বার সময় নয়। চল মা, আগে স্নান ক'রে নাও—

বাঁশরী। তুমি বাছা চুপ কর! তোমার আগে ব্রত-উদ্‌যাপন হোক্!

গীত।

সুর—বাজ তো বাঁশী প্রাণ খুলে।

বৃন্দাবনে রাধা ব'লে, বাঁশী বাজ্‌তে যেমন তালে তালে॥
শ্রীযমুনার তীরে তীরে, বেজেছিলে মোহন সুরে,
বাজ বাঁশী তেমনি ক'রে, কুঞ্জে যেমন বেজেছিলে॥

গোকুল গগনতলে, কত সুধা ঢেলেছিলে,
বাঁশী সে কথা কি ভুলে গেলে,
(তোমার প্রাণের কথা রাধা বলা কি ভুলে গেলে)
বাজ বাঁশী তেমনি ক'রে বাজ্‌তে যেমন কুতূহলে ॥

[প্রস্থান ।

ক্ষণা। আহা! কি মধুর কণ্ঠস্বর! ধাত্রী-মা! বালকটীর সবটুকুই যেন স্বর্গীয়! এ কণ্ঠস্বর শুনে মহাপাপীর প্রাণও পবিত্র হ'য়ে ওঠে,—তাপদগ্ধ হৃদয়ও পলকে পুলকিত হ'য়ে ওঠে,—দুর্ভিক্ষ পীড়িত জরাজীর্ণ ব্যক্তিও ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে সবলকায় হ'য়ে ওঠে। ধাত্রী-মা! আমার বোধ হয় জগতে স্বর্গ নামে কোনও স্বতন্ত্র স্থান নেই; সংসারক্ষেত্রই প্রকৃত স্বর্গ।

ভাগ্যদেবী। নে বাবু, তোর বুড়োমি রাখ্! চল্—যে বয়সের যা, তাই এখন কর্‌বি চল্। যখন মাথায় শোণের নুটীর মত চুল হবে, যখন নাতি-নাত্‌কুড়ে ঘর ছেয়ে যাবে, তখন ক্ষিদে তেষ্টা ভুলে সারাদিন ধ'রে খুব দেব-দেবীর নাম শুনিস্ আর মালা ঠক্ ঠক্ করিস্; এখন পতি-দেবতার একটা কিনারা কর্‌বি চল্। শুন্‌লি তো, মিহির ব'লে গেল—তোর স্নান হ'য়ে গেলে তবে সে স্নান কর্‌তে আস্‌বে। নে বাবু, চট্‌পট্ সেরে নে।

বাঁশরী। [নেপথ্যে] ওগো, সর্ব্বনাশ হ'লো গো—সর্ব্বনাশ হ'লো!

ক্ষণা। দেখ—দেখ ধাত্রী-মা! বাঁশরী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আস্‌ছে; মিহিরও তার পশ্চাতে ছুটে আস্‌ছে—

বাঁশরীর প্রবেশ।

বাঁশরী। [উন্মুক্ত দপ্তর রাখিয়া] সর্ব্বনাশ হয়েছে দিদিমণি! মিহির দাদা এই বইগুলো ছিঁড়ে ফেল্‌ছিল; একখানা বই টুক্‌রো

টুক্‌রো ক'রো সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে। এর মূল্য কত দিদিমণি? এগুলি তোমাদের আবশ্যকীয় গ্রন্থ নয় তো?

মিহিরের প্রবেশ।

মিহির। ফিরে দে বাঁশরী! আমার দ্রব্যে তোর কোন অধিকার নেই।

ক্ষণা। এই গ্রন্থ তুমি নষ্ট কর্‌ছিলে মিহির?

মিহির। হ্যাঁ ক্ষণা! যে গ্রন্থ সম্পূর্ণ অলীক, যে বিদ্যার প্রকৃত ফল সম্পূর্ণ মিথ্যা, সাবধানে সযত্নে সেই মিথ্যার বোঝা ভারতবর্ষে বহন ক'রে নিয়ে যাবো? মিথ্যা—মিথ্যা—জ্যোতিষ শাস্ত্র মিথ্যা! দাও ক্ষণা! একখানি সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছি, অবশিষ্ট দুইখানিও সমুদ্রে নিক্ষেপ কর্‌তে দাও।

ক্ষণা। কি বল্‌লে, সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছ? কৈ দেখি—[দপ্তর দেখিয়া] হা অদৃষ্ট! পাতাল-গণনার গ্রন্থখানিই বিসর্জ্জিত হ'লো! কেন এ সর্ব্বনাশ কর্‌লে মিহির? গুরুদেব কত যত্ন ক'রে যে রত্ন তোমার হাতে তুলে দিয়েছেন, সে রত্ন রক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না? কেন মিহির! এ ভার বহনে কেন অশক্ত হ'লে? কেন তোমার এ মতিভ্রম হ'লো?

মিহির। মতিভ্রম নয় ক্ষণা! ইতিপূর্ব্বে গণনায় দেখ্‌লাম—আসন্নপ্রসবা গাভীটী শ্বেত বর্ণের গোবৎস প্রসব কর্‌বে, কিন্তু—

ক্ষণা। কিন্তু কি মিহির? তোমার গণনার একবর্ণও তো মিথ্যা হয়নি। ঐ দেখ দেখি, গাভীটীর পার্শ্বে কোন্ বর্ণের গোবৎস বিরাজমান? গোবৎসটী ভূমিষ্ঠ হবার সময় কৃষ্ণবর্ণ ছিল সত্য, কিন্তু গাভীর অবিরাম গাত্রলেহনে গোবৎসটী শ্বেতবর্ণে পরিণত হয়েছে।

মিহির। এঁ্যা—তাই তো! ক্ষণা—ক্ষণা! এত বড় ভুলের কি প্রায়শ্চিত্ত হবে না? গুরুদেব—গুরুদেব! দেখে যাও, যে রত্ন যোগ্য পাত্র জ্ঞানে মিহিরের হাতে তুলে দিয়েছিলে, দেখ—সে রত্ন আজ কত অবজ্ঞায় সমুদ্রের জলে বিসর্জ্জিত হয়েছে! ক্ষণা—ক্ষণা! এ ঘৃণিত জীবনে আর কোন প্রয়োজন নাই। [প্রস্থানোদ্যত]

ক্ষণা। [হাত ধরিয়া] কি করছো মিহির! আত্মহত্যা ক'রে নূতন পাপ সঞ্চয় করতে চাও?

মিহির। ছেড়ে দাও ক্ষণা! আমি গুরুদ্রোহী,—মহাপাপে আমার জীবন কলুষিত।

ক্ষণা। বিচলিত হ'য়ো না মিহির! যদি পূর্ব্বে একটু বিবেচনা করতে, তা হ'লে তোমার এ ভুল সংশোধন হ'তো।

মিহির। এ গ্রন্থের কি উদ্ধারসাধন হয় না ক্ষণা?

ক্ষণা। অসম্ভব; মূল সূত্র যদি আমার জানা থাকতো, তা হ'লে হয় তো কৃতকার্য্য হ'তে পারতুম। বুঝতে পাচ্চি, এ রত্নলাভ ভারতের ভাগ্যে নেই। নইলে পাতাল-গণনার গ্রন্থখানি আজ অদৃশ্য হবে কেন? দুঃখ ক'রো না মিহির! এ আমাদের অদৃষ্টের দোষ।

মিহির। ক্ষণা! আমি তোমার সম্পূর্ণ অযোগ্য। তুমি স্বর্গের দেবী, আমা হ'তে অনেক উচ্চে তোমার স্থান।

ক্ষণা। আমার স্থান তোমার ঐ শ্রীচরণকমলে। ধাত্রী-মা! তুমিও এত বিমর্ষ হ'য়ে পড়েছ? চল মা! চল মিহির! অতীতের সমস্ত চিত্র মুছে ফেল, সম্মুখের কর্ত্তব্য প্রতিপালন কর।

ভাগ্যদেবী। ধন্য ক্ষণা! তোমার মত ধৈর্য্যশীলা পতিপরায়ণা সতী খুবই বিরল! ভাগ্যের উত্থান পতন তুমিই বুঝতে পেরেছ।

ক্ষণা। চল মিহির! নিয়তির আক্রমণ আরম্ভ হয়েছে। গুরু-প্রদত্ত রত্ন বিসর্জ্জন দিয়ে চিন্তিত হ'য়ো না। অদৃষ্টের লিখন কেউ কি খণ্ডন করতে পারে? তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারণ কর, সব জ্বালা—সব দুঃখ অবসান হবে।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

উজ্জয়িনী-রাজসভা।

বিক্রমাদিত্য ও বিরূপাক্ষ।

বিক্রমাদিত্য। মন্ত্রী! রাজ্যবাসীর কোন নিবেদন আছে?

বিরূপাক্ষ। না মহারাজ!

বিক্রমাদিত্য। এ বড় আশ্চর্য্যের কথা মন্ত্রী! রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে সকলেই সুখে বাস করছে?

বিরূপাক্ষ। তা যদি না হবে, তা হ'লে তাদের দুঃখের কথা নিশ্চয়ই মহারাজের কাছে নিবেদিত হ'তো। আমি প্রত্যহই কার্য্যক্ষম নূতন নূতন দূত রাজ্যের চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করি; তারা প্রত্যহই রাজ্যের কুশল সংবাদ দান করে। প্রজাগণ একবাক্যে স্বীকার করে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজ্য সুখের রাজ্য।

বেতালের প্রবেশ।

বেতাল। ভুল মন্ত্রী মহাশয়, ভুল! চুরি, ডাকাতি, খুন কিছুরই

অভাব নেই। একটু "খুঁজি খুঁজি নারি" ক'রে দেখুন, দেখ্‌তে পাবেন —দিব্বি লেখা পড়া জানা বাপ ছেলের বুকে ছুরি বসাচ্চে।

বিক্রমাদিত্য। কে? কোথায় বেতাল?

বেতাল। সে আমি বল্‌তে যাবো কেন মহারাজ? আমি কি আপনার দূত? আমায় নেহাৎ বেতালা বেতাল ঠাওরাবেন না; আমি সব খবর রাখি।

গীত।

আমি নইকো বেতাল বেয়াড়া বেতাল কই বড় খাঁটী কথা।
আমি পরের মুখে খাই নাকো ঝাল, এইটী আমার মনোব্যথা॥
আমি ঝিঙ্গে ভেজে বলি নাকো ভেজেছি পটল,
যেচে আমি নিই না কাঁধে বিষম ভারি জোল,
আমি থাকি নাকো গণ্ডগোলে, কথা বলি তালটী পেলে,
দুটী বেলা হাত জুড়ি ঐ ঊর্দ্ধে চেয়ে নোয়াই মাথা॥

বরাহের প্রবেশ।

বরাহ। মহারাজের জয় হোক্!

বিক্রমাদিত্য। আসুন পণ্ডিতপ্রবর! আপনার আগমনে সভাগৃহ আজ সমুজ্জল হ'য়ে উঠলো। এখন বেশ সুস্থ আছেন?

বরাহ। না মহারাজ! শরীর আমার দিন দিন ভগ্ন হ'য়ে আস্‌ছে। আমি আপনাকে শেষ বার বল্‌তে এসেছি, আর আমি বোধ হয় রাজসভায় এসে আপনার কোন কার্য্যেরই সহায়তা কর্‌তে পার্‌বো না! [উপবেশন]

বিক্রমাদিত্য। আপনি আমায় সাহায্য না করুন, প্রতিদিন আপনার সুবিধানুযায়ী একবার আমার সভায় পদার্পণ কর্‌বেন। অন্ততঃ আপনার

আসনে যত দিন অন্য কোন জ্যোতির্ব্বিদ স্থায়ীভাবে উপবেশন না করেন, তত দিন আপনাকে আমি পরিত্যাগ কর্‌তে পারি না।

বরাহ। এ আপনি নিতান্ত অবিবেচকের মত কথা বল্‌ছেন মহারাজ! যদি বিশ বৎসর আপনি কোন জ্যোতির্ব্বিদ নিযুক্ত কর্‌তে না পারেন, তা হ'লে এই রুগ্নশরীরে আমায় আপনার আজ্ঞাবহ হ'য়ে থাক্‌তে হবে?

বিক্রমাদিত্য। আপনি জানেন না পণ্ডিতপ্রবর, নবরত্ন আমার কত সাধের রত্ন! পৃথিবীর সমগ্র রাজভাণ্ডার অন্বেষণ ক'রে দেখুন, এ রত্নের সম্পূর্ণ অভাব; আমি আপনাকে কিছুতেই পরিত্যাগ কর্‌তে পারি না।

বরাহ। পরিত্যাগ না কর্‌লে উপায় নেই।

বিক্রমাদিত্য। আপনি আমার শ্রেষ্ঠ রত্ন! আপনার ন্যায় শিক্ষিত ব্রাহ্মণের মুখে এ কথা সাজে না।

বরাহ। রত্ন চিরদিন ঘরে থাকে না মহারাজ! মনে করুন, এ রত্নের নিরঞ্জন হ'য়ে গেছে।

বিক্রমাদিত্য। পণ্ডিতপ্রবর! বিক্রমাদিত্য আজ নতজানু হ'য়ে করযোড়ে আপনার কাছে প্রার্থনা কর্‌ছে,—তার বিশাল অট্টালিকার শ্রেষ্ঠ স্তম্ভটী স্বহস্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ কর্‌বেন না। যে নবরত্নের অনুকম্পায় আমি স্ফীতবক্ষে সগৌরবে উজ্জয়িনীর স্বর্ণ-মৃত্তিকায় দাঁড়িয়ে আছি— যে নবরত্নের জন্য উজ্জয়িনীর কীট পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত গৌরবান্বিত—সে নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন ক্ষুধিত শ্যেনের মত নখাগ্রে তুলে নিয়ে অবহেলায় সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেবেন না।

বরাহ। অতি উদার—অতি মহৎ তুমি মহারাজ! কিন্তু বল্‌তে লজ্জা হয়, বরাহে আজ এক কণাও মহত্ত্ব বর্ত্তমান নেই। আজ এমনিভাবে রত্নখচিত স্বর্ণ-সিংহাসন হ'তে নেমে এসে স্বর্গাধিপতি দেবরাজও যদি

ব্রাহ্মণের কাছে এমনই ভাবে কিছু প্রার্থনা কর্‌তেন, তাও আজ পূর্ণ কর্‌বাব উপায় নেই। সে ক্ষমতা নেই মহারাজ! প্রবল চিন্তার তাড়নে হৃদয় মরুভূমি হ'য়ে গেছে। হস্ত পদাদি নিস্তেজ, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হ'য়ে নিরন্তর দৃষ্টিহীন, মাংসপেশী বার্দ্ধক্যের চরম সীমায় উপস্থিত। নিজের অবস্থা চিন্তা ক'রে আমি বালকের মত রোদন করি মহারাজ! নিজের মৃত্যু স্মরণ ক'রে অপরাধীর মত ঘন ঘন চমকিত হই; প্রাণে এক তিলও শান্তি নেই, এক কণা বিশ্বাস পর্য্যন্ত অবশিষ্ট নেই। শুধু চিন্তা—শুধু মানসিক বিকার—শুধু হতাশার ঘনান্ধকার! এ অবস্থায় আমায় রাজ-সভায় আস্‌তে অনুরোধ কর্‌বেন না। নির্জ্জনে ব'সে গভীর চিন্তাই এখন আমার জীবনধারণের একমাত্র উপায়।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। মহারাজ! জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ সস্ত্রীক আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।

বিক্রমাদিত্য। সসম্মানে তাঁদের এই সভায় নিয়ে এস।

প্রহরী। যথাদেশ মহারাজ! [প্রস্থান।

বরাহ। এইবার পেয়েছেন মহারাজ! ভগবান আবার আপনাকে রত্ন দান করেছেন।

বিক্রমাদিত্য। পরীক্ষা না কর্‌লে তাঁকে তো রত্ন ব'লে গ্রহণ কর্‌তে পারি না ব্রাহ্মণ! তিনি যে একজন জ্যোতির্ব্বিদ, তারই বা প্রমাণ কি? এর সম্যক্ পরীক্ষা গ্রহণ কর্‌তে না পার্‌লে কিছুই স্থির কর্‌তে পাচ্চি না।

মিহির, ক্ষণা ও দূরে কাপালিকবেশী নারায়ণের প্রবেশ।

মিহির। মঙ্গলময় বিধাতা মহারাজের মঙ্গলবিধান করুন।

বিক্রমাদিত্য। আসুন জ্যোতির্ব্বিদ! আজ আমার সভাগৃহ পবিত্র হ'লো।

বরাহ। [স্বগত] কে এ যুবক? যুবককে দেখে প্রাণে এক অভিনব ক্ষমতা জেগে উঠ্‌ছে কেন? নিস্তেজ বাহুযুগল আজ বাৎসল্যের বশবর্ত্তী হ'য়ে উৎসাহভরে সবল হ'য়ে উঠ্‌ছে কেন? যুবকের মুখখানি এত পরিচিত ব'লে বোধ হ'চ্ছে কেন? সে—সেকি—না—না, হৃদয়! স্থির হও; বড় কোমল—বড কোমল তুমি—

মিহির। শুন্‌লাম, মহারাজের সভায় একজন জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিশারদের আবশ্যক, তাই মহারাজের সভায় আমার আগমন।

বিক্রমাদিত্য। হাঁ ব্রাহ্মণকুমার! পণ্ডিতপ্রবর মহাত্মা বরাহের অসুস্থতা নিবন্ধন এই সভায় একজন জ্যোতির্ব্বিদ-রত্নের আবশ্যক। আপনি যদি উপযুক্ত হন, অবশ্যই আপনাকে আমি বরণ ক'রে রত্নাসন দান করবো।

মিহির। এ অতি উত্তম প্রস্তাব মহারাজ!

বিক্রমাদিত্য। পণ্ডিতপ্রবর! আপনি এই নবাগত জ্যোতির্ব্বিদকে আপনার ইচ্ছানুযায়ী প্রশ্ন করুন।

বরাহ। আমি সম্পূর্ণ অপারক মহারাজ!

বেতাল। কারুকে প্রশ্ন করতে হবে না মহারাজ! আমি প্রশ্ন করছি। আচ্ছা জ্যোতির্ব্বিদ মশাই! বলুন দেখি, এই সভায় লোকসংখ্যা কত, বা এখানে কতগুলি চক্ষু বর্ত্তমান?

বরাহ। যুবক! তুমি কত দিন জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন কর্‌ছো? তুমি ফলিত জ্যোতিষ শিক্ষা করেছ?

মিহির। গুরুর কৃপায় ফলিত জ্যোতিষ আমার আয়ত্তাধীন।

বরাহ। হুঁ—

মিহির। ক্ষণা!

ক্ষণা। [দপ্তর খুলিয়া গণনার দ্রব্যাদি বাহির করিয়া মিহিরকে দিলেন]

বিক্রমাদিত্য। [স্বগত] কে এই যুবক, সস্ত্রীক আজ এই সভায় উপস্থিত! তপ্ত কাঞ্চন সদৃশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখে মনে হয়, যেন হরপার্ব্বতী আজ কৈলাসধাম পরিত্যাগ ক'রে, অধম বিক্রমাদিত্যকে করুণা বিতরণের জন্য এই সংসার-কাননে উপস্থিত। মা মহামায়া যেন সন্তানকে বুকে টেনে নিতে বড় আগ্রহে আজ এতদূরে ছুটে এসেছেন। [প্রকাশ্যে] জগদ্ধাত্রীরূপিণী জননী আমার, তোমার চরণে আমার অসংখ্য প্রণিপাত!

মিহির। [গণনা শেষ করিয়া] শুনুন মহারাজ! এই সভায় এক সহস্র ঊনত্রিংশ জন লোক এবং দ্বিসহস্র দ্বাবিংশতি চক্ষু বর্ত্তমান; লোক-সংখ্যার দ্বিগুণ চক্ষু না হওয়ার কারণ, সাতজন ব্যক্তি জন্মান্ধ, আর বাইশ-জনের প্রত্যেকের এক চক্ষু।

বিক্রমাদিত্য। বেতাল! সভাগৃহের দ্বার রুদ্ধ করতে আদেশ দাও। কোন ব্যক্তি যেন বিনানুমতিতে সভাগৃহ পরিত্যাগ না করেন। গণনা কর—সভার লোকসংখ্যা কত?

বেতাল। আজ্ঞে মহারাজ! বেতাল কি বেতালা ছেলে? আমি গোনাগাঁথা শেষ ক'রে ব'সে আছি। জ্যোতিষী মশাই গণনা কর্‌লেন বটে, কিন্তু ফলে একটু গোলমাল দাঁড়িয়ে গেছে। একজন ব্যক্তি বা ছুটী চক্ষুর অভাব হ'চ্ছে। [মিহিরের প্রতি] আপনি একবার ভাল ক'রে গণনা ক'রে দেখুন।

বিক্রমাদিত্য। সেই সঙ্গে সঙ্গে তুমিও একবার ভাল ক'রে গণনা কর বেতাল! তোমারও ভুল হওয়া অসম্ভব নয়।

বেতাল। আজ্ঞে, আমি ঠিক আছি।

মিহির। গণনার কোথাও তো ভুল দেখ্‌তে পেলাম না মহারাজ! এই সভায় নিশ্চয় কেউ গুপ্তভাবে আছেন। মহারাজ! আপনি ভাল ক'রে অন্বেষণ কর্‌বার আদেশ দিন।

বিক্রমাদিত্য। বেতাল!

বেতাল। মাপ্‌ কর্‌বেন মহারাজ! এবার আর কাউকে অনুমতি করুন। আমার গণনা যদি ভুল হ'য়ে থাকে, তা হ'লে মহারাজ! এই রাজসভায় দাঁড়িয়ে আমি নিজের হাতে কান কেটে ফেল্‌বো। আরও তো পাঁচজন রয়েছেন, বেশ গণনা করুন।

ক্ষণা। কৈ অঙ্কচিত্র দেখি [মিহিরের নিকট হইতে লইয়া গণনা করণ]

বরাহ। ফলিত জ্যোতিষ আয়ত্ত্ব করা বড় কঠিন মহারাজ! তা হোক্‌, যুবকের অদ্ভুত ক্ষমতা। মহারাজ! আমি এখন চ'ল্লাম, আমার বিষম মস্তিষ্কবিকার উপস্থিত।

[প্রস্থান।

ক্ষণা। কৈ মহারাজ! এ গণনার কোথাও তো ভুল লক্ষিত হ'চ্ছে না। সভাগৃহের প্রবেশদ্বারের নিকট দেখুন দেখি, জনৈক কাপালিকের বস্ত্রাভ্যন্তরে একটী শিশুপুত্র বর্ত্তমান কি না?

বেতাল। কোথায়—কোথায়? কৈ দেখি। [কাপালিকের বস্ত্র মধ্য হইতে শিশু বাহির করিলেন] তাই তো—তাই তো মহারাজ! অদ্ভুত গণনা—অদ্ভুত গণনা! এই দেখুন একটী শিশু; গণনার সম্পূর্ণ মিল হয়েছে।

বিক্রমাদিত্য। কে তুই—কে তুই আজ ব্রাহ্মণের অপমানে উদ্যত হয়েছিলি? [কাপালিককে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন]

সহসা কাপালিকের অন্তর্দ্ধান ও বাঁশরীর প্রবেশ।

বাঁশরী। আমি বাঁশরী।

বিক্রমাদিত্য। একি—একি! বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর ল'য়ে অপূর্ব্ব শক্তিসম্পন্ন, একাধারে শাসন করুণার স্রোত প্রবাহিত ক'রে অপার্থিব ঢল ঢল মূরতিখানি ল'য়ে কে তুমি বালক? তোমার সে বিশাল ঘৃণ্য লম্পট মূর্ত্তি কোথায় গেল?

বাঁশরী। কি বল্‌ছেন মহারাজ? আমার আবার লম্পট মূর্ত্তি কি? চোখের সামনে দিয়ে চতুর কাপালিক ছুটে চ'লে গেল—তাকে দেখ্‌তে পেলেন না?

ক্ষণা। বাশরী! তুমি এখানে?

বাশরী। দিদি! দিদি! তোমরা আমায় ফেলে এতদূর চ'লে এসেছ?

বরাহের পুনঃ প্রবেশ।

বরাহ। আমি আবার ফিরে এসেছি মহারাজ! শুন্‌লেম, যুবকের গণনা সত্যে পরিণত হয়েছে। তা হোক্, যুবককে রত্নাসন দান করুন; কিন্তু বরাহের আসন যেন শূন্য প'ড়ে থাকে। আশা করি, আরও কিছুদিন আপনার সভায় আস্‌তে পার্‌বো।

বিক্রমাদিত্য। পণ্ডিতপ্রবর! অতি ভাগ্যবান আমি, তাই ভগবান আপনার প্রাণেও আজ নবশক্তি জাগিয়ে দিয়েছেন; তাই আপনিও আজ আমায় পরিত্যাগ না ক'রে সেইভাবে সভাগৃহ সমুজ্জ্বল রাখ্‌বার সঙ্কল্প করেছেন। বালক! বালক! কে তুমি? মৃতদেহে আজ জীবনী সঞ্চার করলে—কে তুমি?

বাঁশরী। কে আর আমি মহারাজ! শুন্‌লেম, রাজা বিক্রমাদিত্যের

সভায় মিহির দাদা এসেছে, আর আমার দিদিমণি এসেছে, তাই একবার দেখ্‌তে এলুম সত্যি কি মিছে। দিদিমণি! তুমি কথা কইচ না যে? ঘুরে ঘুরে কত কষ্টে চ'লে আস্‌ছি; ক্ষিদে তেষ্টায় প্রাণ ছট্‌ফট করছে, আমায় কিছু খেতে দেবে না?

বরাহ। চল বালক! আমার গৃহে চল। মহারাজ অনুমতি করুন —এই যুবক সস্ত্রীক আজ আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করুন।

বিক্রমাদিত্য। আমারও সেই সঙ্কল্প ব্রাহ্মণ! যত দিন এই নবাগত জ্যোতির্ব্বিদের জন্য নূতন বাটী নির্ম্মিত না হয়, তত দিন আপনার গৃহে ইনি সস্ত্রীক বসবাস করুন। এতে আপনার কিছু আপত্তি আছে?

বরাহ। আমার? কিছু না। তবে নবাগত জ্যোতিষী মহাশয়ের যদি কিছু আপত্তি থাকে।

মিহির। আমার কোন আপত্তি নাই মহারাজ!

বরাহ। তবে এস যুবক! আজ হ'তে এই দীন ব্রাহ্মণের গৃহে পুত্রের মত বসবাস করবে চল। এস মা লক্ষ্মীস্বরূপিনী! অভাগা বরাহের অশান্তি-আগারে শান্তি স্থাপনা ক'রে অন্নপূর্ণারূপে বিরাজ করবে চল।

[বরাহ, মিহির, ক্ষণা ও বাশরীর প্রস্থান।

বিক্রমাদিত্য। হে বিশ্বস্রষ্টা!

বিশ্বের চালক তুমি,
যে ভাবে চালাও যে পথে মোরে,
ফলাফল তার না করি বিচার,
সেই ভাবে চলি সেই পথে।

[প্রস্থান।

বেতাল। ছোঁড়া যেন ছাইচাপা আগুন! এক একবার মনে হয়, সাক্ষাৎ ভগবানই বুঝি সাক্ষাৎ বিক্রমাদিত্যের সভায় উপস্থিত; আবার

ভাবি, আমাদের মত পাপীতাপীর লীলাক্ষেত্রে তিনি আবার কি কর্‌তে ছুটে আস্‌বেন? হ'তেও পারে, লোকে তো তাঁকে পতিতপাবন পাপতাপহারী অনাথশরণ ব'লেই ডাকে, তাই তিনি মর্ত্ত্যধামে ছুটে এসেছেন।

গীত।

কিবা দেখিনু নয়নে ঢল ঢল রূপ অধরে মধুর হাসি।
যেন মধু বৃন্দাবনে শুনিনু শ্রবণে বাজিল মোহন বাঁশী॥
তারে দেখিলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়,
কি যেন আবেশে শ্রীপদে নিবাসে এ দেহ আমার লুটাতে চায়,--
তখন থাকে না কামনা মরম বেদনা, হৃদয় গরলরাশি।
দেখে মালতী ফুলের মালাটি তার,
সজল জলদে চপলা চমকে হিয়া মাঝে যেন অনিবার,
তার সুচারু গন্ধ পবন মন্দ বিলায় অমিয়রাশি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বরাহের বাটী।

বরাহ।

বরাহ। একি হ'লো! মিহিরকে দেখে পুত্রবাৎসল্য জেগে ওঠে কেন? কত বার মনে হয়, তাকে জিজ্ঞাসা করি—কোথায় তার জন্মভূমি, তাব পিতাব নাম কি? কাছে গিয়ে বল্‌তে যাই, কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসে। ওঃ, কি করেছি—কি করেছি! আজ য'দ সে জীবিত থাক্‌তো, আজ যদি সে আমার ঘরে ব'সে থাক্‌তো, তা হ'লে সে আমার এমনই বয়সে পদার্পণ কর্‌তো, এমনিভাবে হাস্যময়ী পুত্রবধূ এসে আমার দগ্ধ সংসারকে শান্তির ফলে-ফুলে সুসজ্জিত ক'বে তুল্‌তো।

ক্ষণার প্রবেশ।

ক্ষণা। বাবা! আহার কর্‌বেন আসুন।

বরাহ। [স্বগত] বিস্তৃত নীলিমাব নিম্নে সীমাহীন উদ্দেশ্যবিহীন গতিহীন শিপ্রানদী তেমনিভাবেই বিরাজিত। যে হস্তে হৃদয়রক্ত ধারণ ক'রে অবহেলায় বিসর্জ্জন দিয়েছি, সে হস্ত আজও এখনও আমায় অনেক কার্য্যে সহায়তা করছে; যে বক্ষস্থলে কোমল কঠিনের এক অভাবনীয় দ্বন্দ্ব বেধেছিল, যে আজও এখনও জীবন্ত অবস্থায় বর্ত্তমান। থাক্‌বে না—থাক্‌বে না,—এ হৃদয় ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে

যাবে। কে—মা? কতক্ষণ এসেছ মা? ব'সো—ব'সো তোমায় দেখ্‌লে আমার বুকের বোঝা অনেকটা ক'মে যায়।

ক্ষণা। আপনার আহারের স্থান হয়েছে।

বরাহ। আজ কি আমি আহার করিনি? তা নাই হোক্, তুমি একটু ব'সো।

ক্ষণা। এমনি ক'রে শরীর নষ্ট কর্‌ছেন কেন বাবা? যখনই আপনাকে লক্ষ্য করি—দেখি, আপনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন,—বালকের মত ব'সে ব'সে অশ্রুবিসর্জ্জন করেন কেন বাবা? কিসের কষ্ট আপনার?

বরাহ। কিসের কষ্ট? তোমায় বল্‌বো মা! অনেক দিন অনেক বাব বল্‌তে গিয়ে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এসেছে। বল্‌তে সাহস হয় না মা!

ক্ষণা। আমি আপনার কন্যার তুল্য; আমার কাছে বল্‌তে আপনার কোনও বাধা নেই।

ররাহ। না মা! বুকের ভিতর হাহাকার ওঠে, মস্তিষ্ক জ্ঞানশক্তি হারিয়ে আমায় বিলুপ্তচেতন ক'রে দেয়। চল, আমি আহার ক'রে আসি। [প্রস্থানোদ্যত] আচ্ছা শোন—আজ আমার বল্‌তে সাহস আস্‌ছে। শোন—শোন, আমি কি করেছি, শুন্‌বে? স্বহস্তে পুত্রহত্যা করেছি!

ক্ষণা। বলেন কি বাবা! আপনি স্বহস্তে পুত্রহত্যা করেছেন?

বরাহ। হাঁ মা,—পিতা হ'য়ে পুত্রেব প্রাণসংহার করেছি। সে অনেক দিনের কথা; জন্মপত্রিকায় পুত্রকে স্বল্পায়ু দেখে মায়ামূল উৎপাটনের জন্য স্বহস্তে পাত্রাবদ্ধ ক'রে অজ্ঞান শিশুকে শিপ্রাগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়েছি। সে যদি আজ জীবিত থাকতো—ওঃ, কি করেছি! ভগবান! আমি কি করেছি!

ক্ষণা। কি করেছেন? কৈ কিছুই তো করেন নি বাবা! শিশুকে শুধু পাত্রাবদ্ধ ক'রে শিপ্রানদীতে বিসর্জ্জন দিয়েছেন, তাকে তো আপনি হত্যা করেন্ নি।

বরাহ। হত্যার আর বাকী কি মা? বুকে শাণিত ছুরিকা বসালে হত্যা করা হয়,—আর একে তুমি হত্যা বল না?

ক্ষণা। আপনার পুত্র যদি জীবিত থাকে?

বরাহ। তা হ'লে—তা হ'লে মা! আমার এই ভগ্নগৃহে তোমায় আজ রত্নের সিংহাসনে বসিয়ে, সচন্দন রক্তজবা দিয়ে প্রাণ ভ'রে তোমার চরণ দু'খানি পূজা করবো।

ক্ষণা! ছিঃ-ছিঃ, ওকি কথা বল্‌ছেন বাবা? কন্যাকে অমন কথা বল্‌তে নেই, আমায় পাপস্পর্শ করবে। [গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম] আমি বল্‌ছি বাবা! আপনার পুত্র জীবিত আছেন।

বরাহ। বিশ্বাস হয় না যে মা! জন্মপত্রিকায় আমি তার মৃত্যু লক্ষ্য করেছি।

ক্ষণা। আপনি যে ভুল দেখেছেন বাবা! আপনার পুত্রকে দেখ্‌বেন? মিহির!

বরাহ। সেকি! মিহির আমার পুত্র?

ক্ষণা। হ্যাঁ বাবা! মিহির আপনার পুত্র, আমি আপনার পুত্রবধূ।

বরাহ। দাঁড়াও—দাঁড়াও, আমায় ভাব্‌তে দাও; তুমি বল্‌ছো জন্মপত্রিকা ভুল! না—না, এ হ'তে পারে না। বরাহের গণনা—না—না, এ হ'তে পারে না—

মিহিরের প্রবেশ।

মিহির। কেন হবে না পিতা? ভুল না হ'লে মহারাজ

বিক্রমাদিত্যের সভায় আমি কি এতখানি আদর লাভ কর্‌তুম? ভুল না হ'লে জনসমাজ আজ কি আমায় এতখানি স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তেন? পিতা! অধম মিহির আপনার পুত্র ব'লেই আজ এতখানি সম্মান লাভ করেছে।

বরাহ। এই দগ্ধ মরুহৃদয়ে আজ একি অভিনব অমৃতের ধারা ঢেলে দিলে মিহির? ডাক—ডাক, আর একবার বাবা ব'লে ডাক, আর একবার—না—না, এর বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক। তুমি যে আমার পুত্র, তার প্রমাণ কি?

তাম্রপাত্রহস্তে দয়ানন্দের প্রবেশ।

দয়ানন্দ। এই নাও ব্রাহ্মণ! চক্ষুর সম্মুখে জ্বলন্ত প্রমাণ গ্রহণ কর। এই পাত্রে আবদ্ধ হ'য়ে এই মিহির একদিন বিসর্জ্জিত হয়েছিল; আর এই সেই বহু পুরাতন জন্মপত্রিকা। [বরাহের হস্তে দিলেন]

মিহির। গুরুদেব! আপনি এসেছেন? ভাগ্যহীন ক্ষণা মিহিরকে আজও আপনার মনে আছে দেব?

ক্ষণা। আপনার ন্যায় দয়াবান্ শ্রীগুরুর চরণ দর্শনে আজ আমরা ধন্য হ'লাম। [ক্ষণা ও মিহিব প্রণাম করিলেন]

বরাহ। তাই তো! তাই তো! যতই দেখ্‌ছি, ততই যে ভুলের চিত্র উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠ্‌ছে! মিহির! পুত্র আমার। নারকী পিতাকে জীবনে কখনও পিতা ব'লে ডেকো না! বল পুত্র! এত বড় মহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? হয়েছে—হয়েছে, তুষানল এ পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত —তুষানল এ পাপের—[প্রস্থানোদ্যত]

মিহির। [বাধা দিয়া] কোথায় যাচ্চেন পিতা?

বরাহ। ছেড়ে দাও মিহির! বড় যন্ত্রণা—বড় যন্ত্রণা, জগতের চতুর্দ্দিক অন্বেষণ ক'রে দেখি, এ যন্ত্রণা উপশমের উপায় কি!

দয়ানন্দ। ক্ষিপ্ত ব্রাহ্মণ! বৃথা অনুশোচনায় ফল কি? মহাভুলের বশে পুত্র বিসর্জ্জন দিয়েছিলে, তার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে! তা যদি না হবে, তা হ'লে এতদিন পরে সোণার প্রতিমা গৃহলক্ষ্মীকে নিয়ে তোমার পুত্র আজ গৃহে ফিরে আস্তো না। এমন আনন্দের দিনে তোমার শোকপ্রকাশ করা চলে না। পুরনারীদের সংবাদ দাও, তারা অবিরাম শঙ্খধ্বনি করুক! সুবাসিত পুষ্প-চন্দন দিয়ে নূতনভাবে বর বধূকে ঘরে তুল্‌তে বল। আনন্দ কর পণ্ডিতপ্রবর! আমিও আজ স্বর্গীয় আনন্দে প্রাণ খুলে যোগদান কর্‌বো।

বরাহ। আসুন উপকারী বন্ধু! আসুন অপ্রত্যাশিত বান্ধব! দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে আনন্দস্রোত প্রবাহিত ক'রে আজ তাকে নূতন জীবন দান করুন। বন্ধুবর! আপনারই কৃপায় আজ উজ্জয়িনীর ঘরে ঘরে মঙ্গল-শঙ্খ ধ্বনিত হবে। আমার পরম হিতৈষী অসংখ্য বন্ধুবর্গ আজ একপ্রাণে আমার ভগ্ন কুটীরে আশীর্ব্বাদ ঢেলে দিতে আস্‌বে। বিক্রমাদিত্য! আনন্দ কর—আনন্দ কর, বরাহ আজ নবপ্রাণ পেয়েছে। আজ একসঙ্গে জগতের সমস্ত শঙ্খ বেজে ওঠ; দেখি, আরও কত সুখ—কত শান্তি এই শঙ্খধ্বনিতে।

কুমারীগণের প্রবেশ।

কুমারীগণ।—

গীত।

তোরা বাজিয়ে শঙ্খ সধবাসঙ্ঘ নিয়ে যাগো তুলে বর ক'নে।
তোরা উলু দে না ঘন রোলে কিছু মঙ্গল নিষে জনে জনে॥

তোরা সাজিয়ে নেগো বরণডালা, নিয়ে আয় পুত ঝারি,
ধুতুরার দীপে মাথায় ধরিয়ে আয় চ'লে সারি সারি,—
তোরা বরণ করিয়ে আশীষ ঢালগো হরষ মত্ত পরাণে ॥

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

বরাহের বহির্বাটী ।

শিষ্যদ্বয় ।

১ম শিষ্য। ওহে ভায়া! গুরুদেব যে আবার সংসার-অনুরাগী হ'লেন। রাজসভায় যাবার নাম হ'লে মুখ ভার কর্‌তেন, এখন আবার সেই রাজসভা না হ'লে তাঁর চল্‌বে না।

২য় শিষ্য। এতো হ'তেই পারে দাদা! মহারাজও বায়না ধরেছেন —আমাদের গুরুঠাকুরের পুত্রবধূ ক্ষণাদেবীকে শ্রেষ্ঠ আসন দান কর্‌বেন; তাইতে বোধ হয় আমাদের গুরুঠাকুর মনে মনে একটু অপমান বোধ ক'রে থাক্‌বেন।

১ম শিষ্য। আর মহারাজ বিক্রমাদিত্যেরই বা একি ঝোঁক! গেরোস্তোর বউ-ঝি রাজসভায় যাবে, এটাই বা কি রকম!

২য় শিষ্য। ঠাকুর মশাই মোদ্দা শ্রেষ্ঠ আসন নেবেনই।

১ম শিষ্য। বিক্রমের কাছে তো আর গোঁয়ারতুমি চল্‌বে না দাদা! রাজসভায় কথা উঠেছে কি জান? বরাহ ঠাকুর জোর কর্‌লেই শ্রেষ্ঠ আসন পাবেন না। মহারাজ বিক্রমাদিত্য সভার নবরত্নকে এবং ক্ষণা

দেবীকে রাজসভায় আহ্বান ক'রে বলেছেন—যিনি সকলের পূর্ব্বে আকাশের নক্ষত্রের সংখ্যা গণনার দ্বারা প্রকাশ কর্‌তে পার্‌বেন, তিনিই রাজসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ কর্‌বেন। দেখ্‌তে পাওনি—ক'দিন ধ'রে ঠাকুর আমাদের ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন !

২য় শিষ্য। আরে ভাই, হাজার হোক্ ক্ষণাদেবী স্ত্রীলোক; পুরুষের কাছে কি মেয়ে বুদ্ধি লাগে ? ক্ষণা ঠাকুরুণ যা দু-একটা ছড়া ফড়া কাটে, ওসব মিছে। সত্য হ'লে আর ভাবনা ছিল না দাদা !

১ম শিষ্য। তুমি বোঝ না ভায়া, তাই বল্‌ছো; ক্ষণাদেবীর ছড়াগুলির প্রতি বর্ণ সত্য।

শূন্য কলসী শুক্‌নো না।
শুক্‌নো ডালে ডাকে কা॥
যদি দেখ মাকন্দ চোপা।
এক পা না যেও বাপা॥
ক্ষণা বলে এরেও ঠেলি।
যদি না দেখি সামনে তেলি॥

এ সব একবারে জলজ্যান্ত সত্যি। আরও শুন্‌বে ? রাজা বিক্রমাদিত্য একদিন ক্ষণাদেবীকে বৃষ্টি, কোয়াসা ও ধান্যাদি গণনার কথা জিজ্ঞাসা করেন।

২য় শিষ্য। তাতে তিনি কি উত্তর দিলেন ?

১ম শিষ্য। উত্তর দিলেন ,—

দিনে জল রেতে তারা।
এই দেখ্‌বে সুখের ধারা॥
চাঁদের সভার মধ্যে তারা।
বর্ষে পানি মুষলধারা॥

জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফোটে।
তবে জানবে বর্ষা বটে॥
কৃষককে বল্‌গে বাঁধতে আল।
আজ না হয় হবে কাল॥
যদি বর্ষে মাঘের শেষ।
ধন্য রাজা পুণ্য দেশ॥
যদি বর্ষে ঝিমি ঝিমি।
শস্যের ভার না সহে মেদিনী॥

২য় শিষ্য। তারপর—তার্‌পর ?

১ম শিষ্য। তারপর—
হাঁচি টিকটিকির বাধা।
যে না মানে সে গাধা॥

২য় শিষ্য। আমি কিন্তু—ঐ গুরুদেব আস্‌ছেন, কাজে মন দাও—কাজে মন দাও— [অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন]

বরাহের প্রবেশ।

বরাহ। তোমরা কার্য্যাদি বন্ধ ক'রে চণ্ডীমণ্ডপে শয়নের ব্যবস্থা করগে ; এই কক্ষে আমার প্রয়োজন আছে।

উভয়ে। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

বরাহ। [স্বগতঃ] আজ আমি নিজকে বিশ্বাস করতে অক্ষম। আকাশের নক্ষত্রগণনা আমি তত কঠিন ব্যাপার মনে করি না ; কিন্তু জীবনে যে একটা মহাভুল করেছি, তার জন্য মনে হয়, অতি সহজ গণনারও কোন স্থানে হয় তো একটু ভুল করেছি। না—

এ অতি কঠিন ব্যাপার! প্রকাশ্য রাজ-সভায় সকলের পরীক্ষা হবে। যদি ভুল হয়, তা হ'লে এই উন্নত গর্ব্বিত মস্তক—না—না কাজ নেই! রাজসভায় সংবাদ পাঠাবো—আমার অসুস্থতা নিবন্ধন আমি গণনা-কার্য্যে সম্পূর্ণ অক্ষম। না—তা হ'লে হয় তো মহারাজ সন্দেহ করবেন, হয় তো আমার অভাবে শ্রেষ্ঠ রত্ননির্ব্বাচন তিনি স্থগিত রাখবেন না। দেখি—আর একটু ভেবে দেখি! কিন্তু সময় কৈ? কাল প্রাতঃকালেই যে রাজসভায় উপস্থিত হ'তে হবে। এই গণনা—আচ্ছা যদি—কি থাক্, কিন্তু ক্ষতি কি? ক্ষণা আমার পুত্রবধূ, সে যদি এ বিষয়ে আমার সাহায্য করে—কে?

ক্ষণার প্রবেশ।

ক্ষণা। আমি—

বরাহ। কি চাও মা?

ক্ষণা। কাল প্রাতঃকালেই তো রাজসভায় যাবেন?

বরাহ। হ্যাঁ মা! তুমি যাবে তো? প্রস্তুত হয়েছ?

ক্ষণা। হ্যাঁ বাবা!

বরাহ। তোমায় একটা কথা বল্‌বো মা?

ক্ষণা। কি বলুন।

বরাহ। আমার ইচ্ছা নয় যে, আমার কুলবধূ প্রকাশ্য রাজসভায় গিয়ে এই ভাবে বিদ্যার পরীক্ষা দেয়।

ক্ষণা। আপনি যদি নিষেধ করেন, তা হ'লে রাজসভায় যাওয়া আমি এতটা প্রয়োজন মনে করি না।

বরাহ। না মা, তুমিও চল, নইলে মহারাজ সন্দেহ কর্‌বেন; কিন্তু মা! আজ তোমায় আমার একটী কথা রাখ্‌তে হবে। শোন মা!

এই বার্দ্ধক্যে আমার মস্তিষ্কবিকার উপস্থিত! পূর্ব্বে আমি এতটা ছিলাম না মা! যে দিন বুঝলেম, পুত্রবিসর্জ্জন দিয়ে আমি জীবনে একটা মহা ভুল করেছি, সে দিন হ'তে আমি আমার হস্তপদকেও বিশ্বাস করি না। মা! কাল রাজসভায় পরীক্ষা দিতে হবে; কিন্তু আমি প্রস্তুত নই। তুমি যদি আমায় সাহায্য কর—কারণ আমি তোমার গুরুজন; প্রকাশ্য রাজসভায় আমার অপমান দেখা তোমার কর্ত্তব্য নয়! তুমি নক্ষত্রগণনার ফলটুকু যদি আমায়—

ক্ষণা। তার জন্য আপনি কিন্তু হ'চ্চেন কেন বাবা? আপনার এ আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন কর্‌বো।

বরাহ। কিন্তু অতি গোপনে! পৃথিবীর কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্তও যেন এ ঘটনা ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে না পারে।

ক্ষণা। কেউ জান্‌বে না বাবা! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। [কাগজে লিখিয়া দিলেন] এই নিন্ বাবা! এই প্রকৃত উত্তর--

বরাহ। আচ্ছা মা! তুমি এখন যাও।—[ক্ষণার প্রস্থান] এই কি আমার উপযুক্ত কর্ম্ম? এই কি উজ্জয়িনীর রাজসভার মহারত্ন বরাহের কর্ত্তব্য? না—না, আমি যে এখন মৃত বরাহ! আমার আবার কর্ত্তব্যজ্ঞান কিসের? কিন্তু যদি ঘুণাক্ষরেও কেউ জান্‌তে পারে যে, এই গণনা আমার নিজের নয়—এ আমার পুত্রবধূর গণনা, তা হ'লে কি আমার মান-মর্য্যাদা এইরূপই অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে? তখন কি নবরত্নের শ্রেষ্ঠ আসন আদর ক'রে আমায় ধ'রে রাখ্‌বে? কিছুতেই নয়, তখন তার সম্পূর্ণ বিপরীত! হয় তো আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেবেন। কিন্তু একটা কিছু—একটা কোন উপায়ে—[চিন্তা ও পদচারণা] হয়েছে—হয়েছে, যদি শত্রুতা করি? কিন্তু শত্রু কে? মিহির? ক্ষণা? না—না, মিহিরকে দেখ্‌লে আমার প্রাণ শীতল

হয়, লক্ষ্মীস্বরূপিণী ক্ষণাকে দেখ্‌লে জীবনের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। তাদের আমি শত্রু ভাব্‌বো? চাই না—চাই না, আমি রাজ-সভার শ্রেষ্ঠ আসন চাই না। কিন্তু লোকনিন্দা আছে। বরাহ! এইখানেই তোমার পরাজয়। ক্ষণাকে যদি কোন উপায়ে তাড়িয়ে দিই? যদি—মিহির কি তা পার্‌বে? বরাহ! ভেবে দেখ। ক্ষণার মত লক্ষ্মীকে কাল-সিন্ধুনীরে বিসর্জ্জন দেবে, না মান-মর্য্যাদা মাথায় নিয়ে রাজসভার শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন কর্‌বে? ক্ষণার মায়া ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বে না? তাই তো, ক্ষণা আমার কে? আমি কি নিজে পুত্রের বিবাহ দিয়ে ক্ষণাকে গৃহে এনেচি? সেই ভাল, মিহিরকে বলি—সে ক্ষণাকে পরিত্যাগ করুক। সে অন্য কোথাও চ'লে যাক্—তা হ'লে আমি নিষ্কণ্টক হবো। মিহির—মিহির! বরাহ! কঠিন হও; আজ আবার অন্য খেলায় প্রবৃত্ত হয়েছ। হৃদয়ের কোমলতাটুকু চেপে রেখে, কাঠিণ্যকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দাও।

মিহিরের প্রবেশ।

মিহির। আমায় ডাক্‌ছেন বাবা?

বরাহ। হাঁ মিহির! তোমায় আজ একটা কথা বল্‌বো! তুমি ভাল ক'রে কোন দিন ক্ষণার গতিবিধি লক্ষ্য করেছিলে?

মিহির। কেন বাবা?

বরাহ। ক্ষণাকে আমার সন্দেহ হয়।

মিহির। কিসের জন্য বাবা?

বরাহ। ক্ষণা রাক্ষসী।

মিহির। ক্ষণা রাক্ষস-রাজকন্যা; সে যে রাক্ষসী হবে, তার আর বিচিত্র কি পিতা?

বরাহ। শুধু তাই নয়, সে পিশাচী।

মিহির। এ সকল আজ কি বল্‌ছেন পিতা ?

বরাহ। যা সত্য, তাই বল্‌ছি। আমি লক্ষ্য করেচি, গভীর রাত্রে সে শ্মশানে গিয়ে বিকট মূর্ত্তি ধারণ ক'রে শবদেহের মাংসচর্ব্বণ করে।

মিহির। ক্ষণাকে শব দেহের মাংসচর্ব্বণ কর্‌তে দেখেছেন ? এ আপনি কি বল্‌ছেন পিতা ?

বরাহ। তোমার পিতাকে তুমি সন্দেহ কর মিহির ? তোমার কি মনে হয় না, ক্ষণা যদি পিশাচী না হবে, তা হ'লে কি সে এতখানি গুণের অধিকারিণী হয় ? আমি যতদূর লক্ষ্য করেছি, তাতে বেশ বুঝেছি —ক্ষণা পিশাচী। তুমি অবিলম্বে ক্ষণার মমতা পরিত্যাগ ক'রে তাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দাও।

মিহির। ক্ষণা পিশাচী, আমি তো তা একদিনও বুঝতে পারিনি পিতা!

বরাহ। বুঝ্‌বে,—আজ হ'তে লক্ষ্য কর; দেখ্‌বে কোন না কোন দিন সে শ্মশানে গিয়ে তার পৈশাচিক আকাঙ্খা চরিতার্থ কর্‌বে। তোমার ইচ্ছা হয়, পরীক্ষা কর্‌তে পার। তুমি স্থির জেনো মিহির! আমি বৃথা তোমায় পত্নী-পরিত্যাগের জন্য উৎসাহ দিচ্চি না।

মিহির। পিতা! পরম গুরু আপনি! আপনার কথা আমি অবহেলা কর্‌তে পার্‌বো না। ক্ষণা যদি প্রকৃতই পিশাচী হয়, নিশ্চয়ই আমি তাকে পরিত্যাগ কর্‌বো।

বরাহ। সন্তুষ্ট হ'লেম। আচ্ছা তুমি এখন যাও; ক্ষণাকে একবার আমার কাছে আস্‌তে বল, আমি তাকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো। [মিহিরের প্রস্থান] স্বইচ্ছায় একটা মহাপাপের অনুষ্ঠান কর্‌ছি সত্য, কিন্তু এই মহা পাপানুষ্ঠনের ফলে আমি হয় তো এক অভিনব আনন্দলাভ কর্‌বো—হয় তো বিক্রমাদিত্যের সভায়—এই যে মা এসেছ!

ক্ষণার প্রবেশ।

ক্ষণা। আমায় ডাকৃছেন বাবা ?

বরাহ। হ্যাঁ মা! ইতিপূর্ব্বে মিহির এখানে এসেছিল। আমি তাকে কোন বিশেষ কার্য্যে কোথাও পাঠাবার মনস্থ করেছিলাম; কিন্তু মিহির তার হৃদ্‌রোগের জন্য কোথাও যেতে প্রস্তুত নয়। সহসা তার হৃদ্‌রোগ উপস্থিত দেখে আমি বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে পড়েছি মা! মিহিরের এই ব্যাধি উপশমের জন্য অতি গোপনে ও সাবধানে তোমায় একটী ঔষধ সংগ্রহ করতে হবে। এই কার্য্যের জন্য আমি তোমায় যা যা করতে বল্‌বো, তুমি তা পার্‌বে তো ?

ক্ষণা। আমায় অনুমতি করুন, স্বামীর জীবনরক্ষার জন্য আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

বরাহ। পিশাচসিদ্ধ এক সাধু পুরুষ আমায় বলেছিলেন—পুরুষের এইরূপ হৃদ্‌রোগে যদি তার সহধর্ম্মিণী অমাবস্যার মহানিশায় একাকিনী শ্মশানে উপস্থিত হ'য়ে স্বদন্তে শবদেহের কিয়দংশ মাংস ছিন্ন ক'রে স্বামীর নিদ্রাবস্থায় নিশ্বাসপথে ধারণ করতে পারে, তা হ'লে এ দুরারোগ্য রোগের শান্তি হ'তে পারে, নচেৎ বিপদের সম্ভাবনা। কিন্তু এ ব্যাপার যেন মিহির জান্‌তে না পারে,—মিহির যে রোগাক্রান্ত, এক দিনের জন্য তুমি তা জিজ্ঞাসা করতে পাবে না; তা হ'লে সব নিষ্ফল! কেমন, এ সকল তুমি পার্‌বে তো ?

ক্ষণা। নিশ্চয় পার্‌বো। এ আর বেশী কথা কি! সাবিত্রী দেবী কত কষ্টে কত সাধনা ক'রে যমের হাত হতে মৃত পতিকে উদ্ধার ক'রেছিলেন, আর আমি স্বামীকে বিপন্মুক্ত করতে এই সমান্য কষ্টস্বীকার করতে পার্‌বো না ? আমি প্রস্তুত থাকৃলুম, আজিই আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করবো।

বরাহ। আচ্ছা! এখন তবে যাও। আমি নিশ্চিন্তমনে একটু বিশ্রাম কবি। [ক্ষণাব প্রস্থান] অদ্ভুত শক্তিময়ী! কাছে আস্‌তে মনে হ'লো, আর বুঝি পাব্‌লেম না। প্রতিভাময়ী ক্ষণার অনাবিল পবিত্রতা-টুকু আমাব বুঝি সমস্ত সঙ্কল্প ভাসিয়ে নিয়ে যায়; অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টায় হৃদয়কে বেঁধে রেখেছি। ববাহ! তুমি আরও কঠিন হও; আরও পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও; নববত্নেব শ্রেষ্ঠ আসন তোমারই থাক্‌বে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

নাগরিকাগণ।

নাগরিকাগণ।—

গীত।

ওলো দিদি লো শুনে যা হেথায়।
আমরা সব শিখ্‌বো জ্যোতিষ বস্‌বো গিয়ে রাজসভায়॥
ব'লে দেবো এক কথাতে, ফলে না আম নিমগাছেতে,
ম'রে গেলে বাঁচবে না কেউ বল্‌বো তখন সোজা ভাষায়॥
শিখে নেবো আঙ্ক আঙ্ক, শুভঙ্করীব সকল অঙ্ক,
ভুলে যাবো ঘরকন্না, ঢুক্‌বো না আর হেঁসেলখানায়॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অলকার অন্দরমহল।

গোলোকচাঁদ।

গোলোক। [স্বগত] প্রাণাঘাতী শাণিত কৃপাণ!
বড় দর্পে বড় গর্ব্বে উঠেছিলে আস্ফালিয়ে
নিষ্কণ্টক করিবারে প্রভুরে তোমার!
বড় আশা ছিল তব প্রাণে—
সিংহলের সিংহাসনমূলে
রাখিবে যতনে
পিতৃব্যের মোর রুধিরাক্ত ছিন্ন শির!
বিশ্বাসঘাতক!
মহোল্লাসে আসিয়াছ আজি
প্রভুরক্তে আত্মতৃষ্ণা নিবারণ হেতু।
যাও অধর্ম্ম-আচারী!
বুঝিয়াছি সধর্ম্ম তোমার!
ব্যথিতের ব্যথাহারী দেব জগন্নাথ!
ভুলে কভু ডাকিনি তোমায়;
জ্বলে কায় পাপ-বিষে সদা,
মরি কভু মনের বিকারে,
সকাতরে মার্জ্জনা যাচিয়ে পদে
ডাকি তোমা পতিতপাবন বলি;

অন্তিমে অনন্ত কৃপাগুণে
রেখো হরি অধম পাতকী জনে।
এস তীব্র কালকূট !
পীড়িতের শান্তি তুমি,—
ব্যথিতের তুমি ব্যথাহারী,
দগ্ধ এ মরম ব্যথা করিতে শীতল,
এস মোর ওষ্ঠাধরে আজি,
কর ত্বরা বিলুপ্তচেতন।

বন্দিনী অলকার প্রবেশ।

অলকা। গোলোক! এই জন্য কি তোর গর্ভধারিণীকে আজ বন্দী ক'রে রেখেছিস্? দে—খুলে দে। নেত্রবান আজ সস্ত্রীক পলাতক; অসিধারণ ক'রে ছুটে গিয়ে আবার আমি তাকে বন্দী ক'রে আন্‌বো। খুলে দে—বন্দীকে পালাবার্ সুযোগ দিস্‌নে গোলোক! সৈন্যসংগ্রহ ক'রে সিংহবিক্রমে সে তোর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'রে দাঁড়াবে। দে—শীঘ্র খুলে দে; জননীকে বন্দী ক'বে আর নরকের পথ প্রশস্ত করিস্‌নে।

গোলোক। নরক? হাঃ—হাঃ—হাঃ! যে নিদারুণ যন্ত্রণার দহনে নিরন্তর দগ্ধ হ'চ্চি, তা অপেক্ষা নরকযন্ত্রণা কি আরও ভীষণ? আমায় তুমি নরকের ভয় দেখাচ্চ মা, পাপ-মন্ত্রণায় যার চরিত্র গঠিত, পাপ-কর্ম্মে যে আশৈশব উৎসাহিত, অধর্ম্ম যার পরম ধর্ম্ম, তাকে আজ তুমি ধর্ম্মের ভয় দেখাচ্চ মা? তোমার ইঙ্গিতে, তোমার আদেশে ধর্ম্মকে তো অনেকদিন বিসর্জ্জন দিয়েছি মা!

অলকা। গোলোক! আজ তুই মাতৃদ্রোহী হ'লি? মাতৃ-অভিশাপ মাথায় নিতে এত সাধ হয়েছে?

গোলোক। না মা! গোলোক তোমার মাতৃদ্রোহী নয়। আমার একমাত্র ইষ্টদেবী তুমি, এই তোমার শ্রীচরণ স্পর্শ ক'রে বল্‌ছি, আমি মাতৃদ্রোহী নই। হতভাগ্য সন্তানকে আর অভিশাপ দিও না মা! অর্দ্ধদগ্ধদেহে আর অগ্নিদগ্ধ লৌহদণ্ডের স্পর্শসুখ দিও না।

অলকা। তবে এই মুহূর্ত্তে আমায় মুক্ত ক'রে দে!

গোলোক। আগে আমায় মুক্তিলাভ কর্‌তে দাও, তারপর তুমি স্বেচ্ছামত মুক্তি পাবে। যে পাপ খেলায় মত্ত হ'য়ে ধ্বংসের পথে আজ এতদূর অগ্রসর হয়েছ, স্থিরভাবে স্বচক্ষে সেই ধ্বংসাবশেষ দর্শন কর,—মৃন্মূর্ত্তির মত পলকবিহীন দৃষ্টিতে আজ পুত্রের মৃত্যু দর্শন কর। মা! জীবনের উপর আর এক বিন্দু মমতা নেই; এই দেহের আপাদ-মস্তক অভিশাপে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। বসুন্ধরা এ হতভাগ্যের ভার বহনে অক্ষম। মা! বড় যন্ত্রণা পেয়ে আজ অকালে কাল সিন্ধুনীরে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জনে উদ্যত হয়েছি। এই দেখ, এই তীব্র কালকূট—তৃষ্ণার সলিলের মত আজ এই কালকূট সাদরে গ্রহণ কল্লুম। [বিষপান]

অলকা। গোলোক! গর্ভধারিণী জননীকে এমনিভাবে শাস্তি দিতে হয়? তার চেয়ে আমায় অগ্নিতে দগ্ধ কর্‌লিনে কেন? গোলোক! একবার বন্ধন খুলে দে—একবার আদর ক'রে তোকে বুকে তুলে নিতে দে—ঐ বিষ পান ক'রে আগে আমায় এই সংসার পরিত্যাগ কর্‌তে দে! তবু নিশ্চল পাষাণের মত দাঁড়িয়ে রইলি? গোলোক! মাকে শেষে এই প্রতিদান দিলি? সন্তান হ'য়ে আজ তুইও এতখানি নির্দ্দয় হ'লি?

গোলোক। ছিঃ-ছিঃ! তুমি রোদন কর্‌ছো মা! না—না, কেঁদো না, কাঁদবার দিন অনেক পাবে। আজ আমায় সুখে মর্‌তে দাও। শৈশবে যখন অজ্ঞানতা-অন্ধকারে আবৃত ছিলুম, তখন কত অপরাধ করেছি;

মহা ভ্রমে পতিত হ'য়ে আজ পর্য্যন্ত তোমায় কত রূঢ় কথা বলেছি, রক্তের চাঞ্চল্যে কতবার তোমার অবাধ্য হয়েছি, আজ তোমার কাছে তার মার্জ্জনা চাচ্ছি মা! মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে শুধু তোমার দয়ার প্রয়াসী হ'য়ে এখনও বেঁচে আছি, তবু তুমি চোখের জল ফেল্‌ছ মা!

অলকা। গোলোক—গোলোক!

গোলোক। পাচ্ছ না? প্রাণের বেদনা চেপে রাখ্‌তে পাচ্ছ না? তবে ডাক—যুক্তকরে উচ্চৈস্বরে ব্যথাহারী ভগবানকে ডাক,—তাঁর কাছে চিত্তদমনের শক্তি প্রার্থনা কর। তিনি ইচ্ছা কর্‌লে একমুহূর্ত্তে তোমার পুত্রশোক নিবারণ করতে পারেন। আসি তবে মা! অবাধ্য সন্তানকে মার্জ্জনা কর। যতদূরেই যাই, মাতৃস্নেহ হ'তে যেন বঞ্চিত না হই! তোমাব আশীর্ব্বাদ আমার যেন মোক্ষলাভে সহায়তা করে। মা—মা!

অলকা। গোলোক—গোলোক! [মূর্চ্ছিত হইলেন]

গোলোক। অভাগিনী মা আমার! আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত এই ভাবে থাক। ক্ষণা-মিহির! মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার তোমাদের কাছে মার্জ্জনা চাইচি; সিংহলে ফিরে এসে হতভাগ্য গোলোককে মার্জ্জনা ক'রো, তার স্বর্গকামনা ক'রো। মা! এইবার তোমার মুক্তির সময় হয়েছে।

[বন্ধন খুলিয়া দিয়া প্রস্থান।

অলকা। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] গোলোক! এই যে, গোলোক আমায় মুক্তিদান করেছে। কৈ—কোথায় গোলোক? ভগবান! ভগবান! আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। একবার—একটীবার তাকে কাছে এনে দাও। একবার তাকে কোলে নিতে দাও। গোলোক! গোলোক! অনাথিনী মাকে এত শাস্তি দিলি!

নেপথ্যে গোলোক। মা! মা! একটু জল—শেষ প্রার্থনা—একটু জল!

অলকা। ঐ যে—ঐ যে বাছা আমার ধূলায় প'ড়ে ছট্‌ফট কর্‌ছে। দাঁড়া গোলোক! মাতা পুত্রে আজ একই পথে অগ্রসর হবো।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে বেতালের প্রবেশ।

বেতাল।—

গীত।

জ্ঞানের আলোক জ্বেলে, আগে ভাগে চল চ'লে,
কে তুমি জীবের বল না।
গভীর সাগরজলে, তরী এনে নাও তুলে,
ঘুচায়ে বিপদ ভাবনা॥
কণ্টকে ঘেরা কুপথে চলিলে,
যেওনা ও পথে দাও প্রাণে ব'লে,
নব প্রেমপ্রীতি ল'য়ে, দাও যেচে বিলাইয়ে,
কেন তব হেন করুণা।
দেখি কভু তুমি শান্তি শোকে তাপে,
মহাভ্রান্তি বাদে দেখি সত্যরূপে,
অনল অনিল মাঝে, নিত্য তব দৃষ্টি রাজে,
এ দীনে যেন হে ভুলো না।

[প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য।

শ্মশান।

ক্ষণা

ক্ষণা। মা শ্মশানেশ্বরী! এই গভীর নিশিথে স্বামীর অজ্ঞাতে আজ একাকিনী তোমার আশ্রয়ে এসেছি। গুরুজনের আদেশে স্বামীকে রোগমুক্ত করতে শুধু তোমায় স্মরণ ক'রে সাহসভরে এতদূর এসেছি। সাহস দাও মা! অভয় দাও মা! অভাগিনী তনয়াকে কার্য্যসাধনে সহায়তা কর মা! স্বামীর মঙ্গলসাধনের জন্য সতী সাধ্বী সাবিত্রীকে যে ভাবে চালিত করেছিলে, গুণবতী বেহুলার হৃদয়ে যেমন সিদ্ধিরূপে জাগ্রত ছিলে, পতিপরায়ণা শৈব্যাকে যে ভাবে সহিষ্ণুতার আবরণে আবৃত রেখেছিলে, তেমনি ভাবে তাঁদের কণামাত্র শক্তি আমায় দাও; সেই শক্তিবলে আজ আমি স্বামীকে রোগমুক্ত করতে প্রবৃত্ত হই। ঐ যে একটী শবদেহ পতিত রয়েছে, যাই—স্বদন্তে মাংস ছিন্ন ক'রে ত্বরায় গৃহে ফিরে যাই। [শবদেহের নিকট গমন]

দূরে মিহিরের প্রবেশ।

মিহির। তাই তো! সত্য সত্যই যে ক্ষণা শ্মশানে প্রবেশ করলে! ঐ যে—ঐ যে নিপতিত শবদেহের মাংস চর্ব্বণ করছে। ভগবান! ভগবান! সত্য সত্যই কি ক্ষণা পিশাচী? যদি তাই হয়, তবে এই অস্ত্রাঘাতে—[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত ও অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল] একি! বাহু-যুগল সহসা নিস্তেজ হ'লো কেন? মুষ্টিবদ্ধ শাণিত ছুরিকা সহসা হস্তচ্যুত হ'লো কেন? তবে কি এ পৈশাচিক মায়া! পিশাচী ক্ষণার একি একটা নূতন পরিচয়!

নেপথ্যে সনাতন ।

সনাতন। ক্ষণা পিশাচী নয় ব্রাহ্মণকুমার ! ক্ষণা দেবী ; তোমার পিতার চক্রান্তে ক্ষণার আজ এই অবস্থা ।

মিহিব। পিতার চক্রান্তে ? মিথ্যা কথা ! নিশ্চয় এ কোন পৈশাচিক মায়া! ক্ষণা ! ক্ষণা। তোমার মনে এই ছিল ? আমায় এমনি ভাবে দংশন কর্‌লে ? ওঃ—আগে যদি জান্‌তেম ! ঐ যে—ঐ যে পিশাচী বড় আগ্রহে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ কর্‌ছে না ! এ ভয়াবহ দৃশ্য না দেখাই মঙ্গলের বিষয় । [প্রস্থান ।

ক্ষণা। আসি মা শ্মশানেশ্বরী ! এই ঔষধে স্বামী আমার যেন সকল ব্যাধি হ'তে মুক্তিলাভ করে। মা সতী-কুলরাণী ! তোমার চরণে আমার অসংখ্য প্রণাম। [প্রস্থানোদ্যত]

ভাগ্যদেবী। ক্ষণা !

ভাগ্যদেবীর প্রবেশ ।

ক্ষণা। কে তুমি মা! জগদ্ধাত্রীর মত স্বর্গ হ'তে নেমে এসে অভাগিনী কন্যাকে আজ বিপন্মুক্ত কর্‌লে কে তুমি মা ? তুমি যেই হও মা, তোমার চরণে আমার কোটী কোটী প্রণাম।

ভাগ্যদেবী। আমায় চিন্‌তে পার্‌ছো না ক্ষণা ? আমি তোমার ধাত্রী-মা।

ক্ষণা। ধাত্রী-মা! তোমার স্বরে এমন গাম্ভীর্য্য আছে, তা আমি জানতেম্ না। আবার এতদিন কোথায় ছিলে মা ? সম্পদে পরিত্যাগ ক'রে যাও, বিপদে এসে বুক দিয়ে বিপন্মুক্ত কর। এ তোমার কেমন রীতি, জানি না।

ভাগ্যদেবী। এ নিয়ে তোমার এত ব্যস্ত হ'তে হবে না। এ রীতি

আমার আছে, আমারই থাক্‌বে। এখন তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; তুমি সিংহলে ফিরে যাবে?

ক্ষণা। কেন—সিংহলে ফিরে যাবো কেন? স্বামীর গৃহ তীর্থস্থান, স্বামীর অনুমতি বিনা আমি কোথাও যেতে প্রস্তুত নই।

ভাগ্যদেবী। এখানে আর কি সুখে থাক্‌বে মা? শ্বশুর তোমার শত্রু হয়েছেন, তোমাকে হত্যা কর্‌বার ষড়যন্ত্র কর্‌ছেন। সাধ ক'রে শত্রুপুরীতে থাক্‌বে ক্ষণা?

ক্ষণা। কে শত্রু? শত্রু তুমি। যাও—আর তোমার সঙ্গে আমি বাক্যালাপ কর্‌বো না। যাও—এখনও বিলম্ব কর্‌ছো? ক্ষণার শান্ত মূর্ত্তি দেখে এসেছ, তার ক্রোধের মূর্ত্তি কখনও দেখনি, তাই বোধ হয় তোমার এত সাহস! যাও—তোমার মন্ত্রণা আমি শুন্‌তে চাই না।

ভাগ্যদেবী। তবে যাই। [স্বগত] এই পর্য্যন্ত এসে তোমায় পরিত্যাগ কর্‌তে হবে, তা আমি বেশ বুঝেছি!

[প্রস্থান।

ক্ষণা। ত্রিতাপহারিণী হরমনোরমা! নয়নপ্রান্তে আজ এভাবে অশ্রু আস্‌ছে কেন মা? হৃদয় আজ এ ভাবে কেঁপে উঠ্‌লো কেন? কি এক মহা সন্দেহে যেন হৃদয় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো! না—না, এ সকল আমি কি চিন্তা কর্‌ছি! গুরুতর আদেশ কর্ত্তব্যজ্ঞানে প্রতি-পালন কর্‌বো, ফলাফলের চিন্তা আমি কর্‌বো কেন? যিনি সংসারে পাঠিয়েছেন, যেভাবে হোক্‌, তিনি আবার তাঁর কাছে টেনে নেবেন। মাগো পতিতোদ্ধারিণী! অভাগিনী তনয়ার এইটুকু প্রার্থনা—এ জীবনে যেন কর্ত্তব্যভ্রষ্ট না হই।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বরাহের বাটী।

মিহির।

মিহির। বিশ্বস্রষ্টা ভগবান! কোন্ অপরাধে
অপরাধী আমি চরণে তোমাব,
যাহে রুষ্ট হ'য়ে তুমি
ভীম বজ্রাঘাতে
ভেঙ্গে দিলে অন্তস্থল মোর?
শৈশবেব খেলা ধূলা যত—
শৈশবের স্নেহ আলাপন,
কাননের কুসুম ভূষণ,
মনে পড়ে যত, হে বিধাতঃ!
সকলি কি পৈশাচিক লীলা?
বিশ্বাসের খনি
স্বামীসোহাগিনী সুন্দরী সে ক্ষণা,
প্রাণাপেক্ষা ছিল যে আমার—
যার স্বরে পুলকে নাচিত প্রাণ,
নয়ন হইতে তিলেক থাকিলে দূরে—
যার তরে মরমে লাগিত ব্যথা,
তারে আজ পিশাচী বলিয়ে
অনাদরে দিব বিসর্জ্জন।

হা ভাগ্য ! হা বিশ্ব-অধিপতি !
এ রতন কেন দিলে মোরে,
কেন পুনঃ লও তাহে ফিরে ?

ক্ষণার প্রবেশ ।

ক্ষণা। মিহির !

মিহির। কে ? ক্ষণা এসেছ ?

ক্ষণা। হাঁ মহারাজ বিক্রমাদিত্য আজ যে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁর সভায় আমায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন, আমি সে নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে পারলেম না। তার পরিবর্ত্তে আমি অন্যরূপে তার পরীক্ষা দিয়েছি। মিহির ! আজ দিবা দ্বিপ্রহরের সময় সূর্য্যাস্ত হবে।

মিহির। তা অসম্ভব নয় ।

ক্ষণা। একদৃষ্টে আমার দিকে কি দেখ্‌চো মিহির ?

মিহির। তোমায় দেখ্‌চি !

ক্ষণা। আমায় দেখ্‌চো ? কৈ—এমন ভাবে তো আর কখনও আমায় দেখনি ?

মিহির। তা দেখিনি, কিন্তু আজ এর প্রয়োজন হয়েছে। সেই কুঞ্চিত কুন্তল, সেই অপূর্ব্ব প্রীতিমাখা নয়নযুগল, সেই ঢল-ঢল লাবণ্য-মাখা মুখখানি, সেই অঙ্গসৌষ্ঠব, কিন্তু—

ক্ষণা। কিন্তু কি মিহির ? চুপ কর্‌লে কেন—বল !

মিহির। তার পূর্ব্বে তুমি নিজের মুখে একবার বল—তুমি সেই ক্ষণা, একটীবার বল—গভীর নিশায় শ্মশানভূমিতে যে পৈশাচিক লীলা দেখেছি, তা সত্য নয় ! জগতে তোমার ন্যায় রূপবতী, তোমার ন্যায় অঙ্গসৌষ্ঠব অসংখ্য বর্ত্তমান ; বল—আমার ক্ষণাদেবী জীবনে কখনও

শবদেহের মাংসচর্ব্বণ করেনি! বল—আমার ক্ষণাদেবী জীবনে কখনও পিশাচী নামে অভিহিত হয়নি? তা হ'লে জান্‌বে—কেন তোমায় আজ এমনি ভাবে দেখ্‌ছি, কেন আমার ওষ্ঠপ্রান্তে কথা এসে আজ ফিরে যাচ্চে।

ক্ষণা। মিহির! দেবতা! গতরাত্রে ক্ষণাকে তোমার সত্যই পিশাচীর কার্য্য কর্‌তে দেখেছিলে। কি কর্‌বো মিহিব! আমার ভাগ্য আমায় সেই পথে নিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্য আমায় শেষ রক্ষা কব্‌তে দিলে না, ফিরে এসে দেখ্‌লুম তুমি জাগ্রত।

মিহির। যদি জাগ্রত না দেখ্‌তে, তা হ'লে কি কর্‌তে ক্ষণা? বোধ হয় আমায় গ্রাস কর্‌তে—কেমন?

ক্ষণা। কি বল্‌ছ মিহির? তুমি কি আজ উন্মাদ হয়েছ? এ সকল কথা উচ্চারণ কর্‌তে তোমাব জিহ্বা জড়িয়ে আস্‌ছে না? এতখানি অবিশ্বাস তোমাব হৃদয়কে আশ্রয় করেছে? না—না তোমায় দোষ কি? তুমি যখন দেখেছ—পত্নী তোমার শ্মশানে ব'সে শবদেহের মাংস চর্ব্বণ কর্‌ছে, তখন তুমি তাকে পিশাচী না ভেবে অন্য কি ভাব্‌তে পার? সত্যই আমি পিশাচী! মিহির! [রোদন]

মিহির। কেঁদো না ক্ষণা! এখন কর্ত্তব্য যদি আমায় কঠোর আববণে প্রবৃত্ত করে, বল—অযোধ্যাধিপতি শ্রীবামচন্দ্রের সীতাদেবীর মত আমার আদেশে কাননবাসিনী হবে, বল—কর্ত্তব্যবোধ হরিশ্চন্দ্রের পত্নীবিক্রয়ের মত যদি আমি পরের গৃহে তোমায় প্রেরণ করি, তুমি অবনতমস্তকে গমন কর্‌বে, বল ক্ষণা, তুমি এক বিন্দু চোখের জল ফেল্‌বে না?

ক্ষণা। মিহির! তুমি আমায় যেখানে যেতে অনুমতি কর্‌বে, দ্বিরুক্তি না ক'রে আমি সেইখানেই যাবো। তুমি চোখের জল ফেল্‌তে

নিষেধ করলে আমি জোর ক'রে তাকে আট্‌কে রাখ্‌বো। এখন এস, আহারাদি শেষ ক'রে নাও; তারপর তোমায় একটী কথা বল্‌বো। কেন আমি পিশাচীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম, তাও তোমায় শোনাবো।

মিহির। তা হ'লে ক্ষণা, তুমি কি পিশাচী নও?

ক্ষণা। যদি ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে বল্‌তে বল—তা হ'লে ঈশ্বর সাক্ষ্য ক'রে বল্‌ছি, ক্ষণা তোমার পিশাচী নয়।

মিহির। তা হলে শ্মশানের সে দৃশ্য—

ক্ষণা। সব বল্‌বো; তোমাব আহারের স্থান হয়েছে, আগে আহারাদি শেষ ক'রে নাও, তারপর শুন্‌বে।

মিহির। আহারে আমার রুচি নেই ক্ষণা!

ক্ষণা। তা হবে না; তা হ'লে বুঝ্‌বো—আমার উপর রাগ ক'রে আমার উপর সন্দেহ ক'রে তুমি আহারে অনিচ্ছা দেখাচ্ছ! যাও—আহারে ব'সো গে।

মিহির। [স্বগত] ভাল, যখন এখনও তোমায় বিশ্বাস করি, তখন এখনও আমি প্রাত্যাহিক নিয়মে চল্‌বো।

[প্রস্থান।

ক্ষণা। গোপন রাখ্‌তে পার্‌বো না! মিহির তা হ'লে দারুণ সন্দেহ বুকে নিয়ে দগ্ধ হ'য়ে যাবে। কি কর্‌বো! এর জন্য যদি পাপরাশি উপার্জ্জন করতে হয়, তাও কর্‌বো! মিহিরের যন্ত্রণা আমি দেখ্‌তে পার্‌বো না। আর কতক্ষণ? জন্মপত্রিকায় যা দেখেছি, মিহির তা জানে না। [জন্মপত্রিকা লইয়া] এই তো নিজের মৃত্যু গণনা করেছি, এই তো জ্বলন্ত অক্ষরগুলি মৃত্যুর জন্য আমায় প্রস্তুত হ'তে বল্‌ছে। মিহির! মিহির! ক্ষণার দেবতা! ক্ষণার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ ক'রে তোমার সাজান সংসার হ'তে তাকে বিদায় দান কর প্রভু! আজ আমার

বুক ভেঙ্গে যাচ্চে। সিংহলের সেই পুরাতন স্মৃতি, উজ্জয়িনীর সোনার সংসার সব প'ড়ে থাক্‌বে—শুধু ক্ষণার ধ্বংস হবে। আজ পিতামাতার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে, একটীবার তাঁদের চরণ দর্শন কর্‌বার বড় সাধ হ'চ্চে। নীরব—নীরব থাক হৃদয়! এত সাধ আকাঙ্ক্ষা কখনই পূর্ণ হবে না। মনে পড়ে না, সিংহল হ'তে স্বামীর গৃহে আস্‌বার সময়পিতা-মাতার কি দারুণ অভিশাপ বহন ক'রে এনেছিলে? এ দিনে সে অভি-শাপ তোমায় গ্রাস কর্‌তে উদ্যত, এতদিনে সেই অভিশাপ সুখের মিলন ভাঙ্গ্‌তে এসেছে। স্বামী—প্রভু! অপরাধিনী ক্ষণাকে মার্জ্জনা ক'রো—

বরাহের প্রবেশ।

বরাহ। কে—মা? তুমি রাজসভায় গেলে না?

ক্ষণা। সহসা আমার শরীর অসুস্থ হওয়ায় আমি যেতে পারিনি বাবা! সভার কার্য্যাদি শেষ হয়েছে?

বরাহ। হাঁ মা! সভার কার্য্য শেষ হয়েছে। মহারাজ আমাকেই শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছেন, আর তোমায় একটী স্বতন্ত্র আসন দান করেছেন।

ক্ষণা। যোগ্য ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছেন। আসুন, আপনার আহারের স্থান প্রস্তুত হয়েছে।

বরাহ। এখন নয়; মিহির কোথায়?

ক্ষণা। আহারে বসেছে—

বরাহ। যাও মা, তুমিও আহারাদি শেষ ক'রে নাও। কি—থাক্, এখন নয়। হ্যাঁ মা! তুমি যে নক্ষত্রগণনার ফল আমায় লিখে দিয়েছিলে, মিহিরকে তা বলনি তো?

ক্ষণা। না বাবা! আমি কাউকে বলি নি।

বরাহ। আচ্ছা যাও; দেখে এস, মিহিরের আহার শেষ হ'তে আর কত বিলম্ব আছে! না থাক্, তোমার যাওয়ার আবশ্যক নাই—আমিই যাচ্ছি। আচ্ছা, আমার সেই অস্ত্রখানা কোথায়?

ক্ষণা। আমি তুলে রেখেছি, আপনার দরকার আছে?

বরাহ। বিশেষ!

ক্ষণা। নিয়ে আস্‌ছি—

বরাহ। এখানে নেই? আচ্ছা যাও, যত শীঘ্র পাব ফিরে এস। [ক্ষণার প্রস্থান] পাষাণ—পাষাণ হও বরাহ! খুব সতর্কতা অবলম্বন কর। কি জানি কেন আমার আত্মীয় স্বজনকে বিশ্বাস হ'চ্ছে না। ক্ষণা স্ত্রীলোক—সে যে এত বড় একটা ব্যাপাব অপ্রকাশ রাখবে, আমার তা কিছুতেই মনে হয় না। অস্ত্র আস্‌ছে, সেই অস্ত্রে ক্ষণার বাক্‌রোধ কববো; তার জিহ্বা ছেদন ক'বে আমার ইহজীবনের শান্তির উপায় ক'বে রাখ্‌বো। লোকনিন্দা! কিসেব লোকনিন্দা? বল্‌বো—ক্ষণার কটুক্তির জন্য তাকে এই শাস্তি দিয়েছি। সে আমার অনেক ভাল! বিক্রমাদিত্যেব সভার শীর্ষস্থান অধিকার ক'বে মূর্খের ন্যায় নিম্নস্তরে প'ড়ে থাকৃতে পা্‌রবো না। এই আমার সুখের পথ—এতেই আমার উন্নতি।

অস্ত্রহস্তে ক্ষণার প্রবেশ।

ক্ষণা। বাবা! এই নিন্ আপনার অস্ত্র—

বরাহ। [অস্ত্র লইয়া] মা!

ক্ষণা। আদেশ করুন—

বরাহ। তোমায় আমি বিশ্বাস করতে পাচ্চি না।

ক্ষণা। অবিশ্বাস কিসের বাবা?

বরাহ। কিসের অবিশ্বাস? যে নক্ষত্রগণনার ফল রাজসভায় প্রকাশ ক'রে আজ আমি শীর্ষস্থান অধিকার করেছি, তুমি হয় তো স্বকৃত গণনা ব'লে একদিন তা নিজের মুখে প্রচার করবে। তখন আমার কি অবস্থা হবে, ভাব দেখি মা!

ক্ষণা। আমায় যদি বিশ্বাস করেন, তা হ'লে আমি বল্‌তে পারি—এ জীবনে আমি তা কখনই প্রকাশ করবো না।

বরাহ। বিশ্বাস? আচ্ছা—না মা, কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করতে পাচ্চি না। মা! যদি তুমি আমার সম্মানরক্ষা কব্‌তে চাও, তা হ'লে এই অস্ত্রে—

ক্ষণা। বলুন বাবা! এই অস্ত্রে কি করতে হবে বলুন? আপনি সঙ্কুচিত হ'চ্চেন কেন?

বরাহ। তবে বলি? এই অস্ত্রে—এই অস্ত্রে—না, মিহিরকে আগে আস্‌তে দাও, তাকে একবার জিজ্ঞাসা করি—

ক্ষণা। এর জন্য চিন্তিত হ'চ্চেন কেন বাবা! মিহিরের আহার প্রায় শেষ হ'য়ে এলো; আমি তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌ছি।

বরাহ। না—না, মিহির হয় তো মায়ার বশে বল্‌বে—নারকী পিতার কথায় প্রাণ দিও না ক্ষণা! তখন হয় তো—না—না, তুমি এই অস্ত্র নাও, এই অস্ত্রে তোমার ঐ মহামূল্য জিহ্বা ছেদন ক'রে আমার হাতে তুলে দাও। এই নাও—অস্ত্র নাও—[অস্ত্রদান]

ক্ষণা। বাবা! আজ আমি ধন্য হ'লেম। আমার যে এতখানি সৌভাগ্য হবে, আমি তা একদিনও ভাবি নাই। জীবন ক্ষণস্থায়ী; জীবনের জন্য আমি কিছুমাত্র চিন্তিত নই। অপরাধিনী কন্যার প্রণাম গ্রহণ করুন বাবা! [স্বগত] মিহির—মিহির! এ জীবনে আর দেখা হবে না; তোমার সংসার হ'তে দাসী আজ চিরবিদায় গ্রহণ করছে।

বরাহ। এইবার—এইবার বরাহ! যত পার কঠিন হও, বুকে বাজ নিতে হবে!

ক্ষণা। [জিহ্বা ছেদন করিয়া বরাহের হস্তে দিয়া দেহত্যাগ করিলেন।]

বরাহ। গেল—দীপ নিভে গেল! অশ্রু, এইবার এস—তপ্ত রক্ত তপ্ত সলিলে ধৌত ক'রে দাও।

মিহিরের প্রবেশ।

মিহির। ক্ষণা! অসময়ে নিদ্রা যাচ্ছ? পিতা অভুক্ত রয়েছেন, তাঁর আহারাদির ব্যবস্থা ক'রে দাও,

বরাহ। ক্ষণা জাগ্‌বে না মিহির!

মিহির। কেন জাগ্‌বে না? ক্ষণা! সহসা এত রক্ত কোথা থেকে? পিতা! একি! আপনার হাতেও যে রক্ত! কি হয়েছে পিতা? আমার যে দারুণ সন্দেহ হ'চ্চে!

বরাহ। ক্ষণা আত্মহত্যা করেছে! এই রক্তাক্ত জিহ্বা, ঐ অস্ত্রাঘাতে আমি ছিন্ন করেচি, তুমি এমন ভেবো না মিহির!

মিহির। ক্ষণা! ক্ষণা! আমায় কি তোমার অযোগ্য ভেবে অভিমানবশে আজ আত্মহত্যা কর্‌লে? একবার ওঠ ক্ষণা! একবার তেমনি ভাবে কথা কও, একবার উঠে তেমনই ক'রে প্রাণের বেদনা জ্ঞাপন কর। তোমায় পিশাচী ব'লে ডেকেছিলুম, তাই কি আমায় এমনি ভাবে কাঁদিয়ে গেলে? ক্ষণা! ক্ষণা!

বরাহ। ভুল করেছি মিহির! ক্ষণা পিশাচী নয়, আমিই যে তাকে কৌশল ক'রে শ্মশানে পাঠিয়েছিলুম; কিন্তু সেটা আমার দোষ নয় মিহির—সেটা ক্ষণার দুর্ভাগ্য।

মিহির। পিতা! পিতা!

বরাহ। না—না, ও সম্বোধন নয়,—শুধু পিতা নয়, আমি তোমার নারকী পিতা—রাক্ষস পিতা—

মিহির। নারকী পিতা? কেন,—আপনি কি করেছেন পিতা? জানেন কি,—যখন আমার জ্ঞান হ'লো, সিংহলে যখন আমি শুনলেম্—উজ্জয়িনীতে আমার পিতৃদেব বর্ত্তমান, তখন কি উন্মত্ততা আশ্রয় ক'রে সুদূর সিংহল হ'তে ফিরে এসেছি? যা হ'তে সংসার দেখ্‌লুম, তাঁকে আমি নারকী পিতা বল্‌বো? পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ।

বরাহ। আবার বল—আবার বল মিহির! তোমার পবিত্র কথায় এই কলুষিত প্রাণ পবিত্র হোক্। দাঁড়াও মিহির! এই রুধিরাক্ত হস্ত ধৌত ক'রে আসি, তারপর পিতা-পুত্রে একত্রে ব'সে রোদন কব্‌বো।

[প্রস্থান।

মিহির। উঠ্‌লে না? জাগ্‌লে না ক্ষণা? এমনি ভাবে নিদ্রায় অভিভূত থাক্‌বে? চল ক্ষণা! মহারাজ বিক্রমাদিত্য তোমায় গৌরব-আসন দান করেছেন, সভা আলোকিত ক'রে একবার সেখানে বস্‌বে চল। কত সাধ—কত আকাঙ্খা তোমার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে প'ড়ে আছে, জেগে উঠে সে সকল পূর্ণ কর ক্ষণা! চল—রাজসভায় বস্‌বে চল। পথের পথিক জানুক—মহারাজ বিক্রমাদিত্য জানুক, ক্ষণাদেবী আর এ সংসারে নাই; মিহিরের সাজান সংসার শূন্য ক'রে ক্ষণাদেবী মহাশূন্যে বিলীন হ'য়ে গেছে। স্বর্গ-পারিজাত অকালে বৃন্তচ্যুত হয়েছে।

[ক্ষণাকে স্কন্ধে লইয়া প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

রাজসভা।

বিক্রমাদিত্য।

বিক্রমাদিত্য। আশ্চর্য্য ব্যাপার! ক্ষণাদেবী কি উন্মাদিনী হ'লেন? একি তাঁর পরীক্ষাদান? গণনাবিদ্যায় তাঁকে অদ্বিতীয় ব'লে জান্‌তেম; কিন্তু আজ তাঁর এ গণনা আমি বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছি না! দিবা দ্বিতীয় প্রহরের সময় সূর্য্যাস্ত; এও কি কখনও সম্ভবপর? দেবীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কর্‌তে হবে।

বেতালের প্রবেশ।

বেতাল। এমন সময় কোথায় চলেছেন মহারাজ?

বিক্রমাদিত্য। একবার নগরপর্য্যটনে যাবো স্থির করেছি।

বেতাল। হঠাৎ নগরপর্য্যটনের উদ্দেশ্য?

বিক্রমাদিত্য। উদ্দেশ্য কি এমন?

বেতাল। যেমন হোক্ আছে তো?

বিক্রমাদিত্য। ভেবেছিলুম পণ্ডিত বরাহের বাটীতে ক্ষণাদেবীর শ্রীচরণে অঞ্জলি দান ক'রে, সভার কার্য্যাদি জ্ঞাপন ক'রে আস্‌বো।

বেতাল। সেটা উচিত কাজ বটে; কিন্তু সাধ ক'রে রাক্ষসের পুরীতে যাবেন না।

বিক্রমাদিত্য। রাক্ষসের পুরী কি রকম?

বেতাল। ঐ রকম মহারাজ! আপনার রাজ্যে দু-রকম রাক্ষস আছে; এক রাক্ষস সে প্রকৃত রাক্ষস, সে বেতাল অপেক্ষা আচরণে উচ্চ।

আর এক রাক্ষস যে মানুষ, দেবতার বাহ্যিক আবরণের জন্য বিশেষ সম্মানিত, সে নিজের গৃহে ব'সে সংগোপনে আত্মীয়ের রক্ত-মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। এই দু রকম রাক্ষস আপনার রাজ্যে আছে। এদের মধ্যে কে নৃশংস আর কে সদাশয়, বলুন দেখি মহারাজ ?

বিক্রমাদিত্য। তোমার কি চির দিন সমানভাবে কাট্‌বে বেতাল ?

বেতাল। এত দিন কেটেছে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন যেন জীবনের শেষ দিনগুলোও এইভাবে কেটে যায়। বুঝ্‌তে পাচ্চি মহারাজ! আমার কথা উপলব্ধি করতে পারছেন না বা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছেন না।

দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ! [অভিবাদন]

বিক্রমাদিত্য। কি সংবাদ দূত ?

দূত। সিংহলরাজ সস্ত্রীক আপনার সাক্ষাৎলাভের জন্য রাজসভায় আসছেন।

নেত্রবান ও মধুমতীর প্রবেশ।

নেত্রবান। মহারাজের জয় হোক্! এই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভা ? এই মহারাজ বিক্রমাদিত্য আমার সম্মুখে ?

বিক্রমাদিত্য। আসুন রাক্ষসপতি! আপনার পদার্পণে উজ্জয়িনী আজ পবিত্র হ'লো আসুন—আসন গ্রহণ করুন।

নেত্রবান। এখন নয় মহারাজ! আপনার পবিত্র রাজ্যে আজ সস্ত্রীক দারুণ দুঃখের বোঝা বহন ক'রে এনেছি; আগে আমার দুঃখ দূর ক'রে আমায় আশ্বস্ত করুন মহারাজ! কি অপূর্ব্ব শান্তিময় এই উজ্জয়িনী! কি অনন্ত আশার তৃপ্তিস্থল এই বিচিত্র অতুলনীয় রাজসভা কি ধীর

কি সৌম্য কি উদার আপনি মহারাজ! আজ এই মহতের আশ্রয়ে এসে আমার অসহ্য যন্ত্রণার অর্দ্ধ ভাগ অপসারিত হ'লো!

বিক্রমাদিত্য। বলুন, কি করলে আপনার দুঃখ দূর করতে পারি? আমি এই মুহূর্ত্তে তা সম্পাদন করবো।

নেত্রবান। বলুন মহারাজ! এই কি সেই উজ্জয়িনী, যেখানে মিহির নামে এক সুন্দর যুবক আমার রূপবতী কন্যাকে বিবাহ ক'রে এনেছে? বলুন মহরাজ! আপনি কি সেই মহাত্মা, যার রাজ্যে আমার বড় আদরের কন্যা জামাতা এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে? বলুন মহারাজ! আমাব প্রতিভাময়ী বিদুষী ক্ষণার কি পরিচয় পেয়েছেন?

বিক্রমাদিত্য। ক্ষণাদেবীব প্রতিভার পরিচয় পেয়েছি মহারাজ! তাঁর প্রতিভার তুলনায় একদিন তিনিই বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু জানি না, কি ভ্রমবশে তিনি আজ দিবা দ্বিপ্রহরে সূর্য্যাস্ত প্রচার করেচেন। জানি না, তাঁর অপূর্ব্ব প্রতিভার উপর কেন আজ কলঙ্ক অর্পিত হ'লো?

ক্ষণাদেবীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া
মিহিরের প্রবেশ।

মিহিব। মহাবাজ বিক্রমাদিত্য হ'তে সমগ্র জগদ্বাসীর নিকট প্রতিভাময়ী ক্ষণা বহু দিন পরিচিতা হয়েছে। ক্ষণার মত বিদুষী রমণীতে কণা মাত্র কলঙ্ক থাকতে পারে না মহারাজ! এই দেখুন ক্ষণার জীবন-সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়েছে! এখন সে স্বর্গধামে পরিচিত হ'তে চলেছে। কৈ মহারাজ! ক্ষণার রত্নাসন কৈ? সে আপনার নব রত্ন-সভা অলঙ্কৃত করতে এসেছে। জীবিত অবস্থায় আসতে পারে নাই, অপরাধ গ্রহণ করবেন না। [মৃতদেহ ভূমিতে রক্ষা]

বিক্রমাদিত্য। ব্রাহ্মণকুমার! একি! ক্ষণাদেবীর এ অবস্থা কে কর্‌লে ?

নেত্রবান। ক্ষণা? ক্ষণার নাম বল্‌ছেন মহারাজ? তবে কি আপনিই সেই রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য? কৈ—কোথায়? আঁখিযুগল অশ্রুপূর্ণ হ'য়ে অন্ধত্বলাভ করেছে! কৈ মহারাজ! কোথায় আমার ক্ষণা? কোথায় আমার প্রাণাধিক মিহির?

মিহির। প্রাণাধিক মিহির? কে? কে আপনারা? একি—একি! অন্নদাতা পিতা! মা—মা! তুমিও আজ উজ্জয়িনীতে? অভাগিনী জননী আমার, অভিশপ্ত পুত্র-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে এসেছ?

নেত্রবান। মিহির—মিহির! তুমি কি আমার সেই প্রাণাধিক মিহির?

মিহির। হাঁ পিতা! আমিই সেই সংসার-তাড়িত হতভাগ্য মিহির।

মধুমতী। মিহির! বাপ্ আমার! কৈ—ক্ষণা আমার কৈ? অভাগিনী মাকে আশ্বস্ত কর মিহির!

মিহির। ক্ষণা? তোমার আদরিণী কন্যা ক্ষণার অন্বেষণে এসেছ মা? ঐ তোমার ক্ষণা। আর কি দেখ্‌তে এলে মা! ক্ষণা ঘুমিয়েছে; আর তো সে জাগ্‌বে না মা!

মধুমতী। এই আমার ক্ষণা? ক্ষণা! ক্ষণা! মা আমার! হা ভগবান! একি দেখালে! ক্ষণা আমার জীবিত নেই?

নেত্রবান। ক্ষণা জীবিত নাই? ক্ষণা! আমি যে বড় আশা ক'রে সুদূর সিংহল হ'তে এতখানি পথ ছুটে এসেছি। অভিমানিনী মা আমার! নিষ্ঠুরপ্রাণে বিদায় দিয়েছিলুম ব'লে আজ কি তুই এমনি ভাবে চ'লে গেলি?

মধুমতী। একবার ওঠ মা ক্ষণা, একটীবার তোর মায়ের গলা ধ'রে মা—মা ব'লে ডাক্,—মায়ের প্রাণে আর ব্যথা দিস্‌নে ক্ষণা!

নেত্রবান। জাগ্‌বি না—জাগ্‌বি না ক্ষণা? ভগবান! তখন বুঝিনি, সেই অভিশাপ আমাকেই দংশন করবে, তখন বুঝিনি ক্ষণা আমায় এমনিভাবে দাগা দেবে।

বিক্রমাদিত্য। মিহির! ক্ষণাদেবীর সহসা এ অবস্থার কারণ কি? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। আমি ক্ষণপূর্ব্বে মায়ের চরণে অঞ্জলি দেবার জন্য যাচ্ছিলেম। কি হয়েছে ব্রাহ্মণকুমার! ক্ষণাদেবীব সহসা মৃত্যুর কারণ কি?

বেতাল। কাবণ ক্ষণাদেবী বড় ভাল; ক্ষণাদেবীকে কিসে খেয়েছে জানেন? সেই বাক্ষস; যে রাক্ষস অন্তবে রাক্ষস-প্রবৃত্তি নিয়ে দেবতাব আববণ প'বে সংসাব-পথে ভ্রমণ কবচে।

বরাহের প্রবেশ।

বরাহ। হাঃ—হাঃ—হাঃ! ঠিক্ বলেছ বেতাল! তোমার বাক্য দৈববাণীর মত সত্য। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তন্ন তন্ন ক'বে খুঁজে দেখ, আমাব মত দ্বিতীয় রাক্ষস দেখ্‌তে পাবে না। এই হস্ত, এই দৃঢ় মুষ্টি, উন্মাদেব মত বলীয়ান্ হ'য়ে ক্ষণার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে, এমনই স্থির অবিচলিতভাবে জিহ্বা আমার ক্ষণার জিহ্বাছেদনের কঠিন আদেশ দিয়েছিল, এমনিভাবে পিশাচেব দল আমায় তাদের দলভুক্ত কর্‌বাব জন্য পশ্চাতে দাঁড়িয়ে অসংখ্যবাব হত্যার ইঙ্গিত করেছিল। সে ইঙ্গিত বড় কঠোর! হাতের শাণিত ছুরিকা বক্ষবিদ্ধ না ক'রে নিরস্ত হয় না। ওঃ—কি সে রক্ত! কি সে হত্যাকাণ্ড! সত্য সত্যই আমি রাক্ষস; নইলে পুত্রবধূকে হত্যা ক'রে কে কবে শান্তি অন্বেষণ কবেছে?

মিহির। আপনি এখানে কেন বাবা?

বরাহ। দেখ্‌তে এলুম ক্ষণার কপট নিদ্রা কি না? দেখ্‌তে এলুম মৃত অবস্থাতেও সে নক্ষত্রগণনা আমার নয় ব'লে প্রচার কর্‌ছে কি না? দেখ্‌তে এলুম ক্ষণা আমায় অভিশাপ দিচ্চে কি না! এখন দেখ্‌ছি তা নয়, মা আমার সত্য সত্যই ঘুমিয়েছে। ঘুমুক—ঘুমুক, বড় দাগা পেয়েছে। ও দাগার শান্তি নিদ্রায়। এরা সব কে মহারাজ? ক্ষণাদেবীর মৃতদেহের উপর কাতরপ্রাণে অবিরাম অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌ছে, ওরা কারা মহারাজ?

বিক্রমাদিত্য। সিংহলরাজ ও রাজমহিষী ক্ষণাদেবীর পিতা মাতা।

বরাহ। [চমকিত হইয়া] সিংহলরাজ!

বিক্রমাদিত্য। কেন ব্রাহ্মণ?

বরাহ। জান্‌তে পার্‌বে—আমি হস্ত প্রক্ষালন করিনি; সিংহল-রাজ বুঝ্‌তে পার্‌বে আমিই তাঁর কন্যাকে হত্যা করেছি। কিন্তু আমি হত্যা করিনি মহারাজ! আমার উপর একটা পিশাচ আশ্রয় করেছিল; সে—না থাক্—থাক্। আপনি শুনে রাখুন মহারাজ! ক্ষণাদেবী আত্ম-হত্যা করেছে—

বিক্রমাদিত্য। ব্রাহ্মণ! সত্যই আপনার শরীরে যেন পিশাচ আশ্রয় করেছে। বুঝেছি আপনারই জন্য—

বরাহ। চুপ কর বিক্রমাদিত্য! ঔদ্ধত্য প্রকাশ ক'রো না।

বিক্রমাদিত্য। পিশাচের শাস্তি কি জানেন ব্রাহ্মণ?

বরাহ। জানি—প্রাণদণ্ড।

নেত্রবান। মিহিরের পিতা আপনি; আমার পরম আত্মীয়। আমি আপনার কাছে করযোড়ে বল্‌ছি, আপনার মিহিরকে আমায় দিন। মিহির আমার কাছে থাক্‌লে আমাদের মরু-হৃদয়ে কথঞ্চিত শান্তি-বারি সঞ্চারিত হবে।

ববাহ। আর আমাব অবস্থা ভাবুন দেখি মহারাজ! আমার সংসার-চিত্র স্মরণ ক'রে যখন আমি মনে মনে কি একটা দারুণ অভাব অনুভব কর্‌বো, যখন হৃদযেব আগুন ধূ-ধূ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌বে, তখন এক বিন্দু জল দেবার জন্য—না মহারাজ! আমি তা পার্‌বো না; আমায় সে অনুরোধ কর্‌বেন না।

[প্রস্থান।

নেত্রবান। তবে আর কেন মহারাজ! যে আশায় উজ্জয়িনী এসে-ছিলাম, সে আশা যথেষ্ট পূর্ণ হয়েছে। এখন আসি মহারাজ! এই অকালবৃন্তচ্যুতা স্বর্ণ-লতিকাকে নিয়ে আমাব সিংহলে ফিরে যাই। মা আমাব বড় কষ্টে চ'লে এসেছিল। মিহির! সিংহলে যদি একদিনও আদব পেয়ে থাক, তোমার পিতা-মাতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আর একবার সেখানে চল মিহির! অন্নদাতা পিতা-মাতার অভিশাপ ভুলে গিয়ে, বাল্যের মত সিংহল আলোকিত কর্‌বে চল।

মধুমতী। তবে চল ক্ষণা! তুমি একাই সিংহলে ফিরে চল। মিহির! আসি বাবা! অভাগিনী মাকে মনে রেখো—

নেত্রবান। মিহিব! তোমাব প্রতি কি আমার কোন অধিকাব নেই? না—থাক্, এ অতি পুবাতন প্রশ্ন। মিহির! পার যদি সিংহলে যেও, সোনার সিংহল তোমার অভাবে অন্ধকার হ'য়ে আছে। পাব যদি, তাকে আলোক-মণ্ডিত ক'রো।

[মৃতদেহ লইয়া নেত্রবান ও মধুমতীর প্রস্থান।

মিহির। যাও মা! তোমার ক্ষণাকে নিয়ে যাও। জীবনে সে বড় ভুল করেছিল। সে আমায় তার সর্ব্বস্ব ভেবে আমার আশ্রয়ে এসেছিল, আমি তাকে যত্ন ক'রে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌লুম্ না। মিহিরেব উপর রাগ ক'রো না মা! ক্ষণাকে বুকে নিয়ে তুমি এক এক পদ

অগ্রসর হ'চ্চো, কিন্তু আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ, এক একখানা পাঁজর খ'সে গিয়ে শুধু বিরাট হাহাকারে সে শূন্যস্থান পূর্ণ করছে। মা! জীবন ক্ষণস্থায়ী; যদি দেখা না হয়, দুঃখ ক'রো না। যদি কখনও পিতৃ-আজ্ঞা পাই, আবার সিংহলে গিয়ে তোমাদের চরণসেবা করবো; নইলে এই শেষ। স্মৃতির একটী চিহ্ন রাখ্‌বার জন্য দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু ক্ষণার অঞ্চলে রইলো,—যতদিন বাঁচ্‌বো, মনে ক'বে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌বো। যাও মা—আর একটী কথা, যদি কখনও—না যাও—ক্ষণা! ক্ষণা! মহারাজ! হতভাগ্যের একটী অনুরোধ, উন্মত্ত ক্রুদ্ধ পিতাকে আমার মার্জ্জনা কর্‌বেন। তিনি যাই হোন্, তবু তিনি আমার পিতা।

[প্রস্থান।

বিক্রমাদিত্য। সোণার ভারতের—সোণার উজ্জয়িনীর আজ এই দুর্দ্দশা বেতাল! আমি এইখানে ব'সে মহানন্দে রাজ্য শাসন করবো? যে রাজ্যে ব্রাহ্মণের অবিচার উৎপীড়ন, যে রাজ্যে ব্রাহ্মণ রমণীহত্যা করে, সে রাজ্য বিক্রমাদিত্য কখনও সুখের রাজ্য মনে করে না। থাক্ এ রাজ্য—থাক্ এ সিংহাসন। নব-রাক্ষস এসে এ রাজ্য অধিকার করুক, মানুষে মানুষের মাংস ছিঁড়ে খাক্; আর নিবারণ করবো না। এখানে আগুন জ্বলুক, তবু তাতে এক বিন্দু জল দেবো না। এমন রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে বনবাস সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ।

[প্রস্থান।

বেতাল। একি, মহারাজ বিরাগী হ'লেন না কি? না—তু একটা মন্ত্রণা দিতে হ'লো।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

সিংহল—শ্মশান।

চণ্ডালবেশে ঘাতক।

ঘাতক। বেশ আছি, চণ্ডালের বেশ যে আমায় এত আনন্দ দিতে পার্‌বে, তা আমি জান্‌তেম না। এক একটা শবদেহ আস্‌ছে, তাদের পরিচ্ছদ খুলে নিচ্চি, তাদের চিতাভূমির কাষ্ঠ সংগ্রহ ক'রে দিচ্চি আর মনে হ'চ্চে—এ আমার বড় সুখের বড় আনন্দের—

অলকার প্রবেশ।

অলকা। ঠিক বলেছ ঘাতক! না—না, তুমি যে এখন চণ্ডাল—শ্মশানভূমি অনেক সুখের।

ঘাতক। তা আমি জানি মা! একবার নয়, দুবার নয়, আমি অনেকবার এর পরীক্ষা গ্রহণ করেছি। শ্মশানে থাকি বেশ থাকি; যখনই শ্মশানের বাইরে যাই—দেখি, কার যেন পরিচিত মুখখানি আশে পাশে উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে। থাক্‌তে পারি না মা, বুক ভেঙ্গে যায়! মা আমার কতদিন ভস্মে পরিণত হয়েছে, তবু আমি শ্মশানের বাইরে যেতে পারি না মা! বুক ভেঙ্গে যায়।

অলকা। যথার্থই বলেছ চণ্ডাল! শ্মশানে থাকি, বেশ থাকি; বাইরে গেলে দেখি, গোলোকচাঁদ সজলনেত্রে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে; যেন মা মা ব'লে চীৎকার ক'রে ডাকে—আমি চম্‌কে উঠি। চণ্ডাল! আমার এ যন্ত্রণার কি অবসান হবে না?

ঘাতক। সে কথা ব্যথাহারী ভগবানকে জিজ্ঞাসা কর মা! তাঁর

চরণে দুই বিন্দু অশ্রু ফেল্‌তে পার্‌লে তিনি হয় তো কৃপা কর্‌বেন! ও কি! কার ও রোদনধ্বনি, বামাকণ্ঠ বোধ হ'চ্চে।

ক্ষণার শবদেহ লইয়া নেত্রবান ও মধুমতীর প্রবেশ।

মধুমতী। মা আমার এখনও উঠ্‌লি না? আর কতকাল নিদ্রা যাবি মা?

ঘাতক। একি! মহারাজ ও মহারাণী কাকে বুকে নিয়ে আজ শ্মশানে উপস্থিত?

নেত্রবান। ক্ষণা! তোর পিতা মাতাকে আজ এই কাজ কর্‌তে হ'লো? ভগবান! আর কত সয়!

ঘাতক। মহারাজ! একি! ক্ষণাদেবীর মৃতদেহ?

নেত্রবান। হাঁ চণ্ডাল!

অলকা। মহারাজ! তোমার অভাগিনী ভ্রাতৃজায়ার কি দুর্দ্দশা হয়েছে দেখ।

নেত্রবান। তুমি আবার এখানে কেন দেবী?

অলকা। পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে।

নেত্রবান। কি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে দেবী? এই শ্মশানভূমিও কি আজ তোমার অধিকারে এসেছে? এই ছিন্ন কনকলতিকা শ্মশানভূমিতে চিতানলে দগ্ধ ক'রে যাবো, তাতেও কি তুমি বাধা দেবে দেবী?

অলকা। আমি আর সে অলকা নেই মহারাজ! তা যদি থাক্‌তুম, তা হ'লে আজ আমায় এমন মলিনবেশে শ্মশানভূমিতে দেখ্‌তে পেতেন না; আজ আমার চোখে অশ্রুবিন্দু দেখ্‌তে পেতেন না। মহারাজ! গোলোকচাঁদ আমায় ফাঁকি দিয়ে গেছে; এই শ্মশানের চিতায় তাকে আমি স্বহস্তে দগ্ধ করেছি।

নেত্রবান। বেশ করেছ—জননীর কর্ত্তব্য পালন করেছ। তা হ'লে হয়েছে; সিংহল আজ শ্মশানে পরিণত হয়েছে।

ঘাতক। সেই ভাল মহারাজ! শ্মশানই ভাল; আমি পূর্ব্বে আপনারই অধীনস্থ একজন ঘাতক ছিলাম। মনে পড়ে মহারাজ! বিনা দোষে সেনাপতি ইন্দুনাথের শাস্তি? সেই ইন্দুনাথের বিধবা পত্নীকে বহুদিন নিজের গৃহে রেখে জননীর মত প্রতিপালন করেছিলাম। অভাগিনী অবশেষে আত্মহত্যা করলে; এই শ্মশানেই তাকে দাহ করেছি। সেই হ'তে আমি শ্মশানে বাস ক'রে চণ্ডাল হয়েছি; আজ আপনার কন্যাকেও সেইভাবে চিতায় সাজাতে হবে। আর বিলম্ব করবেন না মহারাজ! আসুন, ক্ষণাদেবীকে সমুদ্রে স্নান করিয়ে আনি।

অলকা। একটু অপেক্ষা কর ঘাতক! জীবনে আমি ক্ষণাকে কখনও আদর ক'রে ডাকি নি। একবার তাকে বুকে নিয়ে আমার অতৃপ্ত কামনার তৃপ্তিসাধন করি। আমারই জন্য ক্ষণা দেশত্যাগিনী হয়েছিল, আমিই ক্ষণাকে হত্যা করেছি।

মধুমতী। আর কাকে বুকে করবে দেবী! ক্ষণা আমার বেঁচে নাই।

নেত্রবান। সত্যই কি তাই? ক্ষণা আমার ভস্ম হ'য়ে যাবে? জগতে তার কিছুমাত্র চিহ্ন থাকবে না? না—তা হবে না, জগতের বুকে মাকে আমার চির-জাগরিতা ক'রে রাখ্‌বো। এই শ্মশানভূমি পৃথিবীতে চির-পরিচিত রাখ্‌বার জন্য, ক্ষণার অকালমৃত্যুর এই নিদারুণ শোক হৃদয়ে চির-জাগরুক রাখ্‌বার জন্য এই শ্মশানের বুকে এক স্বর্ণমন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে যাবো। যা দেখে জগদ্বাসীর চক্ষে আপনি জল আস্‌বে।

ঘাতক। তাই করুন মহারাজ! আর এই হতভাগ্যকে এই পবিত্র শ্মশানের রক্ষকপদে নিযুক্ত করবেন।

অলকা। আর আমায় এই অধিকার দিন মহারাজ! সেই মন্দিরের

দ্বারে ক্ষণার মঙ্গলকামনায় ভগবানের উদ্দেশে নিত্য যেন প্রাণঢালা অশ্রুবিসর্জ্জন কর্‌তে পারি।

মিহিরের প্রবেশ।

মিহির। আর এই হতভাগ্য মিহিরের প্রার্থনা, সিংহলের শোক-চিহ্ন—সেই পূত স্বর্ণ মন্দিরের অভ্যন্তরে ব'সে ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন হ'য়ে তাঁর রাতুল চরণে যেন আত্মসমর্পণ কর্‌তে পারি।

নেত্রবান। কে—মিহির এসেছ?

মিহির। এসেছি মহারাজ!

নেত্রবান। পিতৃ-আজ্ঞা পেয়েছ? যে পিতা পুত্রবধূঘাতী, সেই বরাহ পণ্ডিতের অনুমতি পেয়েছ? যদি না পেয়ে থাক, এই মুহূর্ত্তে শ্মশানভূমি পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাও।

মিহির। তাঁকে অপরাধী করবেন না মহারাজ! অদৃষ্টই মূল, অদৃষ্টই জীবনের সাথী। পিতার অসম্মান কর্‌বেন না, পিতা চিরদিনই পিতা।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

বাঁশরীর প্রবেশ।

বাঁশরী। আবার বল—আবার বল মিহির দাদা—
পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

মিহির। বাঁশরী! তুমি এখানে কেন ভাই?

বাঁশরী। ক্ষণাদেবীকে দেখ্‌তে এলুম, আর তো দেখ্‌তে পাবো না! ক্ষণাদিদির মন্দির হবে শুন্‌লুম। তোমরা সেখানে আশ্রয় পেলে, আর

আমি একটু আশ্রয় পাবো না ? আমি সেখানে জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তিতে চির-বিরাজিত থাক্‌বো।

দয়ানন্দের প্রবেশ।

দয়ানন্দ। আর আমি সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির রাতুল চরণে সভক্তি অঞ্জলি দান ক'রে চিত্তের কলুষরাশি বিধৌত করবো।

নেত্রবান। গুরুদেব! এসেছেন? গুরুদেব—গুরুদেব!

দয়ানন্দ। এসেছি সিংহলরাজ! বাঁশরীর ঐ মোহন মূর্ত্তি আমায় জোর ক'রে টেনে এনেছে।

বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ।

বিক্রমাদিত্য। এসেছি—এসেছি, সোণার উজ্জয়িনী রাক্ষস ব্রাহ্মণের কাছে অবজ্ঞায় ফেলে দিয়ে আপনার মধুব অনাবিল বন্ধুত্বেব আশ্রয়ে এসেছি মহারাজ! কি কুচক্রী—কি কুটীল এই হিংসাপরায়ণ ব্রাহ্মণ জাতি। একবার পাপ পুণ্য বিচার কর্‌লে না—একবার মমতাবশে তার হৃদয় অধিকার কর্‌লে না; অমন সোণার প্রতিমাকে অনায়াসে হত্যা কর্‌লে! বরাহ পণ্ডিত নিশ্চয় ব্রাহ্মণ নয়, চণ্ডাল—চণ্ডাল! আর যদি সে ব্রাহ্মণ হয়, তবে ভারতবর্ষকে কেউ সোণার ভারত ব'লো না—উজ্জয়িনীকে সকলে ঘৃণার চক্ষে দেখো।

বেতালের প্রবেশ।

বেতাল। তবে এই পবিত্র শ্মশানে দাঁড়িয়ে ক্ষণাদেবীর আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করুন মহারাজ, ক্ষণাদেবীর জয়! ক্ষণাদেবীর জয়!!

সকলে। জয় ক্ষণাদেবীর জয়! জয় ক্ষণাদেবীর জয়!!

সিন্দুরচুপড়ীহস্তে দেববালাগণের প্রবেশ।

দেববালাগণ।—

গীত।

কেন ভ্রান্তিবশে পথহারা ভাব শান্তিময় শ্রীকান্তে।
সাধের এ দেহ চিতার শয়নে উঠিবে জীবন অন্তে॥
কেন মিছে রাখ্‌ছো ধ'রে, আস্‌বে না সে শূন্য ঘরে,
দাও গো অঙ্গে চিতার অঙ্গে যাক মিশে দূর অনন্তে॥

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা।

সমাপ্ত।

প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক ঃ

কালচক্র শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী কৃত। প্রসিদ্ধ "গণেশ-অপেরা-পার্টির" অভিনয়। ইহাতে সেই বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের প্রতিযোগিতা, সৌদাসের রাক্ষসত্বপ্রাপ্তি, বশিষ্ঠের শতপুত্র ধ্বংস, পরাশরের রক্ষসত্র, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভ প্রভৃতি আছে। ৫ খানি চিত্রশোভিত। মূল্য ১॥০ টাকা।

পৃথিবী উক্ত ভোলানাথ বাবুর কৃত। "গণেশ-অপেরা-পার্টির" অভিনয়। প্রতিষ্ঠানপতি অঙ্গের বিরুদ্ধে মৃত্যুর ভীষণ ষড়যন্ত্র, পৃথিবীবক্ষে বেণের অবাধ স্বেচ্ছাচার, অঙ্গরাজের নির্ব্বাসন, অচলেন্দ্রের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, বেণের বিরুদ্ধে অভিযান, পৃথু ও অর্চ্চির উৎপত্তি প্রভৃতি ঘটনার মহা সমাবেশ। ইহাতেই সেই অলকা, সুনীথা, প্রাণময়ী, চিন্তারাম, যোগময়, অঙ্গিরা প্রভৃতি আছে। (সচিত্র) মূল্য ১॥০ টাকা।

পঞ্চনদ শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। গণেশ অপেরা-পার্টিতে অভিনীত। সেই মামুদের ভারত আক্রমণ, দুর্জ্জয়পালের ষড়যন্ত্র, জয়পালের পরাজয়, সোমনাথের মন্দির আক্রমণ, সোমেশ্বরসিংহের অদ্ভুত কীর্ত্তি, দস্যুসর্দ্দার দয়ালের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন, আর সেই অনঙ্গ, তরঙ্গ, রহমন, নেয়ামৎ, নীলিমা, ইব্রাহিম, কামবক্সকে মনে আছে তো? মূল্য ১॥০ টাকা।

তাম্রধ্বজ পণ্ডিত হারাধন রায় কৃত। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত। বালক তাম্রধ্বজের নন্দদুলাল সাধনা, তেজচন্দ্র ও সমরসিংহের ষড়যন্ত্র, তাম্রধ্বজের করে ভীমার্জ্জুনের পরাজয়, শিখিধ্বজের দান পরীক্ষা প্রভৃতি ঘটনা সম্বলিত। অল্প লোকে অভিনয় হয়। মূল্য ১॥০ টাকা।

অতিকায় শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বসু প্রণীত। শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দলের অভিনয়। তরণীপতনে বিভীষণের হৃদয়ভেদী বিলাপ, অতিকায়ের রামভক্তি, মেঘনাদের তিরস্কার, সীতার কাতরোক্তি, অতিকায়ের ছিন্নমুণ্ডের রামনাম উচ্চারণ প্রভৃতি ঘটনাবলীতে পূর্ণ। (সচিত্র) মূল্য ১॥০ টাকা।

চিত্রাঙ্গদা শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। নিতাই-অপেরা ও ত্রৈলোক্যতারিণীর দলে অভিনীত। মণিপুর-সেনাপতি চণ্ডসিংহের ভীষণ চক্রান্ত, অর্জ্জুনের প্রতি জাহ্নবীর জ্বালাময় অভিশাপ, বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের যজ্ঞাশ্ব ধৃত করণ ও লাঞ্ছনা, পিতা-পুত্রে মহাসমর, বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক পিতৃহত্যা, মণিস্পর্শে অর্জ্জুনের পুনর্জ্জীবন লাভ, শোভার আত্মত্যাগ প্রভৃতি আছে। মূল্য ১॥০ টাকা।

মাল্যবান শ্রীঅভয় চরণ দত্ত প্রণীত। ভূষণ চন্দ্র দাস ও শশীভূষণ হাজরার দলে অভিনীত। দেব-রাক্ষসের প্রলয় রণ, দেবগণের পরাজয়, মাল্যবানের স্বর্গাধিকার, মালীর ভক্তিযুদ্ধ, বসুদার সহিত নারায়ণের যুদ্ধ, মাল্যবানের পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি। সহজে অভিনয় উপযোগী। মূল্য ১॥০ টাকা।

শ্রীবৎসচিন্তা সুকবি শ্রীনিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। রসিক চক্রবর্ত্তী ও গদাধর ভট্টাচার্য্যের দলে অভিনীত। সেই শনি-লক্ষ্মীর বিবাদ, শনির পরাজয়, সৌতিরাজের সহিত যুদ্ধ, শ্রীবৎসের রাজ্যচ্যুতি, কাঠুরিয়া বেশে বনে বনে ভ্রমণ, দেবতাদের ষড়যন্ত্র, শিবদুর্গার যুদ্ধোদ্যোগ, ভদ্রাবতীর সহিত শ্রীবৎসের বিবাহ, রাজ্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি। প্রত্যেক গানই মর্ম্মস্পর্শী। সহজে অভিনয় হয়। মূল্য ১॥০ টাকা।